সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর হরি ভবনে তাহার,
সদাই পরমানন্দে করেন বিহার।১৯।
বসুন্ধরেব গৃহিণী যত্র সর্ব্বংসহা গৃহে।
সুখে দুঃখে নির্বিকারা তত্রৈব রমতে হরিঃ॥ ২০॥
সুখে দুঃখে নির্বিকার গৃহিণী যথায়,
সকলি সহিয়া থাকে ধরণীর প্রায়;
গৃহস্থ-আশ্রম সেই আশ্রমের সার,
গোলোকবিহারী তথা করেন বিহার।২০।
গৃহিণা স্মর্য্যতে যত্র সর্ব্বকার্য্যেষু মাধবঃ।
সমাহিতেন শুচিনা তত্রৈব রমতে হরিঃ॥ ২১॥
যে গৃহস্থ কায়মনোবাক্যে শুচি হয়,
হরিপদে সমাহিত যাহার হৃদয়;
সর্ব্বকার্য্যে করে যেই শ্রীহরি স্মরণ,
তারি গৃহে বিরাজেন প্রভু নারায়ণ।২১।
পুণ্যে তপোবনে বাপি চণ্ডালভবনেঽথবা।
যত্রৈবাবাহ্যতে ভক্ত্যা তত্রৈব রমতে হরিঃ॥ ২২॥
পূজনীয় মহর্ষির পুণ্য তপোবনে,
অথবা ঘৃণিত অতি চণ্ডাল-ভবনে;
যে যেখানে ভক্তিভাবে করে আবাহন,
বিরাজেন সেইখানে বৈকুণ্ঠরমণ।২২।
ক্ষুধার্ত্তোঽন্নং তৃষার্ত্তোঽম্বু শোকার্ত্তো যত্র সান্ত্বনাম্।
ভীতোঽভয়ং চ লভতে তত্রৈব রমতে হরিঃ॥ ২৩॥
ক্ষুধার্ত্ত তৃষ্ণার্ত্ত যথা লভে অন্ন পান,
শোকার্ত্তের হয় যথা শোকের নির্ব্বাণ;
যে গৃহে ভয়ার্ত্ত জীব লভয়ে অভয়,
নিত্য বিরাজেন তথা হরি দয়াময়।২৩।
শিরো নৈব করোত্যুচ্চৈঃ কুর্ব্বন্নুচ্চৈরপি ক্রিয়াঃ।
গৃহী যত্র সদা নম্রস্তত্রৈব রমতে হরিঃ॥ ২৪॥
যে গৃহে গৃহস্থ কাজ করে উচু উচু,
তথাপি সবার কাছে মাথা করে নিচু;
নাহি জানে অভিমান, সদা নম্র অতি,
বিরাজেন সেই গৃহে কমলার পতি।২৪।

শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা।

আখ্যানমালা।

১১শ সংখ্যা।

১। ইংলণ্ডে একটী বিধবা সমুদ্রোপকূলে বাস করিত। অনেক নাবিক অন্ধকার রজনীতে পথহারা হইয়া কষ্টে পড়িত। দুঃখিনী বিধবার কোমল প্রাণ সহজেই পরের দুঃখে দ্রব হইয়া গেল। সে এক রজনীতে ঝড় ও উত্তাল তরঙ্গ দেখিয়া ভাবিতে লাগিল, না জানি কল্য কত লোকই জীবন হারাইবে এবং সেই মুহূর্ত্তেই সঙ্কল্প করিল যে সে তাহার জানালার নিকট একটী দীপ সমস্ত রাত্রি জ্বালিয়া রাখিবে। ইহা সামান্য লোকের সামান্য কার্য্য, কিন্তু পাঠিকা ধর্ম্মের চক্ষে দেখিলে বুঝিবেন যে, উহা মহৎ হৃদয়ের মহৎ কার্য্য। যাবজ্জীবন সেই দুঃখিনী নারী ভগবানের এই প্রিয়কার্য্য করিয়াছিল। তদবধি কত পথভ্রান্ত, তরঙ্গাহত নাবিক তীরস্থ বিধবার দীপের সাহায্যে মৃত্যু বা মরণাধিক বিপদ এড়াইয়াছিল।

২। যুক্তরাজ্যের সভাপতি ওয়াশিংটন্, সৈন্যাধ্যক্ষাবস্থাতে একবার স্বদেশবাসীদিগের নিকট হইতে এক প্রশংসাপত্র পাইয়াছিলেন। রবিন্‌সন্ নামক জনৈক বক্তা উহা পাঠ করিলে পর, ওয়াশিংটন্ কৃতজ্ঞতা জানাইবার জন্য দণ্ডায়মান হইয়া লজ্জাভিভূত ভাবে কিয়ৎক্ষণ রহিলেন, তথাপি তাঁহার মুখ হইতে একটীও কথা বাহির হইল না। লজ্জার কারণ, যে তাঁহার মত সামান্য অনুপযুক্ত ব্যক্তি এত লোকের ভক্তি-ভাজন। তিনি রক্তিম বদনে কাঁপিতে লাগিলেন, কথা বলিতে অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না। তাহা দেখিয়া রবিন্‌সন্ বলিয়াছিলেন "মহাশয়! বসিতে আজ্ঞা হয়। আপনার শ্রী আপনার বীরত্বের সমান, এবং আপনার লজ্জাশীলতা ভাষার সকল বাগ্মিতাকে জয় করিয়াছে।"

৩। নিঃস্বার্থতা লুথারের প্রধান গুণ ছিল। লুথারের ন্যায় কাহারও অর্থোপার্জ্জনের শক্তি ও সুযোগ ছিল না, কিন্তু তিনি অর্থার্থীদিগকে অর্থচেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া এরূপ ফকীরী অবলম্বন করিয়াছিলেন, যে আমিরী ও নবাবীও তাহার নিকট পরাস্ত হয়। সেক্‌সনির ইলেক্‌টার একটী সমগ্র স্বর্ণ খনির লাভ তাঁহাকে উপহার দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু লুথার পাছে বিষয়লালসা জন্মায় বলিয়া, তাহা লইতে অস্বীকার করেন। তাঁহার শত্রুগণও তাঁহার এই উচ্চ ও নিস্বার্থ ভাবের বিষয় অবগত ছিল। একদা এক জন পোপ্ জনৈক কার্ডিনেলকে জিজ্ঞাসা করেন যে, ঐ ব্যক্তির মুখ অর্থ দ্বারা বন্ধ করা হয় না কেন? তাহাতে কার্ডিনেল্ বাবাজী বলিয়াছিলেন "ঐ জার্ম্মান্ পশুটা টাকাকে গ্রাহ্যই করে না।" একদা একটী দরিদ্র বালক তাঁহাকে তাহার পড়া শুনার অর্থের অভাব জ্ঞাত করে। তিনি ঐ বালককে কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য করিবার জন্য সহধর্ম্মিণীকে বলিলেন; কিন্তু গৃহে কিছু নাই শুনিয়া একটী নিকটবর্ত্তী মূল্যবান পাত্র ছাত্রটীকে দিয়া বলিলেন "এই লইয়া যাও।" তিনি একটী পত্রে লিখিয়াছিলেন "আমি টবারিমের (Toubereim) নিকট এক শত মুদ্রা পাইয়াছি; শার্টস্ (Scharts) আমাকে পঞ্চাশৎ মুদ্রা দিয়াছে। ইহাতে ভয় হইতেছে যে পাছে পরমেশ্বর ইহকালেই আমাকে পুরস্কার দেন। কিন্তু আমি ইহাতে সন্তুষ্ট হইব না। এত টাকা লইয়া আমার কি প্রয়োজন? আমি অর্দ্ধাংশ প্রায়োরাসকে (Priores) দিয়াছি এবং তাহাতে সে বড় সুখী হইয়াছে।"

বাঙ্গলা প্রবচন।

(১২৯৩ সালের বামাবোধিনী দেখ।

ইংরাজিতে প্রবচনকে "Fossil Wisdom" বলে। প্রবচনের ভাষা ইতর হইলেও, উহার মধ্যে গভীর সত্য সকল নিহিত থাকে। মানব সমাজের বহুদর্শিতার ফল প্রবচনের মধ্যে পাওয়া যায়। নূতন যতগুলি স্মরণ হইল এবার দেওয়া গেল।

অ

১ অজাত পুত্রের নামকরণ।

২ অনুরাগ বিনে, গৌর আস্‌বে কেনে?

৩ অহঙ্কারে দেখ্‌তে পায় না।

আ

৪ আটে পিটে দড়,
ঘোড়ার উপর চড়।

৫ আপদ্ ফুরো।

৬ আপ্‌নি আর কপ্‌নি।

৭ আবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী।

এ

৮ এগার হাত লম্বা বার হাত সিং।

৯ এয়াও হয়, ওয়াও হয়।

ক

১০ কয়লাকো ময়লা ছোটে যব্ আগ্ করে প্রবেশ।

১১ কায়েতের কলম্।

১২ কায়েতের মূর্খ।

১৩ কিলিয়ে কাঁটাল পাকান।

১৪ কুকুরের পেটে ঘি সয় না।

১৫ কুড়ি পেরুলেই বুড়ি।

খ

১৬ খেলে ডোম্‌না ত ডাক্ বাম্‌না।

১৭ খেতে দিলে মার্জ্জে আসে।

গ

১৮ গরু, জরু, ধান,
না দেখলেই যান।

১৯ গিন্নি হাঁড়ি ভাঙ্গলে সরা।

২০ গোকুলে বাড়া।

২১ গণ্ডুষ জলমাত্রেণ শফরী ফর-ফরায়তে।

২২ গোরোপো বামুন্‌কে কি সাজে?

ঘ

২৩ ঘোঁড়া বাই।

২৪ ঘুমন্ত বাঘ চেয়ান।

চ

২৫ চটাস্ চাপড়, কটাস্ কামড়।

২৬ চিনির বলদ।

২৭ চন্দনং ন বনে বনে।

ছ

২৮ ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরা।

২৯ ছেলের চেয়ে ছেলের গু ভারী।

৩০ ছেলের নামে পোয়াতি বাঁচে।

৩১ ছেলেকে নাই, বুড়োকে থই।

জ

৩২ জয়োহস্তু পাণ্ডুপুত্রাণাং যেষাং পক্ষে জনার্দ্দনঃ।

৩৩ জোয়ার ভাঁটার গঙ্গা।

ড

৩৪ ডাক্‌লে জামাই কাঁঠাল খায় না,
শেষ কালেতে ভুঁতি আঁটে না।

৩৫ ডুমুরের ফুল।

ত

৩৬ তালপাতার সিপাই।

৩৭ তেলীর তামাসা কোদাল পাসা।

৩৮ তুঁষের আগুণ।

৩৯ তেলা মাথায় তেল দেওয়া।

৪০ তৃণ হতে নীচ।

৪১ তিলকে তাল করা।

দ

৪২ দক্ষ যজ্ঞ।

৪৩ দিলে থুলেই মাসী পিসী,
না দিলেই সর্ব্বনাশী।

৪৪ দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ।

৪৫ দেল্ দরিয়া।

ধ

৪৬ ধান হলাম, না, আগ্‌ড়া হলাম্,
কুলোর আগে নেচে মলাম্।

৪৭ ধনে প্রাণে মরা।

৪৮ ধরাকে সরা জ্ঞান।

প

৪৯ পরের সোণা দিয়োনা কানে,
প্রাণ যাবে তোমার হেঁচ্‌কা টানে।

৫০ পড়্‌লে শুন্‌লে ছুদি ভাতি,
না পড়্‌লে ঠেঙ্গার গুঁতি।

৫১ পি-পু, ফু-স্থ।

৫২ পরহস্তগত ধন।

৫৩ পুঁথিগত বিদ্যা।

৫৪ পেটে খেলে, পিটে সয়।

৫৫ পাখ, পায়রা, পাঁচালী
তিনে ছেলে মজালি।

৫৬ পেটের দায়।

ভ

৫৭ ভাঙ্গা ঘরে ভুতের কারখানা।

৫৮ ভিন্নরুচিহি লোকঃ।

৫৯ ভিটেতে ঘুঘু চরা।

ম

৬০ মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।

৬১ মনে মনে মিল,
লাগিয়াছে খিল।

৬২ মলো নারী হলো ছাই,
তবে তার গুণ গাই।

৬৩ মাতৃবৎ পরদারেষু।

৬৪ মাটিতে পা পড়ে না।

৬৫ মাথা নাই তার মাথাব্যথা।

৬৬ মানে মানে বাঁচা।

৬৭ মনে করি করী করি, হয় হয় হয়
না।

য

৬৮ যার ছেলে যত খায়,
তার ছেলে তত হাঁকায়।

৬৯ যার যা, তার তা।

৭০ যে যা চায়, সে তা পায়।

৭১ যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি
তাদৃশী।

৭২ যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ।

৭৩ যত হাসি তত কান্না,
বলে গেল রাম শর্ম্মা।

৭৪ যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধতি কোহত্র দোষঃ।

৭৫ যার মন চাঙ্গা,
তার উঠান গঙ্গা।

৭৬ যার বিয়ে তার মনে নাই,
পাড়া পড়্শীর ঘুম্ নাই।

৭৭ যখন যেমন,
তখন তেমন।

৭৮ যখনকার তখন।

৭৯ যার সঙ্গে ঘর করি নাই সে বড় ঘরণী,
যার হাতে খাই নাই সে বড় রাধুনী।

৮০ যেমন গড়ন্
তেমনি করণ।

৮১ যেমন মতি,
তেমনি গতি।

৮২ যেমন কুকুর
তেমন মুগুর।

৮৩ যে বলে ছাড়্,
তার ঘরে না রব আর।

৮৪ যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফল।

র

৮৫ রাম নাম সৎ হেয়
রাম নামে ভূত পলায়।

৮৬ রাধাও নাচ্বে না,
চৌদ্দ মণ তেলও পুড়্বে না।

ব

৮৭ বড় হবি ত ছোট হ।

৮৮ বামুন্ বাদল্ বাণ,
দক্ষিণে পেলেই যান।

৮৯ বন গাঁয়ে সেয়াল্ রাজা।

৯০ বাঁকা নদীর গতিক বুঝা ভার।

৯১ বিনা মেঘে বজ্রাঘাত।

৯২ বিষস্য বিষমৌষধং।

৯৩ বামুন গেল ঘর
তুলে লাঙ্গল ধর।

৯৪ বাঁদরকে কলা দেখান।

৯৫ বাঁদরের হাতে খঞ্জনী।

৯৬ বৈশাখে নরবানরঃ।

৯৭ বকা ধার্ম্মিক।

৯৮ বিড়াল তপস্বী।

৯৯ বিষকুম্ভঃ পয়োমুখঃ।

১০০ বামন হয়ে চাঁদে হাত।

১০১ বোবার শত্রু নাই।

১০২ বৈষ্ণব হইতে বড় মনে ছিল সাধ,
তৃণাদপি শ্লোকেতে পড়ে গেল বাদ।

(ক্রমশঃ)

সিসিলীর নারী।

সিসিলী দ্বীপে অদ্যাবধি অবরোধ প্রথা সম্পূর্ণ প্রচলিত। এই প্রথা মুসলমানগণ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয়। মুসলমান প্রভাবে ভারতবর্ষে যাহা আছে, অন্যান্য দেশেও ন্যূনাধিক তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। সিসিলী দ্বীপে তবে কি না কিছু বেশী। পরিচারক ও পরিচারিকাবর্গ এদেশে অনায়াসে এক সঙ্গে বসিয়া ভোজন পান করিতে পারে, কিন্তু তথায় তাহা পারে না। এত গেল দাস দাসীর কথা। মহিলাবর্গের উপর তথাকার সমাজ-শাসন আরও কঠোর। যেমনই অবস্থা

হউক না কেন, বালিকা কথনও বাহিরে বাহির হইতে পারিবে না। মাতা সংসারের সকল কার্য্য করিবেন, কন্যাকে কিছুই করিতে দিবেন না। পথিক পথ দিয়া যাইতে যাইতে কোনও গবাক্ষ সন্নিধানে দণ্ডায়মানা বালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে পবিত্র বালিকা চরিত্রে কলঙ্ক পড়ে। দর্শক না বিবাহ করিলে অপর কেহ তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইবে না। আর মুহূর্ত্তকাল সে একাকিনী থাকিবে না। শ্রমজীবীদিগের মধ্যেও এইরূপ। কার্য্যস্থান হইতে আসিবার সময় ও তথায় যাইবার সময় বৃদ্ধাগণ বালিকাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবে। স্ত্রী স্বামীর সম্পূর্ণ আদেশানুবর্ত্তিনী। স্বামী যাহা করিতে বলিবেন, তাহা তাঁহাকে করিতেই হইবে। "কেন করিব? কি জন্য করিব?" এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করিবার আদৌ ক্ষমতা নাই। সংক্ষেপে বলিতে হইলে এই বলিতে হইবে স্বামীর কথা স্ত্রীর পক্ষে আইন স্বরূপ। এ সম্বন্ধে আরও কিছু কিছু বক্তব্য রহিল, পরে উল্লেখ করা যাইবে।

পাকবিদ্যা।

ছোলার দালের কচুরী প্রস্তুত করিবার নিয়মাবলী।

প্রথমতঃ ছোলার দাউলকে ঝাড়িয়া বাছিয়া জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। পরে একটি পাকপাত্র জ্বালে চড়াইয়া উক্ত দাউল সিদ্ধ হইবার উপযুক্তমত জল দিয়া তাহাতে সমুদয় দাউলগুলি ঢালিয়া দিয়া পাকপাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়। পরে দাউল সুসিদ্ধ হইলে সমুদয় জল ফেলিয়া দিয়া দাউলগুলি পাত্রান্তরে স্থাপন করিয়া উত্তমরূপে চট্‌কাইতে হয়। যখন উক্ত দাউল চট্‌কাইতে চট্‌কাইতে বেশ ঝুরা ঝুরা হইবে, তখন তাহাতে অর্দ্ধ পেষণ করা জিরা মরিচ ও গরম মসলার গুঁড়া এবং লবণ ও আদার রস উত্তমরূপে মাখাইয়া লইতে হয়। পরে একটি পাকপাত্র জ্বালে চড়াইয়া তাহাতে উক্ত দাউল ভাজিবার উপযুক্তমত ঘৃত দিতে হয়, এবং উক্ত ঘৃতের গাঁজা মরিয়া আসিলে তাহাতে পূর্ব্ব প্রস্তুত করা দাউল গুলি উত্তমরূপে ভাজিয়া পাত্রান্তরে স্থাপন করিতে হয়। এদিকে উক্ত দাউলের পরিমাণমত ময়দাতে উপযুক্তমত ঘৃত ও লবণ দিয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিতে হয়। পরে যখন দেখা যাইবে যে উহা বেশ মিশ্রিত হইয়াছে, তখন উহাতে উপযুক্ত মত জল দিয়া শক্ত করিয়া মাখিতে হয় এবং ঠাসিয়া ঠাসিয়া নরম করিতে হয়। পরে পূর্ব্ব প্রস্তুত করা ময়দা দ্বারা

এক একটি লেচি প্রস্তুত করিতে হয় এবং একটী একটী লেচি দ্বারা এক একটি পাতলা ঠুলি প্রস্তুত করিতে হয় এবং তন্মধ্যে পূর্ব্ব প্রস্তুত করা দাউলের পুর দিয়া প্রথমে লাড়ুর আকারে গড়িয়া পরে হস্ত দ্বারা চেপ্‌টা করিয়া দিতে হয় কিম্বা একটু বেলিয়া লইলেও হয়। এরূপ ভাবে বেলিতে কিম্বা চেপ্‌টা করিতে হইবে যেন ধার বেশ পাতলা হয়, নতুবা ভালরূপ ফুলে না। কচুরির পাশগুলি বিনিয়া লইলে দেখিতে ভাল হয়। এখন একটি পাকপাত্র জ্বালে চড়াইয়া তাহাতে উক্ত কচুরী ভাজিবার উপযুক্তমত ঘৃত দিতে হয় এবং ঘৃত পাকিয়া আসিলে পূর্ব্ব প্রস্তুত করা কচুরীগুলি বাদামি ধরণে ভাজিয়া তুলিয়া লইয়া পাত্রান্তরে স্থাপন করিতে হয়। উপরিউক্ত প্রণালী অনুসারে প্রস্তুত করিলেই ছোলার দাউলের কচুরী প্রস্তুত করা হইল।

নিমকি প্রস্তুত করিবার নিয়মাবলী।

প্রথমতঃ ময়দাতে উপযুক্তমত ঘৃত, লবণ, কালজিরা, লেবুর রস ও আদার রস দিয়া উত্তমরূপে দলিতে হয়। পরে যখন দেখা যাইবে যে উহা বেশ মিশ্রিত হইয়াছে, তখন তাহাতে উপযুক্তমত জল দিয়া মাখিয়া লইয়া উত্তমরূপে ঠাসিতে হয়। লুচির ময়দা মাখিবার নিয়মে ময়দা মাখিতে হয়। যখন ঠাসিতে ঠাসিতে ময়দা বেশ নরম হইবে, তখন তদ্দারা এক একটি লেচি প্রস্তুত করিতে হয়। পরে উক্ত লেচি একখানা কাষ্ঠের পাটার উপরে স্থাপন করিয়া বেলনার দ্বারা পরটার মত বেলিতে হয় কিম্বা প্রথমে লুচির আকারে বেলিয়া ছুরিকা দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত করিতে হয়, পরে তাহার এক এক খণ্ডকে ভাঁজ করিয়া পরটার গঠনে বেলিতে হয়। প্রথম হইতে পরটার ন্যায় বেলিলে চারিটা ভাঁজ হয় এবং ছুরিকা দ্বারা কাটিয়া লইলে দুই ভাঁজ হয় এই মাত্র ভিন্নতা। আবার লুচির আকারে বেলিলেও হয়। এদিকে একটি পাকপাত্র জ্বালে চড়াইয়া তাহাতে উক্ত নিমকী ভাজিবার পরিমাণ মত ঘৃত দিতে হয় এবং ঘৃত পাকিয়া আসিলে পূর্ব্ব প্রস্তুত করা নিমকিগুলি বাদামি ধরণে ভাজিয়া লইতে হয়। উপরি উক্ত নিয়মে প্রস্তুত করিলেই নিমকি প্রস্তুত হইল।

নূতন সংবাদ।

১। দাক্ষিণাত্যে স্ত্রীশিক্ষার বেশ উন্নতি হইতেছে। ১৮৮৮—৮৯ সালে ৮৭০টী বালিকা বিদ্যালয় ও ৪১,১৪৬টী ছাত্রী ছিল, গত বৎসর ৯১৮টী বিদ্যালয় ও ৪৩,২৪৫ ছাত্রী হইয়াছে।

২। আমরা শুনিয়া আনন্দিত হই-

বাম গত সেপ্টেম্বর মাস হইতে গবর্ণমেন্ট বরাহনগর মহিলাশ্রমে মাসিক ১৫৲ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন।

৩। শ্রীমতী ত্রিবঙ্ক নাম্নী এক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ মহিলা আপনার ব্যয়ে বোম্বাইয়ে এক বালিকাবিদ্যালয় চালাইতেছেন। তিনি সম্প্রতি হাইদ্রাবাদে গিয়া তত্রত্য কায়স্থ সভায় স্ত্রীশিক্ষা ও মাদক সেবন নিবারণ বিষয়ে সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছেন।

৪। বাবু লালমোহন ঘোষ পার্লামেন্টের মেম্বর পদে পুনঃ প্রার্থী হন, এই জন্য ডেপ্টফোর্ডের লোকেরা তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছেন।

৫। মুক্তি-ফৌজের সেনাপতির পত্নী বিবী বুথের মৃত্যু সংবাদে আমরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম। ইঁহার স্বামীর ন্যায় ইনিও উৎসাহশীলা ও ধর্ম্মপ্রাণা ছিলেন এবং তাঁহার ন্যায় ইনিও মুক্তি-ফৌজের উন্নতি সাধনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন।

৬। পৃথিবীতে ৩০৬৪টী ভাষা এবং এক সহস্র ধর্ম্ম মত প্রচলিত আছে। স্ত্রী পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান। গড়ে ৩৩ বৎসর পরমায়ু। সহস্রের মধ্যে একজন শতায়ু হয়। ছয় শত লোকের মধ্যে একজন অশীতিবর্ষ পরমায়ু লাভ করে। শতকরা ছয়জন ৬৫ বৎসর বাঁচে। পৃথিবীতে ১০০০,০০০,০০০ একশত কোটী লোকের বাস। ইহার মধ্যে প্রতি বৎসর ৩৩,০৩৩,০৩৩ জন, প্রত্যহ ১,৮২৪ জন, প্রতি ঘণ্টায় ৩,৭৩০ জন, প্রতি মিনিটে ৬০ জন এবং প্রতি সেকেণ্ডে একজন করিয়া ইহলোক হইতে চলিয়া যায়। বিবাহিতেরা অবিবাহিতগণাপেক্ষা অধিককাল বাঁচে এবং তাহারাই অপেক্ষাকৃত সচ্চরিত্র এবং পরিশ্রমশীল হয়। দীর্ঘকায় লোকেরা খর্ব্বলোকাপেক্ষা দীর্ঘজীবী হয়। সহস্রের মধ্যে ৭৫ জন বিবাহ করে। যাহাদের বসন্তকালে জন্ম, তাহারা অপেক্ষাকৃত সবল দেহ হয়। জন্ম মৃত্যু রাত্রিতেই অধিক হয়।—ষ্টেট্‌স্‌ম্যান।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

আমরা কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত নিম্নলিখিত তিন খানি পুস্তিকা সমালোচনার্থ প্রাপ্ত হইয়া কৃতজ্ঞ হইলাম—

(১) স্ত্রীজাতি, মূল্য তিন আনা।
(২) ভারত-ভিক্ষা দ্বিতীয় সংস্করণ মূল্য তিন আনা।
এবং (৩) স্কুলপাঠ্য কবিতাবলী দ্বিতীয় সংস্করণ মূল্য ছয় আনা।

এ গুলি কলিকাতা, ভবানীচরণ দত্তের লেন ১৭ নং ভবনে, রায় যন্ত্রে, শ্রীমহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কবিবর হেমচন্দ্র বঙ্গীয় পাঠক মাত্রেরই নিকট সুপরিচিত। ইনি যে বর্ত্তমান বঙ্গ-কবিকুলের শিরোমণি, তদ্বিষয়ের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ইঁহার মধুর লেখনী

বিনিঃসৃত প্রতি ছত্রেতেই জলন্ত স্বদেশানুরাগ এবং বর্ত্তমান ভারত নারীর হীনাবস্থাজনিত হৃদয়-বেদনার ভাব আজল্যমান রহিয়াছে। হেমচন্দ্রের "স্ত্রীজাতি" পাঠক পাঠিকা মাত্রেরই পুস্তকাধারকে যে অলঙ্কৃত করিবে, তদ্বিষয়ে আর সংশয় নাই।

"ভারত ভিক্ষা" সম্বন্ধে সংক্ষেপে এই মাত্র বলা যায়, যে কি স্ত্রী, কি পুরুষ, বঙ্গভাষায় যাঁহার যৎসামান্য জ্ঞান জন্মিয়াছে, এবং স্বদেশের অতীত গৌরবের স্মৃতি যাঁহার হৃদয়কে উদ্বেলিত করে, "ভারত ভিক্ষা" তাঁহার বিশেষ আনন্দপ্রদ হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ এই পুস্তকের কিয়দংশ আগামী প্রবেশিকা পরীক্ষার বাঙ্গালা পদ্যাংশরূপে নির্দ্ধারিত করিয়া, সুবিবেচনার কার্য্য করিয়াছেন। এ দেশের বাঙ্গালা স্কুলপাঠ্য মধ্যে "ভারত ভিক্ষা" প্রবিষ্ট হইবার সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত।

"স্কুলপাঠ্য কবিতাবলী" হইতে প্রকাশক দুর্ব্বোধ্য অংশ বর্জন করিয়া সুকুমারমতি ছাত্র ছাত্রীমণ্ডলীর পক্ষে অতি সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে ইহার পূর্ব্ব মূল্য অনেক হ্রাস করা হইয়াছে। এখানি পাঠ্য গ্রন্থ মধ্যে স্থান পাইলে আমরা প্রীত হইব।

পুস্তিকাগুলি পূর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কাগজে ও অপেক্ষাকৃত বড় অক্ষরে মুদ্রিত হওয়ায়, পাঠক পাঠিকাগণের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক হইয়াছে।

বামারচনা।

বীরা নারী।

১

যখন যবন বীর আকবর শাহ
সুন্দরী চিতোর পুরী ফেলাইতে ধ্বংস করি
বাড়াইছে যবনের বিপুল উৎসাহ;
চন্দাবৎ শাহিদাস সে মহা সমরে
সূর্য্য-তোরণের দ্বারে প্রাণপণে যুদ্ধ ক'রে
ত্যজিল জীবন বীর চিতোরের তরে।

২

ষোড়শ বর্ষীয় এক যুবকে তখন
উপযুক্ত মনে করি অধিনেতৃ পদে বরি
যুঝিবেক অবশিষ্ট চন্দাবৎগণ,
এই কথা স্থির দেখি জগবৎ * বীর
উৎসাহে পূর্ণিত মন জননীকে দরশন
করিতে চলিল সে বালক রণ-ধীর।

৩

প্রণমি জননী পদে বিদায় চাহিল,
ঈষৎ বিষাদ ভরে ভ্রূযুগ কুঞ্চিত করে
জলদ-গম্ভীর স্বনে মায়েরে কহিল:—
"জননি! চলিনু মোরা যবন আহবে
শুন, রাজপুতগণে যুদ্ধ করি প্রাণপণে
চিতোরের তরে আজ প্রাণ দিব সবে।

* ইনি চন্দাবৎ কুলের একটী শাখা কৈলবার অধিপতি।

৪

বালিকা বধূকে ল'য়ে বল কি করিবে
সেই কথা তব মুখে শুনিয়া যাইব সুখে
আর আর পুরস্ত্রীর কি গতি হইবে?"
ঈষৎ হাসিয়া মাতা বলিল তখন
শুন ওরে বাছাধন! পরিয়া পীত বসন
চিতোরের তরে কর প্রাণ বিসর্জ্জন।

৫

মা'র মুখে "মর" বাণী শুনিল সন্তান!
হেরিল বদন তাই বিষাদের চিহ্ন নাই
কঠোর কর্ত্তব্য যেন মাখা সে বয়ান
বিশাল নয়ন যুগে অগ্নি বিস্ফারিত
সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞাভাস অধরোষ্ঠে পরকাশ
ঈষৎ হাস্যের সহ ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত।

৬

যদিও জননী তার প্রশ্নের উত্তর
নাহি দিল স্পষ্ট ভাবে তবুও বদন ভাবে
বুঝিতে পারিল বীর মাতার অন্তর
সহর্ষে মায়ের পদে আবার নমিল
হেরিয়া মায়ের মুখ উৎসাহে পূর্ণিত বুক
মাতৃপদে এজনমে বিদায় লইল।

৭

চতুর্দ্দিকে রণবাদ্য বাজিতে লাগিল,
বীর রাজপুতগণ পরিয়া পীত বসন
সমর সজ্জায় সবে সজ্জিত হইল,
চিতোরের ভাগ্য-রবি পশ্চিম গগনে
হইয়াছে অস্তপ্রায়; এক দৃশ্য এ সময়
উৎসাহিত করিলেক রাজপুতগণে।

৮

দিবা অবসান কালে পূরব আকাশে
সপ্ত রঙ্গে সুরঞ্জিয়া জল ধনু দেখা দিয়া
দর্শকের চিত্ত আকর্ষিয়ে অনায়াসে,
সেই মত রাজপুতগণের নয়ন
আকর্ষিয়া মুহূর্ত্তেকে নামিলেক একে একে
পর্ব্বত হইতে অসি-করা নারীগণ।

৯

সর্ব্ব অগ্রে অশ্বারূঢ়া পুত্তের জননী
কুসুম-কোমল গায় লৌহবর্ম্ম শোভা পায়
পার্শ্বেতে বালিকা চারু পুত্তের রমণী।
এইরূপে একে একে বীর নারী দল,
অশ্বারূঢ়া অসি-করা হৃদয়ে উৎসাহ ভরা
দেখাতে সমরে সুকোমল বাহুবল।

১০

সুকুমার চারু অঙ্গলতা হ'তে সবে
জন্মভূমি চিতোরেরে শেষ পূজা পুজিবারে
ভূষণ কুসুম দাম অর্পিয়া নীরবে,
লৌহের কবচে ঢাকি তনু সুকোমল
যুদ্ধ সাজে সুসজ্জিতা হইয়া বীরবনিতা
"মার" "মার" শব্দে রণে পশে নারী দল।

১১

চণ্ডীর অঙ্গজা যেন মহাবিদ্যাগণ
যবন-অসুরাহবে একত্র হইয়া সবে
যুঝিয়া বিপক্ষ দলে করিছে নিধন,
সে ভুজ-ভুজঙ্গ-রদ-তীক্ষ্ণ তরবারে
আকুল করি যবনে কত হতভাগ্য গণে
পাঠালে প্রচণ্ড বলে শমন আগারে।

১৩

কিন্তু সে যবন সৈন্য-অকূল-সাগর,
রক্ত বীজের প্রায় এক ম'লে শত হয়,
কেমনে স্ত্রীগণ আর করিবে সমর?
প্রাণপণে রণ করে বধি শত্রুচয়
নাচিয়া সমর রঙ্গে রুধির বহিল অঙ্গে
অবশ হইল তনু অবসাদ ময়।

১৪

উঁচু করি সবে হস্তস্থিত তরবারে
নিজ স্কন্ধে আঘাতিল　জীব লীলা ফুরাইল
উতরিল প্রার্থনীয় স্বরগের দ্বারে।
যুঝিয়া ত্যজিল প্রাণ বীর নারীগণ,
সেই রণ অভিনয়　দেখি রাজপুতচয়
নিশ্চিন্ত হইয়া করে অসি উত্তোলন।

শ্রীকুমুদিনী রায়।

—§—

পত্র।*

প্রাণাধিকা শ্রীমতী—আয়ুষ্মতেষু।

১

কি লিখিব নিরুপমে, কি লিখিব বল,
যে দিকে নিরখি শুধু জল, জল, জল!
আজি ইছামতী হেন (১)
কুপিতা ভৈরবী কেন,
গরজিয়া গরাসিতে আসে এ ভূতল?
প্রবল প্রবাহ বয়,
মাঠ হাট বাড়ী ময়,
সবুজ শস্যের ক্ষেত্র ডুবেছে সকল;
চারিদিকে কুল কুল,
শুনি লাগে দিক ভুল,
চারিদিকে হাহাকার মহা কোলাহল,
কি লিখিব আর তোরে, সব জল জল!

২

কি লিখিব নিরুপমে, বুকে নাই বল,
কখন দেখিনি হেন "সৃষ্টি ছাড়া" জল!
একি ইছামতি, তোর
আসুরি, পিশাচি-জোর,
কত জনপদ হায়! দিলি রসাতল!
তবুও রাক্ষসী মেয়ে,
দেখিলি না মুখ চেয়ে,
উগ্রচণ্ড বেশে তবু হাসি খল খল,
আর কি রয়েছে সাধ, বল বল বল!

৩

কি লিখিব নিরুপমে, ভাবি অবিরল,
মাঠে ঢেউ বয়ে যায়
তরণী চলিছে তা'য়,
(গাহিছে কতই গীতি দাঁড়ি মাঝি দল)
প্রান্তরে ভাবিয়া বিল,
উড়িছে শকুনি চীল,
এ বিশ্ব সংসার বুঝি পরশে অতল—
লিখিব কেমনে অই হু হু করে জল!

৪

কেমনে লিখিব আজি খুলিয়া সকল,
পরাণে, পরাণে জাগে আতঙ্ক কেবল!
ডুবে গেছে কত বাড়ী
গৃহস্থ গিয়েছে ছাড়ি,
ফোটেনা একটী আর সোণার কমল!
জলে ডোবো ডোবো পথ
চলে তা'য় বাষ্পরথ,
সমরে নাচিছে ভীমা, পায়ে বাজে ম'ল!
চরণ দাপটে ধরা করে টল মল!

৫

কি লিখিব দেখি শুনি বুকে নাই বল,
বাগানে—উঠানে স্রোত খেলিতেছে জল
মৃদুল মৃদুল বা'য়
ঢেউ খেলাইয়া যায়,
ভয়েতে ভাবিনে তা'য় "নয়ন সজল"!
বন্দী যথা দ্বীপ-প'রে,
আমরা তেমনি ক'রে,
এই জলাভূমি মাঝে রয়েছি কেবল,
কি লিখিব বুকে জাগে, জল, জল, জল!

৬

কি লিখিব প্রাণাধিকে, অমৃতে গরল,
জীবনে জীবন যায় একি অমঙ্গল!
মানুষে না পায় খেতে
হাহাকার দিনে রেতে,
দেখি শুনি আঁখিবেয়ে কত পড়ে জল!

(১) ইচ্ছামতী বা ইছামতী নদী বিশেষ।

* ১২৭৭ সালের ভাদ্র মাসের প্রবল জলোচ্ছ্বাস উপলক্ষে লিখিত।

হা বিভো, মঙ্গলময়,
নর-দেহে এত স'য়,
তোমারি মঙ্গল ইচ্ছা ফলুক সকল,
রাখ বা তোমার বিশ্ব দাও রসাতল!

৭

কি লিখিব নিরুপমে, কি লিখিব বল,
প্রবল জলের মাঝে রয়েছি কেবল;
কোথা সে রূপের ভার
লীলাময়ী বরষার,
মনোরম আবিলতা সুখ শতদল?
কই আমি আত্মহারা,
এবে দেখি সৃষ্টি ছাড়া!
জীবনে জীবন নাশ অমৃতে গরল!
এই মহাসিন্ধু পারে
তোমরা রয়েছ হাঁ রে!
ফিরে কি পারিব যেতে কাটাইয়া জল?
জলে যদি প্রাণ বাঁচে
যাইব মায়ের কাছে,
আবার লভিব মা'র স্নেহ নিরমল;
শুনিয়া স্নেহের কথা
ভুলিব সকল ব্যথা,
হেরিব তোদেরে মোর সোণারি কমল!
হয় তো জন্মের শোধ
এ লেখা হইল রোধ,
সম্মুখে রাক্ষসী হয়ে আসিতেছে জল,
কি লিখিব নিরুপমে, বুকে নাই বল!

আঃ—
তোমার পিসীমা।

আঁধারে।

কখন্ চলিয়া গেল বাসন্তী পূর্ণিমা নিশি,
এবার গগনে বুঝি হাসেনি রে পূর্ণশশী!
ছায়নি রে ধরা হায়, এবার জ্যোছনা-ছায়?
পশেনি পরাণে মোর কই তো সে শান্তি ছায়া;
পশেনি বিমুগ্ধ প্রাণে প্রকৃতির স্নিগ্ধ মায়া,
ছোঁয়নি তো হৃদি হায়, মৃদুল বসন্ত বায়,
চোকে এনে ঘুম ঘোর, প্রাণে দিয়ে কি স্বপন!
ছায়নিরে ফুলদল সাধের কুসুম-বন!
আঁধার সরসী বুকে কইতো কমল রাণী
তোলেনি বসন্ত প্রাতে সুখফুল্ল মুখখানি!
স্মৃতির লুকানো মায়া, সুখের কোমল ছায়া
সে সুখ প্রভাতে কই প্রাণে তো পশেনি ভুলে?

এবার বসন্ত বুঝি নামেনি ধরণী তলে!
অথবা কি ঘুমঘোরে, কোন বিষাদের নীরে
হৃদয় ডুবিয়াছিল, সুখের পরশে তার,
সে মহা আঁধারে পশি ছোঁয়নি হৃদয় আর
বিষাদে মুদিত আঁখি, দেখেনি মুকুল শাখী
দেখেনি নিকুঞ্জে কবে মুদিল ঝরিয়া ফুল।
ঢালিয়া কিরণ হাসি, কবে যে গগনে শশী
আবার ঢাকিল মুখ অমার তমসাচেলে!
পশেনি ঘুমন্ত হৃদে জ্যোছনার ছায়া ভুলে
অবসাদ মাখা প্রাণ, শোনেনি কোকিল গান!
আঁধার হৃদয় তলে ছিল সে ঘুমায়ে হায়,
মৃদুল বসন্ত বায় জাগাতে যায় নি তায়!
(আজি,) এ তপ্ত নিদাঘ রাতে, অমার আঁধার রাতে
বিষাদ আঁধারে আজ জেগেছে হৃদয় খানি,
মনেতে পড়েছে তাই বসন্তের মুখখানি!
প্রকৃতির হাসি মাখা, স্মৃতির কিরণে আঁকা,
চাঁদিমার মায়াময় চারু জ্যোছনার ছায়,
বিগত সুখের ছবি, আঁধারে ভাসিছে হায়!

শ্রীপ্রমীলা।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩১১ সংখ্যা। | অগ্রহায়ণ ১২৯৭—ডিসেম্বর ১৮৯০। | ৪র্থ কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বঙ্গের ছোট লাট—এই ডিসেম্বর মাসের ১৬ই তারিখে প্রজারঞ্জন সার ষ্টিউয়ার্ট বেলী পদত্যাগ করিয়া বিলাত যাইবেন, এবং সার চার্লস ইলিয়ট ছোট লাটের আসন গ্রহণ করিবেন। রাজপ্রতিনিধি ৯ই তারিখে কলিকাতায় আসিতেছেন, সেই সময়ে সমারোহের সহিত কুমারী বেলীর বিবাহ হইবে।

লোক সংখ্যা গণনা—ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা পুনর্গণনার আয়োজন হইতেছে, বেইন্স সাহেব (বেন্সস) সংখ্যাগণন কমিসনর হইয়াছেন।

জাতীয় মহাসভা—আগামী কন্গ্রেসের জন্য বাবু দেবেন্দ্র মল্লিক বিনা ভাড়ায় সুপ্রসিদ্ধ ত্রিবলী উদ্যান প্রদান করিয়াছেন, তথায় ৮০০০৲ টাকা ব্যয়ে অন্যূন ৫০০০ লোকের বসিবার উপযুক্ত এক বৃহৎ মণ্ডপ নির্ম্মিত হইতেছে। বারিষ্টার তারকনাথ পালিত বিনা ভাড়ায় তাঁহার এক বাটী দিয়াছেন, তাহাতে ১৫০ প্রতিনিধির বাস সমাবেশ হইবে। আমরা গতবার ভারতকন্যাদিগকে কন্গ্রেসের সহায়তা করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলাম, শুনিয়া আনন্দিত হইলাম, ইতিমধ্যে মহিলারা কন্গ্রেস ফণ্ডে দান করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। এই জাতীয় মহাযজ্ঞে যাহার যেমন অর্থ সামর্থ, তাহা অকাতরে উৎসর্গ করিলে মাতৃভূমির পরম কল্যাণ হইবে।

লর্ড কনেমারা—ইনি মান্দ্রাজের গবর্ণর, ৯৮ বৎসর বয়সে যুবার ন্যায় উদ্যমের সহিত রাজকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। বোম্বাইয়ের লর্ড রিয়াইর

ন্যায় ইনি সর্ব্বজন-প্রিয়। ইঁহার পদত্যাগে মান্দ্রাজীরা বড়ই দুঃখিত হইয়াছেন।

রুস যুবরাজের ভারত ভ্রমণ—ইনি নাকি ২১ই নবেম্বর রাজধানী সেণ্ট-পিটার্সবর্গ পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইনি ডিসেম্বরের শেষে ভারতে পদার্পণ করিবেন। বোম্বাই ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চল দেখিয়া কলিকাতায় দেখা দিবেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ইঁহার প্রতি সৌজন্য প্রকাশের ত্রুটি করিবেন না। আমাদের মধ্যম রাজপুত্র ইঁহার পিসা মহাশয়। ইনি ভারতেশ্বরীর অতিথিরূপে অভ্যর্থিত হইবেন।

ইংলণ্ডেশ্বরীর অঙ্গাভরণ—স্বামীর পরলোক গমন হইতে রাজ্ঞী বিক্টোরিয়া আর কোন ভূষণ পরিধান করেন না, কেবল দুই হাতে দুই গাছি ব্রেসলেট রাখিয়াছেন। দক্ষিণ হস্তের অলঙ্কারে স্বামী আলবার্টের মূর্ত্তি খোদিত এবং বাম হস্তের ভূষণে সর্ব্ব কনিষ্ঠ দৌহিত্রী সন্তানের ছবি আছে। এই সন্তান গ্রীকরাজ্ঞী লোফির পুত্র। রাজ্ঞী বলেন "দক্ষিণ হস্তে প্রথম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রণয়ের পাত্রকে, বাম হস্তে ঈশ্বর কৃপা করিয়া যে শেষ কলিকাটী দিয়াছেন, তাহাকে বহন করি।" "বামহস্তের মূর্ত্তি কনিষ্ঠ সম্বন্ধানুসারে মধ্যে মধ্যে বদলাইয়া থাকে।

হিক্কার ঔষধ—তর্জনী অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দিয়া কর্ণ বিবরদ্বয় চাপিয়া রাখ, আর একজন লোকে মুখে পান পাত্র ধরিলে কয়েক চুমুক পান কর, তৎক্ষণাৎ হিক্কা থামিবে। পানীয় যাহা হউক, তাহাতে আসে যায় না।

উদাসীনীর সংসার।

"মাটীর শরীর মাটীতে মিশিবে,
বিফলে মিশিবে কেন?"

সেদিন রেলওয়ের ভিতর একটী সদাশয়া মহিলার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। দুই চারি কথার পরে আমরা * * আসিতেছি, শুনিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার বাড়ী কি সেখানে?" "বাড়ী"র কথা শুনিয়া আমার কয়টী কথা মনে পড়িয়া গেল; আমি একটু ভাবিয়া উত্তর করিলাম, "আজ কাল সেইখানে।" "সন্তোষজনক উত্তর" না পাইয়া তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে বাড়ী কোথায়?" আমি বলিলাম, "যখন যেখানে থাকি, সেইখানেই বাড়ী।" তিনি হাসিয়া উঠিলেন; তারপর যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া আমরা পরস্পর বিদায় গ্রহণ করিলাম।

সুতরাং বাহিরের গোলটী মিটিল,

কিন্তু আমার বুকের ভিতর বড় গোল মাল বাঁধিয়া গেল। আমার সেই নব-পরিচিত "বন্ধু" আমার কথায় কি বুঝিয়াছেন জানি না, আমার প্রকৃত উত্তর বোধ হয়, আমার বাড়ী—আমরা যাহাকে বাড়ী বলি, ইংরেজেরা যাহাকে "হোম্" (Home) বলেন, আমার সেই নিজের বাড়ী, তা এজগতে কোথাও নাই। যখন অতি বালিকা ছিলাম, তখন বাড়ী ছিল পিতৃগৃহ; সেই বাল্যাবস্থার শেষ সীমায় না পৌঁছিতেই আর এক গৃহ "আমার বাড়ী" হইল। কিন্তু আজি আমার বাড়ী নাই, কালের স্রোতে আমার বাড়ী ঘর সবই মুছিয়া গিয়াছে! আজি বঙ্গমাতার বক্ষে একটুকু মাটী এমন নাই, যে আমি আমার "ভদ্রাসন" বলিতে পারি; একখানি পর্ণ কুটীর নাই যে আমি একদণ্ড মাথা রাখিতে পারি; তা থাকিলে আজ উদাসীনী হইব কেন?

বাড়ীতো আমার এই পর্য্যন্ত, তবে "বোধ হয়" বলিলাম কেন? কারণ আর একদিক দিয়া দেখিলে আমার অনেক বাড়ী। কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে আমার একখানি ঘর বাঁধা নাই বলিয়া অনেক বাড়ী—বাগান পুকুর ময়দান সমেত অনেক পাকাবাড়ী আমারই "ইজারা মহল।" আমার জন্য বুক-ভরা স্নেহ মমতা লইয়া অনেক বাড়ী দাঁড়াইয়া আছে, তাই আমি (উদাসীনী হইয়াও) সময়ে সময়ে সংসারের অনুরোধে নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশও পাই না, তাই আমার আত্মীয় স্বজনের সুখ, দুঃখ "আমার সুখ, দুঃখ" ভিন্ন ভাবিতে পারি না, তাই ঈশ্বরের কাছে আগে তাঁহাদের কল্যাণ কামনা না করিয়া নিজের কিছু চাহিতে পারি না। আমার বাড়ী নাই বলিয়া যখন যেখানে থাকি, সেইখানেই আমার বাড়ী; সেই বাড়ীতেই আমার সংসার, সেই সংসারই আমার নিজস্ব। আমার মনে হয়, আমি না থাকিলে বুঝি সেখানকার কচু কুমড়া গুলিকেও উপবাসী থাকিতে হইবে, আমার অভাবে বুঝি তাহাদেরও শীতে গ্রীষ্ম ও গ্রীষ্মে শীত বোধ হইবে; তাই এক স্থান ছাড়িয়া অন্য স্থানে যাইতে আমার বড় প্রাণ কেমন করে, তাই সহজে আমি এক স্থান ছাড়িয়া অন্য স্থানে যাইতে চাহিনা। কিন্তু এই ভব সাগরের একটী বালুকাকণা স্থানচ্যুত হইলে কিছুই হয় না, বোধ হয়, প্রকৃত পক্ষে আমার অভাবে সংসারেরও কিছু আসে যায় না; তবে সংসারে ও আমাতে এত ভালবাসা হইয়াছে যে কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া থাকিতে ইচ্ছা করি না। আমাদের মহাত্মা ভবভূতি বলিয়াছেন, "অকিঞ্চদপি কুর্ব্বাণঃ সৌখ্যৈর্দুঃখান্যপোহতি। তৎ তস্য কিমপি দ্রব্যং যোহি যস্য প্রিয়োজনঃ॥" সংসারের দিকে চাহিয়া আমার সেই কথাই মনে পড়ে। আমি যখনই সংসারকে মনে করি, তখনই আমার বুকে সুখ উথলিয়া উঠে; সংসারও

আমাকে দশগুণে বাড়াইয়া থাকে, আমি না থাকিলে তার চলিতে পারে না, এই রকম প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করে। ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়াই বুঝি আমরা "আত্মবিস্মৃত" হইয়া গিয়াছি।

এখন কথা কি, আমিতো উদাসীনী, কমলাকান্তের মত "অন্তরের অন্তরে সন্ন্যাসিনী" আমার আবার সংসার-বন্ধন কেন? এ কথার উত্তর দিতে হইলে আগে বলিতে হয়, মানুষ যাহাই হউক, (সন্ন্যাসাই হউক আর গৃহস্থই হউক) মানুষের মনুষ্যত্ব থাকাই উচিত।—এখানে মনুষ্যত্ব শব্দের অর্থ কেহ মহত্ব মনে করিবেন না; আমি বলিতেছি, মনুষ্যের ভিতরে রাক্ষসত্ব, পশুত্ব প্রভৃতি অন্য কোন ত্ব প্রত্যয় না হইয়া মনুষ্যত্ব হওয়াই আবশ্যক।—এজগতে মনুষ্যত্বেই মানুষের সুখ। * আমার বিশ্বাস, এই সংসার নিজ বক্ষে স্থান দিয়াছে বলিয়াই আমার মত অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তিও "মানুষ" বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিতেছে। আমার সংসার না থাকিলে, সংসারের সহিত আমার দৃঢ় সম্বন্ধ না থাকিলে, সংসার-বন্ধনে আমি এমন বাঁধা না থাকিলে, এ হৃদয় এতদিন শূন্য, মরুভূমি অথবা মহাশ্মশান হইয়া যাইত। হৃদয়ের উৎকৃষ্ট বৃত্তি সকলের একটীও অনুশীলিত হইত না। আমার সংসার আছে, তাই এ আকাশে নক্ষত্র আছে, এ মরুভূমে ওয়েসিস্ আছে, এ শ্মশানে সুখ-স্মৃতি আছে। "কঠোরতাপূর্ণ শুষ্ক হৃদয়" আমাদের জাতির বড় কলঙ্ক, সংসার না থাকিলেই আমরা সেই কলঙ্কে কলঙ্কিত হই। এত গুণের সংসার বলিয়াই আমি সংসারকে এত ভালবাসি, এই উদাসীন প্রাণে সংসারের শত বন্ধন জড়াই। তবে একথা সত্য, সংসার নির্দ্দোষ নয়। এই "স্বার্থপরতাপূর্ণ সংসারে, এই "অর্থলোলুপ" সংসারে, এই "রোগ শোক ও বিপদের লীলাভূমি সংসারে," ঘটনা চক্রে পড়িয়া আমার মত দুর্ভাগা জীবকে সময়ে সময়ে অনেক কষ্ট পাইতে হয়।—সংসারে যাঁহাদের ষোল আনা দখল, তাঁহারাই যখন এক একবার সংসারের জ্বালায় অধীর হইয়া পড়েন, তখন আমার মত আট আনীর স্বত্বাধিকারিণীর উপর সংসারের উপদ্রব একটু বেশী রকমের হইবে, এ আর বিচিত্র কি? তথাপি এই সাংসারিক জীবনে, এই পারিবারিক বন্ধনে যাহা লাভ হয়, তাহার তুলনায় ক্ষতি অতি সামান্য। সকল ব্যবসায়ীরাই লাভ করিবার আশয়ে ক্ষতি স্বীকার করে। আমরা সংসার ব্যবসায়ী, আমাদিগের সে পদ্ধতি না থাকা অসম্ভব বলিলেও বলা যায়। যাহাহউক সংসার, আমাদের প্রথম শিক্ষাগৃহ; আমাদের মনুষ্যত্ব

* ভরসা করি কেহ দেবত্বের কথা তুলিবেন না। মনুষ্যত্বের পরিণতিকেই দেবত্ব বলে। হিন্দুর ধর্ম্ম শাস্ত্রও ইহা (স্পষ্টতঃ বা পাকতঃ) প্রতিপন্ন করিতেছে। শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিম বাবুও "ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা"য় এই কথা বলিয়াছেন।

দিবার জন্যে, আমাদিগকে ক্ষমা, ত্যাগ-স্বীকার, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি শিখাইবার জন্যেই সংসার নির্দ্দোষ নয়।

এই সংসার আমার এত ভাল লাগিয়াছে যে এখন সন্ন্যাসিনী দেখিলেই তাঁহাকে সংসারাসক্তা করিতে আমার ইচ্ছা করে। মানুষের বুকে ভালবাসা না থাকিলে যেমন হয়, বসন্তে বাতাস টুকু না থাকিলে যেমন হয়, রামায়ণে সীতার কাহিনী না থাকিলে যেমন হয়, সংসার ছাড়া মেয়ে গুলিকেও—বিদ্যা, জ্ঞান ও ক্ষমতায় শ্রেষ্ঠ হইলেও—সংসার ছাড়া মেয়ে গুলিকেও আমার সেই রকম মনে হয়। সংসারে না খাটিলে আমাদের প্রকৃত জীবন আরম্ভ হয় না। সুতরাং নিজেরই হউক আর অপরেরই হউক, সংসারে আমাদের খাটিতেই হইবে। আমি ইহাই দেখিতে চাই, যে আমরা নিজেদের জন্যে না খাটিয়া, ধর্ম্মার্থে, পরার্থে এবং জগতের হিতার্থে সংসারে খাটিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। নিজের জন্যে একটী মাত্র কাজ, সে স্বার্থপরতা, বিলাসিতা বা অন্য কোনও নীচাশয়তা প্রণোদিত কাজ নয়, সে কাজের নাম "আত্মোন্নতি"। ধর্ম্মার্থে, পরার্থে ও জগতের হিতার্থে খাটিবার উপযুক্ত হইবার জন্যই আপনাকে বড় করিয়া গড়িব। যে দু'হাত জলে সাঁতার দিতে পারে না, সে সমুদ্র পাড়ি দিবে কি করিয়া? আমরা সংসার করিব বলিয়া সংসারের অস্তিত্বে নিজের অস্তিত্ব মিশাইতে পারিব না; দেবী চৌধুরাণীর মত একটু তফাতে দাঁড়াইয়া সংসার করিব। যখন এই সংসার হইতে আমাদিগকে আর এক মহা সংসারে যাইতে হইবে, তখন সেখানকার উপযোগী শিক্ষা সকল এই স্থান হইতে শিখিয়া যাওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য।

আমার প্রাণের প্রাণে একটী বড় সাধ আছে, একদিন এই বিশ্ব-সংসারকে আমার সংসার করিয়া এই মহা গৃহে "গৃহধর্ম্ম" রাখিব। একদিন বিশ্ব মাতার মাতৃস্নেহ বুকে গাঁথিয়া তাঁহার ছেলে মেয়েদিগকে "আপনার ভাই বোন" মনে করিব। তাহাদের কল্যাণের জন্য আমার এই ক্ষুদ্র প্রাণ টুকু বলিদান করিব। একদিন এই দেহ, এই নশ্বর মাটীর দেহ, সেই সংসারের জন্য খাটাইব। একদিন পরের অস্তিত্বে—দু এক জন নয়, আমার আত্মীয় পরিবার নয়, বিশ্ব পরিবারের অস্তিত্বে, আমার অস্তিত্ব মিশাইব। আমার এ সাধ যে আমাকে ছাড়াইয়া অনেক উপরে উঠিয়াছে, আমার এ সাধ যে শিশুর চাঁদ ধরা সাধের মত, একথা আমি বুঝিতে পারি। বুঝি চিরদিনই আমার এ সাধ বুকে বহিয়া মরিতে হইবে, বুঝি একদিনও পূর্ণ হইবে না! যিনি যে কাজের উপযুক্ত, তিনি সেই কাজ করিতে পারেন; কত জনের কত সংসার-সাধ হইয়া থাকে—পণ্ডিতা রমাবাই অনাথা রমণীদিগকে লইয়া সংসার-সাধ মিটাইতেছেন,

কুমারী কাউনার কুষ্ঠ রোগীদিগকে লইয়া সংসার সাধ মিটাইতেছেন, আমাদের দেশের কয় জন মহানুভবা মহিলা পরের মেয়েদিগকে "মানুষ" করিয়া সংসার-সাধ মিটাইতেছেন, সাধ কার নাই? উপযুক্ত লোকের সাধ পূর্ণ হওয়া স্বাভাবিক; আমার মত হীন ও অক্ষম লোকের বড় ধরণের সাধই বড় অস্বাভাবিক; তাহা পূর্ণও হয় না, কেবল বোঝা বহিয়া বেড়াইতে হয়!

তাই বলিয়া কি করিব? আমরা দেখিতেছি, পতঙ্গ আগুণ দেখিলে তাহাতেই ঝাঁপ দিয়া পড়ে। সে যেন আগুণে পুড়িয়া মরিতেই আসিয়াছে। আমিও সংসার ক্ষেত্রের ক্ষুদ্র পতঙ্গ, আকাঙ্ক্ষার আগুণে পুড়িয়া মরিতেছি। পতঙ্গ আর কি কাজ করে জানি না, পুড়িয়া মরাটা তাহার বড় আকাঙ্ক্ষিত। আমি কোন কাজ করিতে পারি না পারি, সাধ-আশার বোঝা বুকে বহিতে বড় ইচ্ছা করি। যে যে রকম লোকই হও, তফাতে দাঁড়াইয়া দেখ, আমাকে নিবারণ করিও না। আমরা আর কোন ক্ষমতাপন্ন না হইলেও মরাটা আমাদের জাতীয় অভ্যাস, আমি মরিতে কাতর হইব না। আমি জানি যে অনেক সাধনা না করিলে সিদ্ধি লাভ হয় না, আমি জানি যে কাজ না শিখিলে কেহ সংসার রাখিতে পারে না, আমি জানি যে সংসারে প্রবেশ করিতে হইলে আগে উপযুক্তরূপে আত্মগঠন করা চাই। আমার ঈপ্সিত মহা সংসারের কাজ শিখিতে শিখিতেই এ ক্ষুদ্র জীবন ফুরাইবে, এ জলবিম্ব জলে মিশাইবে, আমার "গৃহিণীপণা" হইবে না। কিন্তু জানিয়া কি করিব? আমি অগ্নি-তৃষিত পতঙ্গ, আমি ঝাঁপ না দিয়া পারিব না। বিশ্ব সংসারের কাজ অভ্যাস করিতে, এই মহাতপস্যা করিতে, অন্ততঃ এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ে "ক খ" লিখিতে এ জীবন ফুরায় ফুরাক্, আমি আপত্তি করিব না। এই শিক্ষার জন্য এ জীবনে যাহা কিছু ত্যাগ করিতে হয়, যাহা কিছু গ্রহণ করিতে হয় এবং তদপেক্ষা আয়াসসাধ্য যে "দোকানদারী" * তাহাতেও আমার আপত্তি নাই।

আমি যখন একা, তখন আমি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রতম বলিয়া অনুভূত হই। কিন্তু আমি যখন দশজনের মধ্যে থাকি, তখন বোধ হয় যেন আমিও একটু বড় হইয়াছি। তাই আমার বিশ্বাস আমি একা, আমার সাধের সংসারের কাজ করিতে সমক্ষ হইব না। আমার মত ছোট ছোট কতকগুলি প্রাণও একত্রে মিশাইলে একটী "মহাপ্রাণ" হয়, তাহার ক্ষমতাও অনেক বেশী হইতে পারে। আমি আর কাহারও কাছে কিছু প্রার্থনা করি না, আমি ভিক্ষা চাই আমার সহযোগিনী ভগিনীগণের কাছে। আমাদের মা আমাদিগকে সংসারে খাটিবার উপযুক্ত উপাদানে গড়িয়াছেন, আমরা

* দেবীচৌধুরাণী দেখ, দোকানদারী বুঝিবে।

সকলে একজন হইয়া সেই শক্তি পরিস্ফূট করিব, আমরা প্রাণে প্রাণে মিশাইয়া মা'র সংসারে খাটিব। অমন মহাশক্তির মেয়ে আমরা, আমাদের এই ক্ষুদ্র শক্তি অনুসারে মা'র কাজ করিব। যিনি উপরে উঠিয়া থা'ক, আমাকে ঘৃণা করিও না; আমি তোমার সহোদরা, তুমি স্নেহে হাত বাড়াইয়া আমায় তোমার পাশে তুলিয়া লও; যদি কেহ নিম্নস্তরে থা'ক, ভয় পাইও না, মা'র সুকন্যাদিগের পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া আমরাও উপরে উঠিব। মা আমাদের পথ দেখাইবেন, আমরা তাঁর চরণে মাথা রাখিয়া প্রাণে প্রাণে মিশাইব। রমণীরত্ন মৈত্রেয়ীর মুখনিঃসৃত "যেনাহং নামৃতাস্যাং কিমহংতেন কুর্য্যাং" এই অমৃতময় বাক্যাবলী মনে করিয়া প্রতি পাদক্ষেপ করিব। আইস ভগিনী, আমরা সকলে মিশিয়া সংসার-সাধ মিটাই।

আমি উদাসীনী, আমার বাড়ী ঘর নাই, বুঝি সংসারের সঙ্গেও কোন পাকা বন্দোবস্ত নাই। তাই আমার এত সংসার সাধ; যার যে জিনিসের অভাব, সেই জিনিসটী তার বড় প্রিয় হইয়া থাকে! এখন আশা করি, বামাবোধিনী পাঠিকাগণ আমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন যেন দিনকতক বাঁচিয়া থাকিয়া, সকল ভগিনীতে একপ্রাণ হইয়া মনের সাধে বিশ্বসংসারে সংসারী হইতে পারি। তবে ভগিনি, তুমিও বল,—

"এ মাটীর দেহ ক্ষণে
মিশিবে মাটীর সনে
মাটীর শরীর মাটীতে মিশিবে, বিফলে
মিশিবে কেনে?"

শ্রী মাঃ

নীতিপূর্ণ আখ্যায়িকাবলী।

১—অসত্য সংযুক্ত পরিহাস সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের লোকেরা ডাইনে বিশ্বাস করিত। রাজা নিয়ম করিয়াছিলেন যে, যে বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ডাইন মন্ত্র দ্বারা কাহারও অনিষ্ট সাধন করিতে চেষ্টা করিবে, তাহার প্রাণদণ্ড করা হইবে। একদা এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক উক্ত অপরাধে এক বিচারকের সম্মুখে আনীত হয়। বিচারক স্ত্রীলোকটীর ডাইন বিদ্যা চর্চ্চার সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া চিন্তিতবদনে উকীলদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহাশয়গণ! আমি আপনাদিগের নিকট আমার একটী ত্রুটী স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি। যৌবনকালে আমি বড় চপলস্বভাব ছিলাম, লোকের সহিত ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে বড় ভাল

বাসিতাম। আমার স্মরণ হইতেছে তৎকালে পরিহাস করিয়া আমি এই স্ত্রীলোককে একখণ্ড ক্ষুদ্র কাগজে একটী কবিতা লিখিয়া এই বলিয়া প্রদান করি যে উহাতে একটী ডাইনের মন্ত্র লেখা আছে। আমি দেখিতেছি এই বৃদ্ধা স্ত্রীলোক আমার পরিহাস না বুঝিয়া সেই কাগজখণ্ড অবলম্বন করিয়া ডাইনের ব্যবসায় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইহার অপরাধ নাই, অপরাধ আমারই অধিক। ইহার নিকট মন্ত্রলিখিত যে কাগজ খানি আছে, তাহা আপনারা খুলিয়া দেখিলেই আমার কথার যথার্থ প্রমাণ পাইবেন।” উকীলগণ কাগজখানি খুলিয়া বিচারকের লিখিত কবিতা দেখিতে পাইলেন।

পরিহাস নির্দ্দোষ আমোদের প্রবর্ত্তক হইলেও উহা অনেক সময়ে অমঙ্গল উৎপন্ন করিয়া থাকে। যে পরিহাসের সহিত অসত্যের কিছুমাত্র সংযোগ আছে, তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

২—আধ্যাত্মিক চলৎশক্তি।

একদা কোন ইংরাজ ভদ্রলোকের বামপদের একস্থানে বেদনা প্রযুক্ত অনেক দিন পর্য্যন্ত বল ও শক্তি বিহীন হইয়া পড়েন। সুবিচক্ষণ চিকিৎসকগণ চিকিৎসা দ্বারা তাঁহার উক্ত বেদনা আরোগ্য করিতে অসমর্থ হন। কি কারণে বেদনা স্থায়ী হইতেছে, ভিষকেরা তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিলেন না। ক্রমে বেদনা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, এবং বেদনাযুক্ত স্থানটী স্ফীত হইয়া পাকিয়া উঠিল। চিকিৎসকগণ অস্ত্রদ্বারা তাহা কাটিয়া দিলে, যথেষ্ট পরিমাণে রক্ত ও পুয নির্গত হইল। চিকিৎসকগণ নির্গত দূষিত রক্তের সহিত একটী লম্বা কাঁটা দেখিতে পাইলেন। অনুসন্ধান দ্বারা জানা গেল যে অনেক দিন পূর্ব্বে উক্ত ভদ্রলোকটী এক কাঁটাবনের মধ্যে ঘোড়ার উপর হইতে সবলে খাক্কাইয়া পড়েন, সম্ভবতঃ সেই সময়ে ঐ কাঁটাটী তাঁহার পদদেশে এরূপ গভীর রূপে বিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল যে উপর হইতে তাহার কোন চিহ্নই দেখা যায় নাই।

এইরূপ দৃঢ় ভাবে আমাদের আত্মাতেও এক একটী পাপরূপ কণ্টক বিদ্ধ থাকিয়া আমাদিগকে আধ্যাত্মিক চলৎশক্তিবিহীন করিয়া ফেলে। উক্ত ভদ্রলোকটী কণ্টক-মুক্ত হইয়া যেমন পুনরায় চলৎশক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আমরাও তেমনি পাপরূপ কণ্টক আত্মা হইতে উৎপাটন করিতে পারিলে পবিত্রতার আলয় ও আনন্দপূর্ণ আধ্যাত্মিক জগতে বিবচরণ করিতে সক্ষম হই।

৩—পরহিতার্থে আত্মবিসর্জ্জন।

একদা এক ইংরাজ বালক ডিপ্‌থেরিয়া নামক ভীষণ কণ্ঠরোগাক্রান্ত হয়। রাবেট নামক একজন সুচিকিৎসক তাঁহার চিকিৎসার্থ নিযুক্ত হয়েন। ক্রমে রোগ অতিশয় কঠিন হইয়া

উঠিতে লাগিল। চিকিৎসক বালকের জীবন সংশয় দেখিয়া চিন্তিত হইলেন। বহু পরীক্ষার পর তিনি স্থির করিলেন যে, রোগীর কণ্ঠদেশে যে দূষিত রক্ত সূক্ষ্ম চর্ম্মাকারে সঞ্চিত হইতেছে, তাহা কোন প্রকারে দূর করিতে না পারিলে শ্বাসবদ্ধ হইয়া সে শীঘ্রই মৃত্যু মুখে পতিত হইবে। উক্ত প্রাণনাশকারী পদার্থ দূর করিবার জন্য কোন উপায় না দেখিয়া তিনি স্বীয় জীবনাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বালকটীর মুখে স্বীয় ওষ্ঠদ্বয় ন্যস্ত করিয়া সজোরে শ্বাসের সাহায্যে তাহা আকর্ষণ করিয়া নিজ মুখের মধ্যে গ্রহণ করিলেন। তিনি জানিতেন যে ঐ দূষিত পদার্থের অণুমাত্র তাঁহার মুখমধ্যে প্রবেশ করিলে তিনিও ঐ ভীষণ রোগাক্রান্ত হইবেন, এবং তাঁহার প্রাণ সংশয় হইবে, কিন্তু বালকটীর প্রাণ বাঁচাইবার পবিত্র ও নিঃস্বার্থ বাসনা তাঁহার স্বীয় জীবন রক্ষার বাসনাকে অতিক্রম করিয়া উঠিল। অল্পকাল মধ্যেই উক্ত স্বার্থত্যাগী ভিষগ্বর ডিপ্‌থেরিয়া রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন, আর বালকটী সুস্থ হইয়া উঠিল।

এইরূপ স্বার্থত্যাগ মানুষের আধ্যাত্মিকতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। স্বার্থান্ধ জগৎ এইরূপ দৃষ্টান্তের বলেই স্বার্থের মোহ অপসারিত করিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সক্ষম হইয়া থাকে।

৪—পাপানুষ্ঠানের উপযুক্ত স্থান।

কোন পরম সাধু ব্যক্তি স্বীয় পুত্রকে পাপ-নিরত দেখিয়া তাহার সংশোধনার্থ নানা প্রকার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না। পরে মনস্তাপে তিনি রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। মৃত্যু-শয্যায় শয়ন করিয়া স্বীয় পুত্রকে আহ্বান করিয়া বলিলেন; "বৎস, আমি এখন চিরকালের জন্য তোমার নিকট হইতে বিদায় লইতেছি; এক্ষণে তোমাকে যদি একটি অনুরোধ করি, তাহা কি রক্ষা করিবে?" পুত্রের মন আর্দ্র হইল, তাঁহার হৃদয়ে অনুতাপাগ্নি যেন হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিল। সে উত্তর করিল, "আপনার আদেশ শিরোধার্য্য করিব।" মুমূর্ষু বৃদ্ধ সাধু অস্ফুটস্বরে অথচ তেজের সহিত বলিলেন; "আজ হইতে যখন তোমার মনে পাপ করিবার প্রবৃত্তির উদয় হইবে, তখন তুমি এমন স্থানে গমন করিয়া সে প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবে, যেখানে ঈশ্বর তোমাকে দেখিতে পাইবেন না।" যুবক পুত্র পিতার উদ্দেশ্য বুঝিল এবং তদবধি পাপ হইতে নিরস্ত হইল।

ব্রহ্মবাসীদিগের পুনর্জন্মে বিশ্বাস।

ব্রহ্মবাসীদিগের পুনর্জন্মে সম্পূর্ণ বিশ্বাস দেখা যায়। তাহাদিগের বিশ্বাস যে মানুষ মৃত্যুর পর আবার এই পৃথিবীতে নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ বা মনুষ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রহ্মবাসীগণ পশু পক্ষী হত্যা করে না, কেননা তাহাদের সংস্কার যে তাহাদের কোন না কোন পূর্ব্ব পুরুষের আত্মা পশুপক্ষীর মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে। অনেক ব্রহ্মবাসী নিজে পশু পক্ষী হত্যা করে না বটে, কিন্তু যদি অন্য কেহ হত্যা করিয়া তাহার মাংস তাহাদিগকে ভক্ষণ করিতে দেয়, তাহা হইলে তাহা আহার করিতে কোন আপত্তি করে না। ব্রহ্মবাসীগণের পূর্ব্ব জন্মে বিশ্বাস ভারতবাসী হিন্দুগণ অপেক্ষা কিছু গভীরতর বলিতে হইবে, কেননা তাহারা বলে যে তাহারা পূর্ব্ব জন্মের কথা পর্য্যন্ত স্মরণ করিয়া রাখে। কিছুকাল পূর্ব্বে এক ব্রহ্মদেশীয় স্ত্রীলোক রেঙ্গুণের ইংরাজ মেজিষ্ট্রেটের কোর্টে এই মোকদ্দমা উপস্থিত করে যে তাহার দ্বাদশবর্ষীয় পুত্র পূর্ব্বজন্মে ঐ নগরস্থ এক স্বর্ণকারের নিকট গহনা গচ্ছিত রাখিয়াছিল, এবং প্রার্থনা করে যে আদালত উক্ত স্বর্ণকারকে তাহা প্রত্যর্পণ করিতে আদেশ প্রদান করেন। উক্ত স্ত্রীলোকটীর পুত্র আসিয়া শপথ করিয়া বলে যে তাহার পূর্ব্বজন্মের সকল কথা বেশ স্মরণ আছে। সে যে কথিত স্বর্ণকারের নিকট গহনা গচ্ছিত রাখিয়াছিল তদ্বিষয়ে তাহার মনে কিছুমাত্র দ্বিধা নাই। সে বলিল যে পূর্ব্বজন্মে তাহার নাম ছিল ম্যাংউই, এবং সে কুলীর কাজ করিত; যে দিন তাহার মৃত্যু হয় সেই দিন তাহার বর্ত্তমান মাতার গর্ভসঞ্চার হয়; পূর্ব্বজন্মে তাহার পৃষ্ঠে যে কয়েকটী দাগ ছিল, ইহজন্মেও তাহার পৃষ্ঠে সেই কয়েকটী দাগ আছে। মেজিষ্ট্রেট সাহেব এই বৃত্তান্ত শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না, কিন্তু কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য স্বর্ণকারকে ডাকাইলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় স্বর্ণকার বালকটীর সকল কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করিল এবং তাহার নিকট রক্ষিত গহনা বালককে প্রত্যর্পণ করিল।

জর্ম্মণ মহিলা।

জর্ম্মণ মহিলার অবস্থার সহিত হিন্দু রমণীর প্রকৃতি ও অবস্থার অনেকটা সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। জর্ম্মণ মহিলা বড়ই স্বামি-নিরতা। স্বামি-ভক্তি তাহাদিগের একটী প্রধান গুণ। ইয়োরোপের অন্য কোন প্রদেশস্থ মহিলা-

গণের মধ্যে এরূপ পতি-পরায়ণতা দৃষ্টিগোচর হয় না। স্বামীর প্রতি নির্ভরের ভাব জর্ম্মণ মহিলাগণের একটী প্রধান লক্ষণ। স্বামীকে তাঁহারা তাঁহাদিগের একমাত্র ভর্ত্তা, উপদেষ্টা ও সহায় জ্ঞান করেন। ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি প্রদেশীয় রমণীদিগের ন্যায় জর্ম্মণির স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে স্বাধীনতার ভাব প্রবল নহে। স্ত্রীলোকগণ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হন, জর্ম্মণির পুরুষ সম্প্রদায় তদ্বিষয়ে বড়ই অনিচ্ছু। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিণী স্ত্রীলোক জর্ম্মণিতে দেখা যায় না। সমস্ত জর্ম্মণ রাজ্যে অষ্টবিংশতিটী বিশ্ববিদ্যালয় আছে, কিন্তু ইহার মধ্যে একটীও স্ত্রীলোককে পরীক্ষার্থিনী হইতে দেন না। ইয়োরোপের নানা প্রদেশস্থ গবর্ণমেণ্ট স্ত্রীলোকদিগকে পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ আফিসে কেরাণীর কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া থাকেন, কিন্তু জর্ম্মণীতে অদ্যাবধি সে নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয় নাই। স্ত্রীলোকগণের চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবারও কোন সুবিধা নাই। গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত থাকাই স্ত্রীলোকের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য, জর্ম্মণদিগের ইহাই বিশ্বাস। সুতরাং জর্ম্মণ স্ত্রীলোক মাত্রেই অতীব সুনিপুণা গৃহিণী। সীবন কার্য্যে তাঁহারা সুদক্ষা, মধ্যবিত্ত শ্রেণীস্থ স্ত্রীলোকগণ পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিতে প্রায় দরজির সাহায্য গ্রহণ করেন না; বাটীর সকলের পরিচ্ছদ তাঁহারা আপনারাই প্রস্তুত করিয়া থাকেন। বাটীতে পিতা, ভ্রাতা বা স্বামীর নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিতে জর্ম্মণ মহিলার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে, কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বিদ্যা শিক্ষার উন্নতি জন্য জর্ম্মণ পুরুষ সম্প্রদায়ের এ পর্য্যন্ত বিশেষ যত্ন দেখা যায় না। জর্ম্মণ মহিলাগণের মধ্যে যাঁহারা স্বাভাবিক তীক্ষ্ণবুদ্ধি বা উজ্জ্বল প্রতিভাসম্পন্না, কিম্বা যাঁহারা স্বভাবতঃ জ্ঞান লাভাকাঙ্ক্ষাবিশিষ্টা, তাঁহাদিগকেই বিদ্যার চর্চ্চা করিতে দেখা যায়। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স অপেক্ষা জর্ম্মণীতে মহিলা গ্রন্থকারের সংখ্যা অনেক অল্প, এবং যাঁহারা গ্রন্থ লিখিয়া থাকেন, তাঁহারা অসাধারণ শক্তির পরিচয় প্রদান করিতে প্রায়ই সক্ষম হয়েন না। জর্ম্মণ রমণী লিখিত কোন গ্রন্থ অদ্যাবধি প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থ বলিয়া খ্যাতি প্রাপ্ত হয় নাই। সাহিত্যে বা বিজ্ঞানে কত কত ইংরাজ রমণী প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন ও দিতেছেন; জর্ম্মণ মহিলা ঐ সকল বিষয়ে ইংরাজ মহিলার সমকক্ষ নহেন। জর্ম্মণ মহিলাদিগের প্রধান গুণ এই যে তাঁহারা অতীব লজ্জাশীলা, গৃহকর্ম্মনিপুণা, চপলতা-বিহীনা, বিলাসিতা-শূন্যা, স্বামিনিরতা, স্নেহশীলা ও ধর্ম্মপরায়ণা।

সৎকর্ম্ম-নিরত দম্পতি।

ডিউক চার্লস থিয়োডোর বেভেরিয়া নামক ইয়োরোপস্থ ক্ষুদ্র প্রদেশের অধিপতি। অতুল ঐশ্বর্য্যের স্বামী হইয়াও ইনি বিলাস ও আলস্যে কালক্ষেপণ করেন না। হিতকর কার্য্যে জীবন ক্ষেপণ করাই ইঁহার ব্রত। ইঁহার সহধর্ম্মিণীও সর্ব্বপ্রকারে ইঁহারই প্রতিকৃতি। সকল লোকহিতকর কার্য্য সম্পাদনে ইনি ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুসরণ করিয়া থাকেন, থিয়োডোর পরের দুঃখ মোচনার্থ এতদূর সমুৎসুক যে ইনি স্বয়ং চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া দীন দরিদ্রদিগকে চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করিয়া থাকেন। চক্ষুরোগসম্বন্ধে ইনি এমনই পারদর্শী যে ইয়োরোপের সুবিখ্যাত চক্ষুরোগ চিকিৎসকগণ ইঁহার অভিজ্ঞতা হইতে উপদেশ লাভ করিয়া থাকেন। ইনি বেভেরিয়া রাজ্যের অন্তঃপাতী থারনসি নামক নগরে স্বীয় ব্যয়ে একটী প্রকাণ্ড চিকিৎসালয় নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন এবং চক্ষুরোগীদিগের চিকিৎসার্থ বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ডিউক নিজে এই রোগীদিগের চিকিৎসা করেন এবং তাঁহার স্ত্রী এই কার্য্যে তাঁহাকে সম্পূর্ণ সহায়তা করেন। যখন দরিদ্রদিগের কুটীরে থিয়োডোর তাঁহাদিগের চিকিৎসার্থ গমন করেন, তখন তাঁহার সহধর্ম্মিণী তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইয়া রোগীদিগের শুশ্রূষা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ এই সৎকর্ম্ম-নিরত দম্পতি দিবারাত্রি লোকের রোগশান্তি ও দুঃখকষ্ট নিবৃত্তি করিতেই ব্যস্ত থাকেন। রাজবংশোদ্ভূত হইয়া প্রভূত পরিশ্রম ও ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক পরের হিত সাধনার্থ সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকার দৃষ্টান্ত অতি বিরল। থিয়োডোর ও তাঁহার পত্নীর ন্যায় অসাধারণ গুণসম্পন্ন দম্পতি এই পৃথিবীতে স্বর্গের ছবি আনয়ন করিয়া দেয়।

মদিনা।

মক্কা ও মদিনা এই দুইটী মুসলমানদিগের সর্ব্বপ্রধান তীর্থ স্থান। আরব দেশের অন্তঃপাতী এল্‌হাফেজ নামক জিলায় মদিনা নগর অবস্থিত। একটী অত্যুচ্চ পর্ব্বতের নিম্নস্থ উপত্যকার উপর নগরটী সংস্থাপিত বলিয়া উহার জলবায়ু বড় স্বাস্থ্যকর নহে। নগরটীর চতুর্দ্দিক প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। প্রাচীরটী কোন স্থানে পঞ্চত্রিংশ এবং কোন স্থানে বা চত্বারিংশ ফিট উচ্চ। নগরে প্রবেশ করিবার জন্য তিনটী বৃহৎ দ্বার আছে। রাজপথগুলি অতি সঙ্কীর্ণ। নগরটী নিম্ন ভূমির উপর স্থিত বলিয়া বর্ষাকালে ইহার জলাশয় ও কূপসকল জলে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। সেই জল শীতকালে পরিষ্কৃত হইলে বহুদূর হইতে অনেক লোক উহা গ্রহণ করিবার জন্য আসিয়া থাকে। এই নিমিত্ত মুসলমানদিগের তীর্থ স্থান হইবার বহুকাল পূর্ব্ব হইতে মদিনা নগরের নাম 'ইয়ার উত্তম

জলের জন্য' নিকটবর্ত্তী প্রদেশে বিখ্যাত ছিল। মক্কার ন্যায় মদিনা নগরটী ঐশ্বর্য্যশালী নহে, কিন্তু ইহার চতুর্দ্দিকস্থ ভূমি অতিশয় উর্ব্বর। শুষ্ক ও অনুর্ব্বর আরব দেশে ঐরূপ উর্ব্বর ভূমি প্রায় দেখা যায় না। এখানে যে খেজুর উৎপন্ন হয়, তাহার ন্যায় সুমিষ্ট খেজুর পৃথিবীর আর কোন স্থানে হয় না। মদিনা নগর অনেক সম্ভ্রান্ত মুসলমানের বাস ভূমি। এখানে আরব্য ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার জন্য দুইটী বড় বড় কালেজ আছে। দূরদেশ হইতে মুসলমান যুবকগণ এই কালেজে অধ্যয়নার্থ আগমন করিয়া থাকেন।

এই নগরে মহম্মদের কবর আছে। তাহারই জন্য ইহা মুসলমানদিগের তীর্থ স্থান। যে মসজিদের মধ্যে কবরটী সংস্থাপিত, তাহার নাম "হারাম"। ইহা সহরের পূর্ব্ব ভাগে অবস্থিত। মসজিদের মধ্যে যে স্থানে কবর আছে, তাহার চতুর্দ্দিক লৌহ নির্ম্মিত রেল দ্বারা পরিবেষ্টিত। কবরের চতুর্দ্দিকে যবনিকা আছে, সে যবনিকার মধ্যে কবর-রক্ষক ভিন্ন কাহারও প্রবেশের আজ্ঞা নাই। মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীগণ বিনা দর্শনীতে কবর দর্শন করিতে পারেন, কিন্তু বিধর্ম্মীদিগকে দর্শনী স্বরূপ পঁচিশ বা ত্রিশ টাকা দিতে হয়। কবরের চারিদিকে যে যবনিকা দেখা যায়, তাহা তুরস্কের সুলতান প্রদত্ত। নিয়ম আছে তুরস্কের প্রত্যেক নূতন সুলতান সিংহাসনাধিরোহণের সময় উক্ত যবনিকা পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন যবনিকা প্রদান করিয়া থাকেন। উহা বহুমূল্য রত্নমণি-খচিত ও সুন্দর কারুকার্য্য সুশোভিত। পুরাতন যবনিকা গুলি কনষ্টাণ্টিনোপলে প্রেরিত হয়। সেখানে উহা দ্বারা সুলতানদিগের কবর আবৃত করা হয়।

মদিনা নগরের ইতিহাসলেখকগণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে উক্ত যবনিকার মধ্যে একটী চতুষ্কোণ কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর আছে, তাহা দুইটী স্তম্ভের উপর সংস্থাপিত, উক্ত প্রস্তরের মধ্যে মহম্মদ ও তাঁহার পরম বন্ধুদ্বয় আবুবেকর ও ওমারের কবর আছে। মহম্মদের মৃত শরীর রৌপ্যনির্ম্মিত সিন্ধুকে রক্ষিত। যবনিকার বাহিরে মহম্মদের কন্যা ফতেমার কবর আছে। উহা সকলের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

মিসেস জেনারল বুথ।

(সঞ্জীবনী হইতে উদ্ধৃত)।

মুক্তিফৌজের অধিনায়ক মহাত্মা বুথের সহধর্ম্মিণী পরলোক গমন করিয়াছেন। এ পৃথিবী হইতে আর একটী সদাশয় মহাপ্রাণ আত্মা সরিয়া পড়ি-

য়াছে। সাংসারিক দুঃখক্লেশের জালে জড়িত হইয়া যে সকল হতভাগ্য কষ্ট পাইতেছে, পাপের করাল গ্রাসে পড়িয়া যে সকল হতভাগ্য মনুষ্যত্ব হারাইতে বসিয়াছে, আধ্যাত্মিক ঘোর তমিস্রের মধ্যে যে সকল অভাগা কাল কাটাইতেছে—তাহারা তাহাদের একজন পরমবন্ধু হারাইল। লণ্ডনের সেই দুরন্ত শীতের মধ্যে বস্ত্রাভাবে যাহারা বৎসরের বার মাস ঠুক্ ঠুক্ করিয়া কাঁপিয়া থাকে, অনাহারে দুর্গন্ধের মধ্যে যাহারা দিবানিশি পড়িয়া থাকে—সেই সমস্ত লক্ষ লক্ষ হতভাগ্য লোক তাহাদের স্নেহময়ী জননী হারাইয়াছে। এমন রমণী দুঃখপূর্ণ পাপময় এ পৃথিবীর ভার লাঘব করিবার জন্য ক্বচিৎ জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন।

মুক্তিফৌজ লণ্ডন-দরিদ্রের দুঃখ লাঘব করিবার জন্য যে আয়োজন করিতেছেন, মিসেস বুথ সেই আয়োজনের অনুপ্রাণয়িত্রী ও জীবনস্বরূপা ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে এই আয়োজনের যে বিশেষ কোন ব্যাঘাত হইবে তাহা সম্ভব নহে কারণ মুক্তিফৌজের কার্য্যকলাপ ব্যক্তি বিশেষের উপর নির্ভর করে না। তবে ইঁহার মৃত্যুতে এ আন্দোলনের, এ আয়োজনের যে একটী বিশেষ কার্য্যকর হস্ত স্খলিত হইয়া গেল তাহাতে সন্দেহ কি?

কেহ যেন মনে না করেন যে মিসেস বুথ, নারীর অনুপযোগী কোন প্রকার ভাব-বিশিষ্টা ছিলেন। নারীর কোমলতা, স্বভাবভীরুতা, ও বিনয় তাঁহার চরিত্র ভূষণ ছিল। কিন্তু ইহা সত্বেও তিনি তাঁহার মাধুর্য্যগুণে এত লোককে পাপের পথ হইতে টানিয়া ধর্ম্মের পথে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহার সৎকার্য্যের কথা ভাবিতেও প্রাণে আনন্দ হয়। তাঁহার প্রকাশ্য বক্তৃতায় লণ্ডনের এত পাপাসক্ত কঠোর-হৃদয় নর নারীর প্রাণ গলিয়াছে যে তাহার সংখ্যা করা যায় না। তাঁহার প্রকাশ্য বক্তৃতার এতটা আকর্ষণ ছিল। আমাদের দেশীয় পর্দ্দা-সুরক্ষিত কোন রমণীকে প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা দিতে বলিলে তিনি যেমন লজ্জাশীলতার জন্য সে কার্য্যে সম্যক্ অপারগতা প্রদর্শন করেন, প্রথমে বক্তৃতা দেওয়ার কথা যখন উল্লিখিত হয় মিসেস বুথও তখন তেমনি লজ্জাশীলতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যতদিন এইরূপ বক্তৃতা দেওয়ার হাত এড়াইতে তিনি সাহস করিলেন, ততদিন এড়াইলেন, কিন্তু অবশেষে যখন বিবেকের বজ্র গম্ভীর ধ্বনি তাঁহার হৃদয়কে কাঁপাইয়া স্পষ্টাক্ষরে তাঁহার কর্ত্তব্য পথ প্রদর্শন করিয়া দিল, তখন বাধ্য হইয়া বক্তৃতা দিতে অগ্রসর হইলেন। ইহাতে তাঁহার প্রাণে যে কি গভীর ক্লেশ হইয়াছিল, তাহা তিনি তাঁহার জীবনীতে এক স্থানে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

এমন কি তাঁহার বক্তৃতা শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া ইংলণ্ডের উচ্চ নীচ নর-

নারী তাঁহার নাম শ্রবণমাত্র যখন হাজারে হাজারে তাঁহার কথা শুনিবার জন্য ধাবিত হইত, তখনও তিনি স্বামীর উপস্থিতিতে একটী কথাও লজ্জার জন্য বলিতে পারিতেন না। তাঁহার স্বামী অনেক সময়েই সভার কার্য্য আরম্ভ করিয়া চলিয়া যাইতেন, তার পর মিসেস বুথের বক্তৃতা আরম্ভ হইত। প্রকাশ্যে লজ্জাশীলতার জন্য বক্তৃতা করা তাঁহার পক্ষে যেমন ক্লেশকর হইয়া উঠিয়াছিল, তেমনি শারীরিক দুর্ব্বলতাও এবিষয়ে তাঁহার ক্লেশের আর একটী কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এরূপ দুর্ব্বল শরীর লইয়া তিনি যেরূপ কার্য্য করিতে গিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে চমকিত হইতে হয়। ৮টী সন্তানকে মানুষ করা প্রায় অধিকাংশ মাতার পক্ষে সারা জীবনের কাজ। কিন্তু মিসেস বুথ এই কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে আবার সাধারণের উপকারজনক কার্য্যে রত থাকিতেন এবং পরামর্শপ্রার্থী ধর্ম্মপিপাসুদিগের সহিত কথোপকথনে অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন। নিরন্তর কর্ম্মশীলতা মিসেস বুথের জীবনস্বরূপ ছিল, অক্লান্ত দেহে তিনি ঈশ্বরের সেবা করিয়া গিয়াছেন।

এমন মিষ্ট স্বভাবের নারী অতি অল্পই জন্মিয়া থাকে। পাপের প্রতি তাঁহার অবিমিশ্র ঘৃণা ছিল। কিন্তু পাপী যাই পাপ পথ ছাড়িবার জন্য প্রকৃত আকাঙ্ক্ষা প্রদর্শন করিত, মিসেস বুথের স্নেহ অমনি শতধারে তাহার উপর বর্ষিত হইত। সত্যে ন্যায়ে তাঁহার অটল বিশ্বাস ছিল। ধর্ম্মভাববিহীন সৎকার্য্য তাঁহার চক্ষের বিষ ছিল, কিন্তু প্রকৃত সৎকার্য্য যত রকম দুরূহ হউক না কেন, ক্লেশপ্রদ হউক না কেন, হাসিতে হাসিতে বুথপত্নী তাহা সম্পাদন করিতেন।

এমন সদাশয় সৎকর্ম্মশীল রমণী ভগবানের কার্য্যক্ষেত্র হইতে তাঁহার আদেশে স্থানান্তরে অপসারিত হইয়াছেন। যাহার জন্য তাঁহার এত চেষ্টা, এত যত্ন, এত পরিশ্রম, সেই পবিত্র সন্নিধান লাভ করিয়াছেন। তাঁহার স্বামীকে অগাধ দুঃখ সাগরে ভাসাইয়া তাঁহার সেনাকে অশ্রুজলে সিক্ত করিয়া বুথপত্নী এ পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। লণ্ডনের গরিব লোক মাতৃহীন হইয়াছে।

স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে সাধূক্তি।

মহাত্মা কাশীরাম দাস আদিপর্ব্বে লিখিয়াছেন ;—

অর্দ্ধেক শরীর ভার্য্যা সর্ব্বশাস্ত্রে লেখে।
ভার্য্যাসম বন্ধু রাজা নাহি কোন লোকে॥
ভার্য্যা বিনা গৃহ শূন্য অরণ্যের প্রায়।
বনে ভার্য্যা সঙ্গে থাকে গৃহস্থ বলয়॥
ভার্য্যাহীন লোকে কেহ না করে বিশ্বাস।
সদাই দুঃখিত সেই সদাই উদাস॥

ভার্য্যাবন্ত লোকে ইহকাল রক্ষে সুখে।
মরণে সংহতি হৈয়া তরে পরলোকে॥
স্বামীর জীবনে ভার্য্যা আগে যদি মরে।
পথচারি থাকে ভার্য্যা স্বামী অনুসারে॥
মরিলে স্বামীরে উদ্ধারিয়া লয় স্বর্গে।
হেন নীতি শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে সুরবর্গে॥

সংস্কৃতে আছে,—মাতা যস্ত গৃহে নাস্তি ভার্য্যা চাপ্রিয়বাদিনী। অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথা গৃহং॥ এস্থলে যেরূপ একের অর্থাৎ মাতার উৎকর্ষ প্রতিপাদন করিতেছে, অন্যের অর্থাৎ অপ্রিয়বাদিনী ভার্য্যার অপকর্ষও সেইরূপ প্রতিপন্ন হইতেছে। সংসারে জননীর সমান আর কিছুই নাই, একথা এস্থলে অত্যুক্তি মাত্র, কারণ ইহা ভূয়োভূয়ঃ নীতি গ্রন্থে প্রকটিত হইয়াছে ও হইতেছে। অশনি-ঘাতিনী পত্নী যে অগ্নি উদ্গীরণ করিয়া পারিবারিক সুখ বিদগ্ধ করিতে যান, স্নেহরূপিণী জননীই তাহার প্রকোপ প্রশান্ত করিয়া নির্ব্বাপিত করেন। সেই পরমারাধ্যা দেবতাতে বঞ্চিত হইয়া অভাগা নর বা অভাগিনী নারী কতকাল কেন, কতক্ষণ বজ্রাহত হইয়া প্রাণধারণ করিতে পারে? সুতরাং তাঁহার অবর্ত্তমানে তাহার সম্বন্ধ হৃদয়ের বরং বনের অজাগরের হলাহলে অথবা সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণের গ্রাসেও শান্তি আছে। আধুনিক বঙ্গীয় সমাজে মাতৃভক্তি নাই, মুখরা স্ত্রীর অভাব নাই। ইহার বিষময় ফল যাহা হইবার, তাহা হইতেছে। ওএবেষ্টার বলেন যে মাতাই প্রকৃতপক্ষে মানবজাতির স্নেহময়ী ও অভিলষিত ফলপ্রদায়িনী শিক্ষয়িত্রী। কৃত্তিবাস রামায়ণে লিখিয়াছেন;—

একগুণ নহে সতী অনেক লক্ষণ।
সর্ব্বগুণ ধরে দেহে সতী যেইজন॥

রাবণের প্রলোভন-বাক্যে সীতা কর্ণপাত না করিয়া বলিতেছেন;—

কি হেতু রাবণ মোরে বলিস্ কুবাণী।
তোর শক্তি ভুলাইবি রামের ঘরণী?
রাম প্রাণনাথ মোর রাম সে দেবতা।
রাম বিনা অন্য জন নাহি জানে সীতা॥

আহা! কি পবিত্র ধর্ম্মভাব! কি অটল ধর্ম্মনিষ্ঠা! সীতার নিকট কি পাপ অগ্রসর হইতে সাহসী হয়? না কখনই নয়। একজন ইংরাজ উপন্যাসবেত্তা যথার্থ বলিয়াছেন যে, সতীর সতীত্বই তাহার নেতা, এই নেতার নেতৃত্বের নিকট পাপ যেমনই ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করুক না কেন বা যেমনই বলে বলীয়ান হউক না কেন সে অবশ্য অবশ্য শান্তি মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক বলহীন ও সঙ্কুচিত হইয়া সুদূরে পলায়ন করিবে। রামচন্দ্র একস্থানে বলিতেছেন;—"সীতাতুল্য তারা (দেব কন্যা) কেহ না হয় সুন্দরী।" ধার্ম্মিকজন নিজ স্ত্রীকে এইরূপই দেখিয়া থাকেন। তিনি যেরূপ পত্নীকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন, সেরূপ আর কেহ দেখে নাই। তিনি অনেক দেখিয়া শুনিয়া এই কথা বলেন। ভরসা করি সকলে যেন স্ব স্ব স্ত্রীকে তাঁহার মত ভাবেন। এবার এই পর্য্যন্ত।

স্বর্গীয় শিবচন্দ্র দেব।

কোন্নগর নিবাসী বাবু শিবচন্দ্র দেব মহাশয় গত ২৭এ কার্ত্তিক বহু আত্মীয় ও বন্ধু লোককে শোকাকুল করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইঁহার বিয়োগে বঙ্গমাতা একজন আদর্শ সাধু পুত্র হারাইলেন। ইনি মনস্বী, হৃদয়বান্, বিবেকী ও ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। এরূপ সর্ব্বগুণান্বিত লোক অতি বিরল। ইনি চিরকাল শান্ত, ধীর এবং বৃদ্ধ বয়সেও শিশুর ন্যায় বিনয়ী অথচ যুবকের ন্যায় উৎসাহী ও কর্ম্মক্ষম ছিলেন। ইঁহার দেশহিতৈষিতা কথায় নয়, কার্য্যে সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ইঁহার বয়স ৮০ বর্ষ হইয়াছিল, সুখ্যাতির সহিত সুদীর্ঘকাল রাজকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া ২৮ বৎসর কাল গবর্ণমেণ্ট পেন্সন ভোগ করিতেছিলেন। ইনি এক পুত্র, ৫ কন্যা এবং পৌত্র পৌত্রী, দৌহিত্র দৌহিত্রী ও তাহাদের সন্তান সন্ততিতে এক বৃহৎ সংসার রাখিয়া গিয়াছেন। ইঁহার পত্নী ইঁহার অপেক্ষা ৬ বৎসরের কনিষ্ঠা। তিনি যথার্থ সহধর্ম্মিণী এবং সকল সৎকার্য্যে ইঁহার সহায় হইয়া ছিলেন। ইঁহাদের দাম্পত্য জীবন আদর্শস্থানীয়।

শিবচন্দ্র বাবু পুরাতন হিন্দু কলেজের প্রথম শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া সুশিক্ষা লাভ করেন। প্রসিদ্ধ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিক কৃষ্ণ মল্লিক, রামতনু লাহিড়ী, রামকমল সেন প্রভৃতি তাঁহার সহপাঠী বা বাল্যকালের বন্ধু ছিলেন। ৺ প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁহার একজন বিশেষ গুণানুরাগী ও সুহৃদ ছিলেন। দেশহিতকর অনেক বিষয়ে ইঁহারা একযোগে কার্য্য করিয়াছেন। তন্মধ্যে কলিকাতা মেটকাফ হল ও হেয়ার প্রাইজ ফণ্ড বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা উভয়েই অধ্যক্ষ থাকিয়া এই দুই অনুষ্ঠানের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন।

বাবু শিবচন্দ্র দেব অতি প্রাচীন ব্রাহ্ম এবং তিনি ব্রাহ্ম সমাজের একটী শিরোভূষণ ছিলেন। তিনি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপনের একজন প্রধান উদ্যোগী এবং মেদিনীপুর ও কোন্নগর ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি যথার্থ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ ছিলেন।

শিবচন্দ্র বাবুর দেশহিতৈষতার জীবন্ত ক্ষেত্র তাঁহার বাসগ্রাম কোন্নগর। ইহার যে দিকে দৃষ্টি করা যায়, ইহার সকল শোভা ও উন্নতির মূলে তাঁহার সাধু ইচ্ছা ও প্রাণগত চেষ্টা দেখা যায়। কোন্নগর একটী সামান্য ও হীনাবস্থ স্থান ছিল। এখন এখানে অতি উৎকৃষ্ট ইংরাজী স্কুল, বালিকা বিদ্যালয় সাধারণ পুস্তকালয়, ব্রাহ্মসমাজ, পোষ্ট আপিস ও রেলওয়ে ষ্টেসন প্রভৃতি গ্রামকে সুশোভিত করিতেছে। বাবু শিবচন্দ্র দেবকে এই সকলের সংস্থাপক বলিলে

অত্যুক্তি হয় না। এক সময় কোন্নগরে রজনীবিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল, তিনি সে সকলেরও উৎসাহদাতা ছিলেন এবং নিজগৃহে বরাবর দীনদুঃখীদিগকে স্বয়ং হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিতরণ করিতেন। বহুদিন মিউনিসিপালিটীর অধ্যক্ষ থাকিয়াও তাহার প্রকৃত উন্নতিসাধন করিয়াছেন। কোন্নগরের কৃতবিদ্য উপার্জ্জনক্ষম লোকদিগের অধিকাংশই তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতাঋণে ঋণী এবং কোন্নগরের অধিবাসী মাত্রেই তাঁহা দ্বারা উপকৃত।

স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি সাধনার্থ এই মহাত্মা বাল্যকাল হইতেই অনুরাগী ছিলেন। ইনি সর্ব্ব প্রথমে আপনার পত্নীকে শিক্ষা দান করেন, পরে আপনার কন্যাগণকে যত্নের সহিত সুশিক্ষিত করেন। শিশুপালন সম্বন্ধে দুই খানি সুন্দর পুস্তক প্রচার করিয়াও স্ত্রীজাতির অনেক উপকার সাধন করিয়াছেন।

বামাবোধিনীর একজন পরম বন্ধু বলিয়া ইনি আমাদের পাঠক পাঠিকাগণের বিশেষ ধন্যবাদার্হ। ইনি বহুদিন হইতে বামবোধিনীর গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হন এবং ইহার আয়োন্নতির যথেষ্ট সহায়তা করেন। ইহাঁর কন্যা, দৌহিত্রী প্রভৃতি অনেক আত্মীয় ইহাঁরই চেষ্টায় বামাবোধিনীর গ্রাহক হন। এক সময় বামাবোধিনী অত্যন্ত বিপন্ন হইয়াছিল, প্রধানতঃ ইহাঁরই যত্নে জীবন রক্ষার উপায় লাভ করে। এই সময়ে ইহাঁর পরম বন্ধু বাবু প্যারিচাঁদ মিত্র মহাশয়ের নামও কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিতেছি। বামাবোধিনীর অত্যন্ত অনাটনের সময় ইহাঁরা হেয়ার প্রাইজ ফণ্ড হইতে নারীশিক্ষা ২ খণ্ড ও বামারচনাবলী এক খণ্ড মুদ্রাঙ্কণের সাহায্য করেন। এ উপকার বামাবোধিনীর চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

শিবচন্দ্র বাবু পবিত্র জীবন যাপন করিয়া পুণ্যলোকে গমন করিয়াছেন। মঙ্গলবিধাতা তাঁহার সুকৃতির পুরস্কার তাঁহাকে প্রদান করুন এবং তাঁহার মুক্ত আত্মাকে অনন্ত উন্নতির পথে অগ্রসর করুন্। তিনি জীবনের যে সকল সাধু দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার অনুসরণ করিয়া অপরে যেন সাধু হইতে পারে।

বিবিধ তত্ত্ব সংগ্রহ।

পশুদিগের পরমায়ু।

বিড়াল প্রায় পনের বৎসর বাঁচিয়া থাকে। কাটবিড়াল ও শশক সাত বা আট বৎসরের অধিক বাঁচে না। কুকুর ও নেকড়ে বাঘ কুড়ি বৎসর বাঁচে। শৃগাল চৌদ্দ বা পনর বৎসর জীবিত থাকে। সিংহ দীর্ঘজীবী। একটী সিংহ

সত্তর বৎসর বাঁচিয়াছিল। হস্তী চারিশত বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে। আলেকজাণ্ডার পুরুরাজকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া তাঁহার একটী হস্তী সঙ্গে লইয়া যান। তিনি উহাকে এজাক্‌শ নামে অভিহিত করিয়া ঐ নাম তাহার শরীরের উপর উত্তপ্ত লৌহ খণ্ডের দ্বারা খোদিত করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেন। ঐ হস্তী তিনশত পঞ্চাশ বৎসর পরে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। ঘোটক বাষট্টি বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচে দেখা গিয়াছে, গণ্ডার উনত্রিশ বৎসর, শূকর কুড়ি বৎসর, উষ্ট্র একশত বৎসর, মেষ দশ বৎসর ও গাভী পনর বৎসর বাঁচিয়া থাকে। তিমি মৎস্য এক হাজার বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে, তাহার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। ঈগল পক্ষী একশত বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচে। কচ্ছপ একশত সাত বৎসর এবং রাজহংস তদপেক্ষা অধিক কাল বাঁচে।

বৃহত্তম বৃক্ষ।

এতাবৎকাল পর্য্যন্ত যত বৃহৎ বৃক্ষ দেখা গিয়াছে, তন্মধ্যে ইটালীর অন্তঃপাতী এটনা পর্ব্বতের পাদদেশে অবস্থিত চেষ্টনট নামক ফলের একটী বৃক্ষ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এই বৃক্ষটী দুইশত হাত উচ্চ এবং মূল হইতে চল্লিশ হাত উপরিভাগস্থ স্থানে ইহার বেড় ৭৪ হাত।

বৃহত্তম গোলাপ বৃক্ষ।

আমেরিকার অন্তঃপাতী কেলিফারনিয়া প্রদেশে বেণ্টুরা নগরের কোন গৃহস্থের বাটীতে একটী গোলাপ ফুলের গাছ আছে, তাহার গুঁড়ির বেড় দুই হাত। ইহা হইতে যে শাখাগুলি বহির্গত হইয়াছে, তন্মধ্যে একটীর বেড় দেড় হাত। ইহা চতুর্দ্দিকে ত্রিশ হাত দূর পর্য্যন্ত শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়াছে। ইহাতে প্রত্যহ হাজার হাজার ফুল প্রস্ফুটিত হয়। গাছটীর বয়স চৌদ্দ বৎসর মাত্র।

মানব দেহ।

মানব দেহে সর্ব্বশুদ্ধ একশত ষাইট অস্থিখণ্ড ও পাঁচশত মাংসপেশী আছে। মানব দেহ মধ্যে যে রক্ত প্রবাহিত হইতেছে, তাহার ওজন সাড়ে বার সের হইতে পনর সের পর্য্যন্ত। হৃদপিণ্ড দীর্ঘে পাঁচ ইঞ্চি ও প্রস্থে তিন ইঞ্চি। ইহা এক এক মিনিটে সত্তরবার স্পন্দিত হয়। প্রতি স্পন্দনে একছটাক পরিমাণ রক্ত ইহার মধ্য হইতে বহির্গত হইয়া শরীর মধ্যে সঞ্চালিত হয়। ফুসফুস প্রায় চারিসের বায়ু ধারণ করিতে পারে। চব্বিশ ঘণ্টায় মানুষ প্রায় দুই হাজার মণ বায়ু নিশ্বাস দ্বারা গ্রহণ করে। মানব মস্তিষ্কের ওজন দেড়সের। সবিশেষ পরিপুষ্ট হইলে উহার ওজন আরও এক পোয়া বৃদ্ধি হইয়া থাকে। মানবদেহস্থ শিরার সংখ্যা অন্যূন এক কোটী। ত্বক্ তিনটী স্তরে বিভক্ত; প্রত্যেকটীর স্থূলতা এক ইঞ্চির অষ্টমাংশের একাংশ মাত্র। সমস্ত ত্বকের পরিমাণ সত্তর শত

বর্গ ইঞ্চি। প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে মানব দেহের উপর যে বায়ুর চাপ বর্ত্তমান আছে, তাহার পরিমাণ সাড়ে সাত সের। প্রতি বর্গ ইঞ্চি ত্বকের মধ্যে ঘর্ম্ম নির্গমনের জন্য সাড়ে তিন হাজার সূক্ষ্ম রন্ধ্র বা লোমকূপ আছে।

হিপোপোটেমস্।

হিপোপোটেমস্ আফ্রিকা দেশীয় জন্তু। ইহার আকৃতি অনেকাংশে গণ্ডারের ন্যায়। ইহা অধিকাংশঃ সময় জলে ক্ষেপণ করিয়া থাকে। উভচর হইলেও ইহা জলচর জন্তু বলিয়া বিদিত। ইহা প্রাধানতঃ তৃণ ও মূল ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে। ইহার ত্বক্ অতিশয় স্থূল। উহা দ্বারা চাবুক্ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার গাত্র সর্ব্বদাই এক প্রকার তৈলময় পদার্থে অভিষিক্ত থাকে। ইহার পদ চতুষ্টয় অতি ক্ষুদ্র, তজ্জন্য ইহা দ্রুত গমন করিতে সক্ষম হয় না, কিন্তু জলে অতি সহজে সন্তরণ করিতে পারে। হিপোপোটেমসের সম্মুখের দুইটী দাঁত ছয় সাত ইঞ্চি লম্বা। উহা হাতির দাঁতের ন্যায় প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান পদার্থ বলিয়া বিবেচিত হয়।

ঠগীদিগের ইতিহাস।

অতি পূর্ব্ব কাল হইতেই এদেশের নানা স্থানে প্রধানতঃ মধ্য ভারতবর্ষে ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এক প্রকার নরঘাতক ডাকাইতগণ দস্যুবৃত্তি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। ইহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া পথিকদিগের প্রাণ বধ করিয়া তাহাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিত। ইহাদের হস্তে ভারতবর্ষের কত লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি যে প্রাণ হারাইয়াছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। ইহারা কত রমণীকে বিধবা করিয়াছে; কত নর নারীকে পুত্রহীন করিয়াছে; কত সংসারকে শ্মশান করিয়াছে! ইহাদের ভয়ে লোকে একাকী রাজপথে বাহির হইতে সাহসী হইত না। দলবদ্ধ হইয়া বাহির হইলেও নিস্তার থাকিত না, ইহারা সময়ে সময়ে দলশুদ্ধ সমস্ত লোককে বধ করিয়া যথা সর্ব্বস্ব হরণ করিত।

ইহারা নানা নামে অভিহিত। ইংরাজি ও বাঙ্গালা ভাষায় ইহাদিগকে ঠগ্ বলে; দাক্ষিণত্যের কোন কোন স্থানে ইহারা ফাঁসিগার নামে অভিহিত; তামীল ভাষায় ইহাদিগকে আরিভুল্কার (মুসলমান ফাঁসুড়ে) ও তেলিগু ভাষায় ওয়ারলু হান্দকু কহে; কানাড়া দেশের লোকেরা ইহাদিগকে তাঁতীকেলেড়ু কহে। ইংরাজেরা ভারতবর্ষে আধিপত্য স্থাপন করিলেও এই সকল দস্যুদল তাহাদের এই ভয়াবহ নরহত্যা ব্যবসা

এরূপ গোপনে ও প্রচ্ছন্ন ভাবে নির্ব্বাহ করিত যে রাজপুরুষগণ বহুদিবস পর্য্যন্ত ইহার বিন্দু বিসর্গও অবগত হইতে পারেন নাই।

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীরঙ্গপট্টন (মহীসুরের রাজধানী) জয়ের পর বাঙ্গালোরের নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রায় ১০০ ঠগ্ ধৃত হয়, কিন্তু তাহারা যে একটা বিশেষ দলভুক্ত দস্যু এবং নরহত্যা যে তাহাদের ব্যবসা, ইহা তখনও বুঝিতে পারাযায় নাই, সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করা হয় নাই। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে একদল ঠগ ত্রিবাঙ্কুর হইতে অনেক দ্রব্যাদি অপহরণ করিয়া আসিতেছিল, পথিমধ্যে বিল্লুর এবং আর্কটের মধ্যবর্ত্তী স্থানে তাহাদের অনেকে ধৃত হয়। এই সময় হইতেই ইহাদের সম্বন্ধে সবিশেষ অনুসন্ধান আরম্ভ হয় এবং কর্ণেল স্লিমান নামক একজন রাজপুরুষের বিশেষ চেষ্টা ও যত্নে ইহাদিগের আত্মকাহিনী দ্বারা সমুদায় বিবরণ বিশেষরূপে জানিতে পারা যায়। তৎপরে অনেক ঠগ্ ধৃত হয় এবং ক্রমে ভারতবর্ষ হইতে ঠগ্‌দল নির্ম্মূল হয়।

ঠগেরা স্ত্রী পুত্র পরিবার সহ দাক্ষিণাত্যের পর্ব্বতময় উপত্যকায় বাস করিত। ইহাদের দেশীয় ব্যবসা কৃষিকার্য্য। কৃষিকার্য্য আরম্ভ হইবার সময়ে ইহারা ভূমি কর্ষণ ও বীজ বপন কার্য্য সমাধা করিয়া স্ত্রী ও সন্তানগণের উপর অবশিষ্ট ভার অর্পণ করিত এবং তৎপরে দস্যুতা করিবার অভিপ্রায়ে বাহির হইত। ইহাদের নানা দল ছিল, এক এক দলে ৫০ হইতে ৩০০ পর্য্যন্ত লোক থাকিত। এই এক এক দল দস্যুতার সময়ে আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইত। প্রত্যেক দলে আবশ্যক মত ১০হইতে ২০ জন করিয়া লোক থাকিত। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল রাস্তায় পথিকদিগের সহিত পথিকদিগের ন্যায় গমনাগমন করিত এবং অপর দলের সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিত। ইহাদিগকে সেই সময়ে দেখিলে পথিক ভিন্ন আর কিছু বলিয়া বোধ হইত না। কখন কখন ইহারা আপনাদিগকে বণিক বলিয়া পরিচয় দিত। বাটী হইতে বহির্গত হইয়া ইহারা অতি সামান্য বেশে সামান্য লোকের ন্যায় গমন করিত, কিন্তু যখন অপহরণ দ্বারা অশ্ব, বলদ, তাঁবু ও নানাপ্রকার দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হইত, বাটীতে ফিরিবার সময়ে সম্পত্তিশালী বণিকের ন্যায় সমারোহে গমন করিত এবং আপনাদিগকে বণিক বলিয়া পরিচয় দিত। সুতরাং ইহাদিগকে দস্যু বলিয়া জানিতে পারিবার কোন উপায় ছিল না। সময়ে সময়ে ১০ বৎসর বা তদূর্দ্ধবয়স্ক বালকেরা ইহাদের সঙ্গে থাকিত। সাধারণের নিকটে তাহাদিগকে চাকর বলিয়া পরিচয় দিত। তাহারা ইহাদিগের সঙ্গে থাকিয়া ভৃত্যের ন্যায় সামান্য কার্য্য করিত এবং ইহাদের কার্য্য কলাপ দেখিয়া ঐ ব্যবসা শিক্ষা

করিত। ইহারা কখন কখন হত ব্যক্তির বালকদিগকে হত্যা না করিয়া তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া বেড়াইত এবং এই ব্যবসা শিক্ষা দিত।

প্রকাশ্য রাজপথের মধ্যে যে সকল পান্থশালায় পথিকগণ সর্ব্বদা বিশ্রাম করিত, ঠগেরা তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে অবস্থিতি করিত। তাহাদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল ঐ সকল পান্থশালা অথবা নিকটবর্ত্তী নগরের পথিক ও বণিকগণের বিশ্রামাগারে গমন করিয়া তাহাদের সহিত আলাপ করিত এবং কথা প্রসঙ্গে তাহাদিগের গন্তব্য স্থান, কোথা হইতে আসিতেছে, কি কারণে ভ্রমণ এবং সঙ্গে কি কি দ্রব্য আছে ইত্যাদি সংবাদ লইত। পরে যদি তাহাদিগকে হত্যা করা সুবিধা ও লাভজনক মনে করিত, তবে তাহাদিগের অনুসরণ করিত। ঠগেরা যাহাকে হত্যা করিবার জন্য একবার অনুগমন করিত, তাহাকে হত্যা না করিয়া কখনও প্রত্যাবর্ত্তন করিত না। ইহারা তাহাদের সহিত নিরাপদে একত্র থাকিবার ছলনা করিয়া সঙ্গে সঙ্গে থাকিত অথবা তাহাদের সহিত একত্রে না গিয়া কিছু দূরে দূরে থাকিয়া তাহাদের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিত। সুবিধা পাইলেই দলের একজন লোক নিকটে গিয়া হঠাৎ দড়ি অথবা কটীবন্ধন হতভাগ্যের গলদেশে লাগাইয়া দিত এবং অবশিষ্ট লোকেরা নিকটেআসিয়া তাহাকে সাহায্য করিত।

ঠগেরা ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে হত্যা কার্য্য সমাধা করিত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত প্রণালীই অধিকাংশ স্থলে প্রচলিত ছিল। পথিকের সহিত (যাহাকে হত্যা করিবে) গমন করিতে করিতে একজন ঠগ হঠাৎ একটা দড়ী অথবা কাপড় তাহার গলদেশে ফেলিয়া দিয়া উহার এক দিক ধরিয়া থাকিত, অপর একজন সঙ্গী তৎক্ষণাৎ ঐ দড়ী অথবা কাপড়ের অপর প্রান্ত ধরিয়া গলার পশ্চাদ্দিকে ফাঁস দিয়া বিপুল বল সহকারে তাহার মস্তক চাপিয়া ধরিত, আর একজন প্রস্তুত হইয়া পশ্চাতে থাকিত সে ঠিক সেই সময়ে তাহার পদদ্বয় ধরিয়া প্রভূত বলের সহিত টানিত। এই অবস্থায় আক্রান্ত ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ উপুড় হইয়া পড়িত এবং সেই সময়ে খড়ের বোঝা বাঁধিবার সময় যে প্রণালী অবলম্বন করা হয়, সেইরূপে ঐ ফাঁস টানিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে আক্রান্ত ব্যক্তির জীবন সংহার করিত।

কখন কখন সরাইয়ের মধ্যে রাত্রিকালে ঠগেরা নরহত্যা করিত। কিন্তু তাহারা নিদ্রিত ব্যক্তির প্রাণ হনন করিবার সুবিধা পাইত না, এজন্য নিদ্রিত ব্যক্তিকে সর্প কিম্বা বৃশ্চিকের ভয় দেখাইয়া জাগ্রত করিয়া তাহার গলায় উপরোক্ত প্রকারে ফাঁসি লাগাইয়া দিত।

অশ্বারোহী ব্যক্তিকে আক্রমণ করিতে হইলে তাহারা নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিত। একজন অশ্বের সম্মুখে

একজন পশ্চাতে আর একজন অশ্বের পার্শ্বে থাকিত। এই অবস্থায় গমন করিবার সময় শেষোক্ত ব্যক্তি অশ্বারোহীর সহিত কথোপকথন করিতে করিতে যাইত এবং যেই মাত্র দেখিত যে অশ্বারোহী কিঞ্চিন্মাত্র অন্যমনস্ক হইয়াছে, তৎক্ষণাৎ তৃতীয় ব্যক্তি তাহার হস্ত ধরিয়া টানিত, অমনি সম্মুখের ব্যক্তি অশ্বের মুখরজ্জু ধারণ করিত এবং পূর্ব্বোক্ত নিয়মে তাহার গলায় ফাঁস দিয়া তাহার জীবন সংহার করিত।

ভ্রমণ কালে যদি কোন পথিকের হস্তে অস্ত্র থাকিত, তাহা হইলে এই পাপাত্মাগণ তাহাকে হত্যা করিবার সময় সর্ব্বপ্রথমে তাহার হস্ত ধরিয়া অস্ত্র কাড়িয়া লইত, পরে তাহার গলদেশে ফাঁসী দিত। ইহারা যে ব্যক্তিকে আক্রমণ করিবে, এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও সে ইহা জানিতে পারিত না, বরং ইহাদের সহিত অতি বিশ্বস্ত ভাবে গমন করিত।

ইহারা অস্ত্র শস্ত্র সঙ্গে লইয়াও গমন করিত, আবশ্যক হইলে অস্ত্র দ্বারা একেবারে ১০।১২ জন লোকের প্রাণ বিনাশ করিয়া তাহাদের মৃত শরীর এরূপে গোপন করিত যে কেহ তাহার অণুমাত্রও জানিতে পারিত না। কিন্তু এরূপ ঘটনা অতি বিরল।

(ক্রমশঃ)

বিবাহসংস্কার সম্বন্ধে মালাবারী মহাশয়ের চেষ্টা।

বাইরামজী মালাবারী নামক জনৈক উৎসাহী পারসী ভদ্র সন্তান হিন্দুবিবাহ রীতি ও নিয়ম সংশোধনের জন্য ১৮৮৬ সাল হইতে যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। তিনি হিন্দু না হইয়াও যে হিন্দু সমাজ সংস্কার জন্য আন্তরিক যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে নিঃস্বার্থ দেশহিতৈষিতার পরিচয় দিতেছেন, তজ্জন্য তিনি সকলের ধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু তিনি এই সংস্কার সাধনের জন্য যেরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, এবং একবারে যেরূপ বহুল বিষয় সংস্কারের চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে তিনি যে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না, তাহা এক প্রকার সুনিশ্চিত। তিনি ১৮৮৬ সালে এই কয়েকটী সংস্কার কার্য্যের সহায়তার জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন যথা,—

১। কোন বিধবাকে কেহ বলপূর্ব্বক বৈধব্য দশায় রাখিতে না পারেন।

২। কোন বিধবা ইচ্ছা করিয়া বৈধব্য দশা বহন করিতেছেন, কি অন্যে বলপূর্ব্বক তাহাকে সেই অবস্থায় রাখিয়াছে তাহা জানিবার উপায় করা আবশ্যক।

৩। যাহারা বিধবা বিবাহ করেন, তাহাদিগকে এবং তাহাদের আত্মীয়

স্বজনকে যদি কেহ সমাজচ্যুত করে, তাহা রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হয়।

৪। বাল্যবিবাহ রীতি যাহাতে ক্রমে ক্রমে হ্রাস হয়, তজ্জন্য এই কয়েকটী উপায় অবলম্বিত হউক যথা, যে ছাত্র বাল্যবিবাহ করিয়াছে, তাহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন উপাধি না দেন এবং কোন কর্ম্ম খালি হইলে বিবাহিত ব্যক্তিকে নিযুক্ত না করিয়া অবিবাহিত যুবকদিগকে নিযুক্ত করা হয়।

মালাবারী মহাশয়ের প্রথম ভ্রম এই যে তিনি সমাজ সংস্কারের জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিতেছেন। তিনি বলেন যে হিন্দু সমাজের অনেক কৃতবিদ্য লোক এই সংস্কার কার্য্যে তাঁহার সহিত একমত হইয়াছেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যখন সকল প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট তাঁহার লিপি প্রেরণ করিয়া সমস্ত সম্ভ্রান্ত ও সমাজের প্রতিনিধি স্থানীয় লোকদিগের মত অনুসন্ধান করিলেন, তখন দেখা গেল যে, কেহ রাজবিধি দ্বারা সমাজ সংস্কারের পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন নাই। গবর্ণমেণ্ট সেই জন্য ১৮৮৬ সালে মালাবারীর আবেদন পত্রের উত্তরে এই বলিয়াছিলেন যে প্রার্থিত সংস্কার বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট কোন রাজবিধি করিতে সম্মত নহেন।

সম্প্রতি ফুলমণির শোচনীয় ঘটনা দেখিয়া অনেকের চক্ষু খুলিয়াছে এবং এদেশে ও ইংলণ্ডে ঘোর আন্দোলন চলিতেছে। আমাদের ভূতপূর্ব্ব তিনজন গবর্ণর জেনারেল ও অন্যান্য কয়েকটী প্রসিদ্ধ ইংরাজ এই বিষয়ে ইংলণ্ডে একটী সভা করিয়াছেন। এই সভায় অধ্যাপক মোক্ষমূলার, মনিয়ার উইলিয়মস, কুমারী কব, সার উইলিয়ম হণ্টার, পরলোকগত ফসেট সাহেবের সহধর্ম্মিণী, প্রসিদ্ধ কবি টেনিসন ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী এবং ভারতের আর কয়েকজন পূর্ব্ব পূর্ব্ব গবর্ণর ও লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর যোগ দিয়াছেন। সভাটী যেরূপ উচ্চদরের হইয়াছে, তাহাতে ইংলণ্ডের মহাসভা তাঁহাদের প্রার্থনা শ্রবণ করিতে বাধ্য হইবেন। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে গবর্ণমেণ্ট এই সমাজ সংস্কারবিষয়ে কোন বিধি করিতে সম্মত হইবেন কি না তাহাতে বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। বিশেষতঃ এবার আরও কয়েকটী ভয়ঙ্কর প্রস্তাব উত্থাপন করা হইতেছে, তন্মধ্যে একটীর উল্লেখ করা যাইতেছে।

মালাবারী প্রস্তাব করিতেছেন যে যদি কোন বালিকার ১২ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে বিবাহ হইয়া থাকে, তাহা হইলে যখন তাহার বয়ঃক্রম ১২ কিম্বা ১৪ বৎসর হইবে, তখন যদি সে তাহার স্বামীকে পছন্দ না করে, তাহাদের সে বিবাহ-বন্ধন ছেদন হইতে পারিবে। গতবর্ষে রুক্মাবাই সম্বন্ধে মালাবারী সাহেব অনেক চেষ্টা করিয়া বিফল হইয়াছিলেন, এখন তিনি এবং তাঁহার কৃপাপাত্র

জন্ম্যাবাই উভয়েই বিনাতে শেষ চেষ্টা করিতেছেন।

তিনিত অতি সহজ একটী প্রস্তাব করিলেন,—বার বৎসর বয়সের একটী বালিকা যদি ইচ্ছা করে, তার স্বামীকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে। কিন্তু কি কারণে স্বামী পরিত্যাগ করিতে পরিবার অধিকার জন্মিবে; ১২ বৎসরের বালিকার এরূপ পরিপক্ক বুদ্ধি হইতে পারে কি না, যাহাতে ভাল মন্দ স্বামী বিচার করিতে পারা যায়; এ অধিকার একবার দিলে সমাজের কি সর্ব্বনাশ হইবে; এ সকল বিষয় কি তিনি চিন্তা করিয়াছেন? একজন ১২ বৎসরের বালিকা আদালতে আসিয়া বলিল যে, সে তাহার স্বামীকে চায় না, অমনি আদালত হুকুম দিবেন "আচ্ছা, তোমার যাহাকে ইচ্ছা বিবাহ করিতে পার" কোনও প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি এরূপ বিবাহ সংস্কার করিতে প্রস্তুত হইবে না। ১৮৭২ সালের তিন আইন যখন বিধিবদ্ধ হয়, গবর্ণমেণ্ট অনেক বিবেচনার পর স্থির করিয়াছিলেন যে, পাত্র পাত্রীর বয়ঃক্রম ২১ বৎসর না হইলে তাহারা স্ব স্ব পিতা অথবা অভিভাবকের মত না লইয়া স্বাধীন ভাবে বিবাহ করিতে পারিবে না। মালাবারী ১২ কিম্বা ঊর্দ্ধ কল্পে ১৪ বৎসরের বালিকাকে সেই অধিকার দিতে চাহেন।

মালাবারীর প্রস্তাবের যে কি বিষম ফল হইতে পারে তাহা আমরা এস্থলে দুই চারিটী দেখাইতেছি।

১। বালিকারা আর পিতা মাতাকে গ্রাহ্য করিবে না।

২। কোন অসচ্চরিত্র পুরুষ ইচ্ছা করিলে অর্থের প্রলোভন দেখাইয়া একটী দ্বাদশবর্ষীয়া নির্ব্বোধ বালিকার সর্ব্বনাশ করিতে পারিবে।

৩। বহুবিবাহ নিবারণের এখন কোন নিয়ম নাই, সুতরাং একজন যে এইরূপ বহু বালিকার পাণিগ্রহণ করিতে পারিবে না তাহার প্রতিবিধান নাই।

৪। স্বামীর রূপ, বর্ণ, অর্থঘটিত অবস্থা, চরিত্র, বিদ্যা ইহার কিসের অভাব হইলে পরিত্যক্ত হইতে পারিবে তাহার কোন নিয়ম নাই। হয়ত স্বামী দরিদ্র হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করা যাইতে পারে। কি ভয়ঙ্কর সংস্কার! কোন সভ্য দেশে এরূপ নিয়ম নাই।

৫। পিতামাতারা অর্থ লোভে অথবা অন্য কারণে কন্যাকে তাহার প্রথম স্বামীকে ত্যাগ করাইবার জন্য বাধ্য করিতে পারে।

৬। পিতামাতা আর স্বীয় বালিকাদিগকে শিক্ষা দিতে চাহিবেন না, কারণ বর্ত্তমান বিবাহ রীতির পক্ষে আশিক্ষিত অবস্থা অনুকূল।

৭। বিবাহ আর পবিত্র সম্বন্ধ না হইয়া তাহা একটী ব্যবসায়ের ন্যায় হইবে।

৮। ক্রমে এদেশের স্ত্রীগণের ধর্ম্মভাব লজ্জাশীলতা ও সতীত্বের গৌরব চলিয়া যাইবে।

৯। সভ্যদেশেও স্বামিত্যাগের যে ব্যবস্থা নাই, এই অশিক্ষিত স্ত্রীমণ্ডলীর মধ্যে যদি তাহা প্রচলিত হয়, তাহা দ্বারা সমাজের সর্ব্বনাশ হইবে। আমরা বর্ত্তমান প্রচলিত বিবাহ প্রথা সংস্কারের বিরোধী তাহা কি কেহ মনে করিতেছেন? তাহা আদৌ নহে। তবে এই সর্ব্বনেশে সংস্কারকে আমরা সমাজ ধর্ম্ম ও নীতির মূলোচ্ছেদকারী বলিয়া ভয় করিতেছি। বাল্যবিবাহ রীতি যদি কল্য রহিত হয়, আমরা পরশ্ব পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে চাহি না; কিন্তু বলপূর্ব্বক কেহ কখনও সমাজের কুরীতি নিবারণ করিতে পারে না। মালাবারীর মনে বাল্যবিবাহ যেরূপ কণ্টকের ন্যায় বিঁধিতেছে, যদি এক জন ধর্ম্মসংস্কারক সেইরূপ পৌত্তলিকতাকে সমাজের আর একটী কণ্টক বলিয়া কাল রাজদ্বারে গিয়া পৌত্তলিক ধর্ম্ম সংস্কারের বিধি প্রার্থনা করেন, গবর্ণমেণ্ট কি তাহা দিবেন? সেই ধর্ম্মসংস্কারক বলিবেন যে ইহকালের দুই দিনের দুঃখ আপনারা নিবারণ করিতেছেন, অনন্তকালের দুঃখ দূর করিবার উপায় করা আরও কি আবশ্যক নহে?

আমরা মালাবারীকে যথেষ্ট প্রশংসা করি, কিন্তু তাঁহাকে দিগ্বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হইয়া রাজদ্বারে সংস্কার প্রার্থনা করিতে যাইতে দেখিয়া তাঁহার বুদ্ধিমত্তার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার হ্রাস হইতেছে। সমাজ যদি নিজে উত্থান না করে, বল পূর্ব্বক কি কেহ তাহাকে উন্নত করিতে পারে? রোগীকে ঔষধ গিলিয়া খাওয়াইলে রোগ নিবারণ হয়, কিন্তু সংস্কার গুলি খাওয়াইবার বস্তু নহে। সমাজের উদ্ধারের যে স্বাভাবিক উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক, তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া আমরা অদ্য এই প্রস্তাবের উপসংহার করিব। পরে মালাবারীর অন্যান্য প্রস্তাবের আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

এ দেশে যাহাতে স্ত্রী শিক্ষার বিস্তৃতি হয়, তাহার যত উপায় আছে অবলম্বন কর। আমাদের গবর্ণমেণ্ট সেই পথ অবলম্বন করিয়াছেন। স্ত্রীদিগের জন্য বিদ্যালয়ের দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে; চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার যথেষ্ট উৎসাহ দেওয়া হইতেছে। বিবাহিত ছাত্রকে বৃত্তি দিব না, কর্ম্ম দিব না, উপাধি দিব না এরূপ "কালাপাহাড়ী" সংস্কারের মূল্য নাই, ফল নাই।

চতুর্দ্দিকে উন্নত মত লইয়া আন্দোলন কর। যুবা বৃদ্ধকে লইয়া সভা কর। যেমন সুরাপান ত্যাগের প্রতিজ্ঞা করাইয়া সুরাপান নিবারণী সভা লোককে সুরার হস্ত হইতে মুক্ত করিতেছেন, পিতা মাতাদিগকে সেইরূপ প্রতিজ্ঞা পাশে বদ্ধ কর। বাল্যবিবাহকে ঘৃণিত করিয়া দেও।

পুস্তক, পত্রিকা, বক্তৃতা দ্বারা লোকের মনকে প্রস্তুত কর। না বুঝিয়া যাহারা সমাজ সংস্কারের প্রতিকূল হইয়া আছে, বুঝিলে তাহারাই আবার অনুকূল হইবে। ব্রাহ্মদিগের দৃষ্টান্ত একবার

দেখ না। তাহারা কেমন অল্পে অল্পে বাল্যবিবাহ প্রথা পরিত্যাগ করিয়াছে; বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিয়াছে; এমন কি জাতিভেদ প্রথা পর্য্যন্ত অনেকটা উঠাইয়া দিয়াছে। স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন ৩০ বৎসর দিবা রাত্রি খাটিয়া এই সংস্কার সকলের পথ প্রসারিত করিয়া গিয়াছেন। সেই রূপ যদি কেহ খাটিয়া প্রাণ দিতে প্রস্তুত হন, এবং যদি সেইরূপ বুদ্ধি কৌশলের বল থাকে, তবে হিন্দু সমাজে কি সংস্কার হইতে পারে না? রাজনীতি সংস্কারের জন্ত কত হিন্দু সন্তান পাগল হইয়াছেন; সমাজ সংস্কারক একটী দেখা যায় না। যে বিবাহ বিধির কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহা স্বর্গীয় কেশব চন্দ্র সেনের বিধি। অতএব সমাজ সংস্কার সুসাধ্য হয় যদি তাহার মূলে অকৃত্রিম অনুরাগ থাকে। ব্রাহ্মেরা যে রূপ প্রতিজ্ঞার সহিত বিবাহ-বিধি সংস্কারের চেষ্টা করিয়াছিলেন,যদি হিন্দুসমাজ সেইরূপ একবাক্যে বাল্যবিবাহ রহিত করিবার জন্য কৃতসংকল্প হন, তাহা হইলে রাজদ্বারে যাইতে হইবে কেন? বাল্যবিবাহ রীতি রহিত না হইলে দণ্ডবিধি আইন সংশোধন করিলে বিশেষ কোন ফল হইবে না। ফুলমনির শোচনীয় ঘটনার ন্যায় কত হইয়া যাইতেছে, কিন্তু গৃহকলঙ্ক লইয়া কয় জন লোক রাজদ্বারে যায়? যত দিন না এই সকল ঘটনার মূল বাল্যবিবাহ রীতি রহিত হইবে, তত দিন এই আংশিক সংস্কারে বিশেষ কোন ফল লাভ হইবে না। যাঁহারা সম্মতিদানের বয়ঃক্রম ১২ বৎসর নির্দ্ধারণ করিবার জন্ত গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিতেছেন, আমরা সম্পূর্ণ হৃদয়ে তাঁহাদের সহিত একমত, কিন্তু মালাবারীর ভয়ঙ্কর প্রস্তাবের কোন ক্রমে সমর্থন করিতে পারি না। কিন্তু যে সকল সম্রান্ত ব্যক্তি সম্মতি দানের বয়ঃক্রম সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিতেছেন, আমরা তাঁহাদিগের প্রস্তাব সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি। প্রথমে দুইটী অল্পবুদ্ধি বালক বালিকাকে স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধে চিরজীবনের জন্ত গ্রথিত করিয়া দিয়া এবং তাহাদিগকে প্রলোভনের মধ্যে আনিয়া পরে তাহাদের তরুণস্বভাবসুলভ চাপল্যের জন্ত শাস্তি দেওয়া আমাদের নিকট যুক্তিসঙ্গত কার্য্য বলিয়া বোধ হয় না। ১২ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক বালিকাকে একটী যুবকের হস্তে সমর্পণ করা প্রবীণ পিতা মাতার পক্ষে যে অপরাধ, সেই বালক বালিকার অপরাধ তদপেক্ষা লঘুতর এবং ক্ষমার যোগ্য। আবেদনকারীরা বলিয়াছেন যে কার্য্যতঃ দ্বাদশ বর্ষের ন্যূনবয়স্ক বালিকাদিগকে কোন ভদ্র পরিবার স্বামীর সহিত সহবাসের জন্ত তাহার গৃহে প্রেরণ করে না। তাহা সত্য হইলে আমাদের আনন্দের বিষয় হইত সন্দেহ নাই,কিন্তু অন্ততঃ বঙ্গদেশে এরূপ সতর্কতা অবলম্বিত হইতে আমরা দেখি না। আমরা সেই জন্ত আবেদন

কারীদিগকে অনিষ্টের মূলস্বরূপ বাল্য-বিবাহ কুরীতি উঠাইয়া দিবার জন্ত চেষ্টা করিতে অনুরোধ করি। কিন্তু তাঁহারা বলিবেন যে দেশের লোক এখনো প্রস্তুত নয় এবং গবর্ণমেন্টও আমাদের সামাজিক এবং ধর্ম্ম বিষয়ক আচার ব্যবহারে হস্তক্ষেপ করিবেন না। কিন্তু আমাদের আরও একটী বিষয়ে সন্দেহ আছে, যে সকল লোক এখন গবর্ণমেন্টের নিকট সম্মতিদানের বয়ঃক্রম পরিবর্ত্তনের জন্ত আবেদন করিতেছেন, বোধ হয় তাঁহাদের অনেকেই মালাবারীর ১৮৮৬ সালের আবেদনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। অতএব আমাদের দেশের কৃতবিদ্য ব্যক্তিরাই যদি সমাজ সংস্কারের বিরোধী হন, তবে আমরা কাহার নিকট আর আশা করিব এবং কাহার দিকেই বা তাকাইব? মালাবারীর অনেকগুলি প্রস্তাব অন্যায় ছিল, আমরা তাহা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, কিন্তু যদি আমরা বাল্য বিবাহ রহিত এবং বিধবা বিবাহ প্রচলিত করি, তাহা হইলে ত আর সেই সকল প্রার্থনা লইয়া রাজদ্বারে যাইতে হয় না। রোগ সৃষ্টি করিয়া পরে ঔষধের ব্যবস্থা করা আর বর্ত্তমান আন্দোলন আমরা উভয়ই সমান মনে করি।

(ক্রমশঃ)

প্রাণিতত্ত্ব।

(১২ সংখ্যক।)

১। মাকড়্সা—ইহাদের জালের বিশেষ কোন ব্যবহার হইতে দেখা যায় না। মাকড়্সার সূতা রেশমের সূতার ৯০ ভাগের এক ভাগ। রুমার বলেন যে, ১৮০০ গাছি মাকড়্সার সূতা একত্র করিলে বুননি কার্য্যের উপযুক্ত সূতা তৈয়ারি হইতে পারে। ফ্রান্সাধিপতি চতুর্দ্দশ লুইর এই মাকড়্সার রেশমের পরিচ্ছদ ছিল।

অস্মদ্দেশীয় "ন্যাসতরঙ্গ" নামক বাদ্য-যন্ত্র বিশেষে মাকড়্সার জাল ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

২। মধুমক্ষিকা—ইহারা মনুষ্যের ন্যায় বিভিন্ন সম্প্রদায়, নগর ও উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়া থাকে।

অনেকানেক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত মক্ষিকা তত্ত্বানুসন্ধান করিয়াছেন। তন্মধ্যে সোয়ামারডাম্, ষোরান্ডী, রুমার, শীরাক্, হিউবার, জন হন্টার এবং শিয়াজন্ প্রধান।

ইহাদিগের বুদ্ধিশক্তি পিপীলিকাদের তুল্য। মধুচক্রের শাসনপ্রণালী অতীব বিস্ময় কর। ইহারা রাগ, ঘৃণা ও অসন্তোষ প্রকাশ এবং দেশ কাল পাত্র বুঝিয়া কার্য্য করিতে পারে। বলবান্ শত্রুদিগের সহিত চাতুরী দ্বারাও সর্ব্বদা

আত্মরক্ষা করিতে পারে। ইহাদের কার্য্য-প্রণালীতে যথেষ্ট বুদ্ধি ও বিবেচনার পরিচয় পাওয়া যায়।

মধু-আহরণকারী মক্ষিকাগণ পুরাতন চক্রের সন্ধান করে; তদভাবে নূতন নীড় রচনা করে। পুরাতন আবাসস্থল পাইলে তাহাকে মেরামত করিয়া বাসোপযোগী করিয়া লয়। সূত্রধর-মক্ষিগণ (xylocopes or woodborers) বৃক্ষের ছিদ্রান্বেষণ করে। এইরূপে ইহারা শ্রমের লাঘব করে।

মধুচক্রের মধ্যে প্রকোষ্ঠগুলি স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিত। দুইটী প্রকোষ্ঠের মধ্যে অর্দ্ধ ইঞ্চ পরিমাণ স্থান ব্যবধান থাকে। এই সকল স্থান তাহাদের পথ। এই পথ দিয়া এককালে একটী মক্ষি প্রবেশ ও একটী বহিরাগমন করিতে পারে। কোন কোন চক্রে এই সকল প্রকোষ্ঠ সারি সারি সমান্তরালভাবে অবস্থিত।

প্রত্যেক চক্রে অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ ভাণ্ডারের জন্য স্বতন্ত্র রাখা হয়। এই গুলি অন্যান্য প্রকোষ্ঠগুলি অপেক্ষা অধিকতর গভীর। সময়ে সময়ে অধিক মধু আহৃত হইলে, মক্ষিগণ পুরাতন প্রকোষ্ঠগুলিরও আয়তন বর্দ্ধিত করে।

ইহারা ডিম্বাবস্থাতে যত্নপূর্ব্বক রক্ষিত হয়। উপযুক্ত কাল না হইলে বাহিরে আসিতে পায় না। বন্দীভাবে কারাগারে রক্ষিত হয়। সুযোগ পাইলেই তাহারা বহির্গত হয়।

এককালে একমাত্র রাণী রাজত্ব করেন। যে স্ত্রী মক্ষিকাটী কুণ্ড হইতে প্রথম নির্গত হয়, সে ক্রমে ক্রমে পূর্ব্ব রাণী ও তাহার দল বলকে হত্যা করে। কর্ম্মচারিগণ তাঁহাকেই রাজ্ঞী বলিয়া স্বীকার করে ও তাঁহাকে কোনরূপ বাধা দেয় না।

মরিস্ গিরার্ড সাহেব মক্ষিকাগণের তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। বহুসংখ্যক চক্রের মধ্যে ইহারা আপনাদের চক্র বাছিয়া লইতে পারে। যদি কোন স্থানের ফুল তাহাদিগকে ভাল লাগে, তবে পর বৎসর পুনরায় তাহারা তথায় মধু আহরণের নিমিত্ত আসিয়া থাকে।

একদা একদল মক্ষিকা একটী কড়ি কাষ্ঠে চাক নির্ম্মাণ করে। কিন্তু এক ব্যক্তি তাহাদিগকে সরাইয়া কৃত্রিম এক চাকের মধ্যে স্থাপন করেন। তথাচ সময়ে সময়ে তাহারা পুরাতন আবাসস্থল দেখিতে ঐ কড়িকাষ্ঠে আগমন করিত। এমন কি তাহারা কয়েক পুরুষ ক্রমাগত ঐ কড়িকাষ্ঠ দেখিতে আসিত।

আখ্যান মালা।

(১২ সংখ্যা।)

১। রাজর্ষি মার্কাস্ আরেলিয়াস্ বলিতেন যে, যে সুখ তিনি অন্য কাহারও সহিত উপভোগ করিতে না পারিতেন, তাহাতে তত তৃপ্তি পাইতেন না।

বীরপ্রধান মার্ক এণ্টনী জীবনের শেষকালে বিপদ আপদের মধ্যে পড়িলে বলিতেন যে, অপরকে যাহা দান করিয়াছেন, তদ্ব্যতীত সমুদায় হারাইয়াছেন।

২। জনৈক রোমক সম্রাট তাঁহার একজন পারিষদকে বলিয়াছিলেন যে, রাজসভাতে স্বদেশের বিরুদ্ধেও আমার স্বার্থের অনুকূল মত প্রকাশ করিতে হইবে, নচেৎ প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইবে। বীর-জননী রোমের সুসন্তান বীর-সাহসের সহিত উত্তর করিলেন, "আমি কি আপনাকে কখনও বলিয়াছি যে আমি অবিনশ্বর। আমার ধর্ম্ম আমার হস্তে। আমার জীবন আপনার হস্তে, তাহা আমি বেশ জানি। আপনার যাহা ইচ্ছা করুন, কিন্তু আমি যাহা কর্ত্তব্য তাহাই করিব। যদি দেশের সেবাতে প্রাণ যায়, তাহা আপনার সকল পুরস্কারের অপেক্ষা অধিক আদর ও গৌরবের বিষয় হইবে।"

৩। জ্ঞানবান রাজনৈতিক পণ্ডিতগণ আলস্য নিবারণের জন্য বড়ই শশব্যস্ত। বস্তুতঃ আলস্য অশেষ পাপের নিদান। ইংরাজিতে একটী প্রবচন আছে "Idle man's brain is the workshop of the Devil" অর্থাৎ কুঁড়ে ব্যক্তির মস্তক শয়তানের কর্ম্মস্থল। আমার মনে হয়, কুঁড়ের মন শয়তানের কর্ম্মস্থল ও বৈটকখানা।

একদা গ্রীক্ ব্যবস্থাপক পিসিষ্ট্রেটাস্ নগরের অলস ব্যক্তিগণকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তোমাদের কি চাষের গরু চাই? যদি না থাকে, তবে আমার নিকট হইতে লইয়া যাও। যদি তোমাদের বীজের অভাব থাকে, তাহাও আমি যোগাইব।" আলস্যকে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভয় করিতেন। সর্ব্বদা কোন না কোন সৎ কার্য্যে নিযুক্ত থাকা অপেক্ষা ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইবার ও সংসারের শ্রীবৃদ্ধি করিবার প্রকৃষ্ট উপায় আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

৪। কথিত আছে যে জুলিয়াস্ সিজার বিরক্তির কারণ উপস্থিত হইলেই লাটিন্ বর্ণমালা আদ্যন্ত মনে মনে আবৃত্তি করিতেন। এইরূপে মন স্থির না হইলে কিছু বলিতেন না, বা করিতেন না। তিনি অন্যকৃত উপকার ভিন্ন অপকার কখনই স্মরণ করিয়া রাখিতে পারিতেন না।

সম্রাট এণ্টনিনাস্ বলিতেন, "যাহারা অনিষ্ট করে, তাহাদিগকেও ভাল বাসাই মনুষ্যের পক্ষে শোভা পায়।"

এপিকটিটাস্‌ বলিয়াছেন "মানুষ আমার অনিষ্ট করিয়া নিজেরই অপকার করে। তবে কেন আমি তাহার অপকার করিয়া আপনার অহিত করিব ?"

সেনেকা বলিয়াছেন, "উপকার করিতে কাহারও নিকট হারিয়া যাওয়া ও অপকার করিয়া কাহাকেও হারান বড়ই লজ্জার বিষয়।"

নূতন সংবাদ।

১। লেডী সাকায় বাইর স্মরণার্থ সার ডিনসা পেটিট, তাহার পুত্রগণ ও বন্ধুগণ বিবিধ হিতকর কার্য্যে ১,২৭,০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

২। রাওলপিণ্ডীর ভাই বুটা সিংএর স্ত্রী তত্রত্য নীতি শিক্ষালয়ের প্রতিষ্ঠাত্রী, ২৮এ সেপ্টেম্বর পরলোক গমন করিয়াছেন। বুটা সিং তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় ১০০০ টাকা বিতরণ করিয়াছেন। এক কমিটীর হস্তে ৪০০০ টাকা দিয়াছেন, তাহাতে সংস্কৃত, হিন্দী ও বাঙ্গালা ধর্ম্মপুস্তক সকলের এক পুস্তকালয় হইবে।

৩। বাবু রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দিল্লী নগরে বেলুনারোহণে প্রায় ৪ হাজার ফিট উঠিয়া পারাসুট ধরিয়া নামিয়াছেন। তাঁহার সাহসিকতা দর্শনে অনেক ইংরাজও চমৎকৃত হইয়াছেন।

৪। সম্প্রতি দিল্লীতে হিন্দু মহামণ্ডল নামে এক ধর্ম্মসভা বসিয়াছিল, নানাস্থান হইতে প্রতিনিধি উপস্থিত হন। রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় সভাপতির কার্য্য করেন। এই সভা সংস্কৃত শিক্ষা প্রচার ও বিবাহ ব্যয় হ্রাস করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছেন শুনিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম।

৫। আগামী ১৬ ডিসেম্বর সার চার্লস ইলিয়ট বঙ্গের ছোট,লাটের পদে বসিবেন। আমরা সমাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতেছি।

পুস্তকাদি সমালোচনা

১। ভক্তিমালা।—জনৈক বঙ্গমহিলা বিরচিত কবিতা-পুস্তক। ইহাতে বিশেষ কবিত্ব না থাকিলেও পুস্তকখানি মন্দ হয় নাই। লেখিকা একজন বৈষ্ণব তন্ত্রের লোক বোধ হয়। তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ প্রশংসনীয়। তাঁহার হৃদয়ে প্রেম ভক্তির যে তরঙ্গ উঠিয়াছে, মাঝে মাঝে পাঠকের হৃদয়েও তাহার ঢেউ আসিয়া লাগে। ভাষার দিকে কিঞ্চিৎ দৃষ্টি রাখিলে পুস্তকখানি আরও সুখপাঠ্য হইত। যাহা হউক নারী কর্ত্তৃক ভক্তিতত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে, ইহা বড়ই সুখের বিষয়।

২। কুমুদিনী চরিত্র—নববিধান

প্রচারক বাবু রামচন্দ্র সিংহের পরলোকগতা পত্নীর জীবন বৃত্তান্ত ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। এই মহিলা অতি শান্ত, সুশীলা ও ধর্ম্মনিষ্ঠা ছিলেন। জীবনের অনেক কঠিন পরীক্ষা অটল বিশ্বাসের সহিত বহন করিয়াছেন। তাঁহার জীবনের শেষ অধ্যায় বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। এই পুস্তকে তাঁহার নিজের ও অনেক ধর্ম্মবন্ধুর সুন্দর সুন্দর চিঠি পত্র আছে। ধর্ম্মানুরাগিণী পাঠিকাগণ পুস্তকখানি পাঠ করিয়া উপকৃত হইতে পারিবেন।

বামারচনা।

দুঃখ স্মৃতি।

(১)

আহা কি দুখের স্বপ্নে অবশ হইল প্রাণ!
আশা-সুখ এসে কবে জাগাইবে সুপ্ত গান?
বহিছে মৃদুল বায়
কুসুম সুরভি গায়
গাহিছে বিহঙ্গগণ সুললিত তানে,
পূর্ব্ব স্মৃতি এনে তারা দিল এ পরাণে।

(২)

মনে পড়িতেছে সেই শৈশব-আলয়
যেখানে আছেন মোর পিতা স্নেহময়!
হাসিছে চাঁদিমা নিশি
মধুর মধুর হাসি
তাই মনে পড়িতেছে সে মধুর হাসি
যে হাসি ঢালিয়া দিত প্রাণে সুধারাশি।

(৩)

সেই যে জোছনা রেতে ভাই বোনে মিলি
গাইতাম কত গান প্রাণ মন খুলি;
আমাদের গান শুনি
পিতার পরাণ খানি
যাইত যে একেবারে বিগলিত হ'য়ে
উথলিত সুখ-সিন্ধু তাঁহার হৃদয়ে!

(৪)

পিতা মাতা, ভাই, বোনে মিলি একসনে
ছিনু মোরা অতি সুখে মায়ের যতনে।
দুখেরি জনম যার
এত সুখ কভু তার
ঘটে কি কপালে হায়! তাই মাতৃধনে
অকালেতে হরে নিল নিঠুর শমনে!

(৫)

নিঠুর শ্রাবণ মাসে পূর্ণিমা তিথিতে
ভাই বোন পাঁচ জনে অকূলে ভাসাতে,
হরে নিল জননীরে
(তাই) ভাসিতেছি দুখ নীরে
(তাই) ভাই বোন হ'তে আমি আছি বহুদূরে;
কে আসি প্রবোধ দিয়ে তুষিবে আমারে!

(৬)

যে দিন হয়েছি আমি সংসারে দুখিনী
যে দিন হরিল কাল আমার জননী,
আজ সেই দিন হায়!
পরাণ যে ফেটে যায়
কোথা মা! বারেক তুমি দেও দেখা মোরে,
জুড়াই তাপিত প্রাণ দেখিয়ে তোমারে।

(৭)

স্নেহময়! প্রেমময়! ওহে দয়াময়
কোথা দেব! কোথা তুমি? এস এ সময়?
আজ এ অবশ প্রাণে
শান্তি-সুধা বরিষণে
কর পিতঃ শান্তিময় জীবন আমার,
ভুলে যাই দুঃখ স্মৃতি স্মরণে তোমার।

বরিশাল, বালিকা বিদ্যালয়। } কুমারী কুসুম কুমারী দাস।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩১২ সংখ্যা। | পৌষ ১২৯৭—জানুয়ারি ১৮৯১। | ৪র্থ কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

জাতীয় মহাসভা।—কন্‌গ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশন কলিকাতার টিবলী গার্ডেন নামক উদ্যান বাটিকায় সম্পন্ন হইয়াছে। এবার বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ বারিষ্টার ফেরোজ সা মেটা সভাপতির কার্য্য করেন। ভারতের সর্ব্ব প্রদেশ হইতেই প্রতিনিধি সকল সমাগত হওয়াতে সম্মিলনের দৃশ্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের অপেক্ষা কোন অংশে হীন হয় নাই। এবার কয়েকটী মহিলা প্রতিনিধি জাতীয় সভার কার্য্যে যোগ দিয়া ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। সভার কার্য্য সকলের বিশেষ বিবরণ স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল।

ঘোর তমসাচ্ছন্ন ইংলণ্ড—সভ্যতার উজ্জ্বলতম আলোকমণ্ডিত শ্বেতদ্বীপকে এই আখ্যা প্রদান করিয়া ইহার পরিত্রাণ সাধনোদ্দেশে মুক্তিফৌজ প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। ইহাঁদের চেষ্টায় এই কার্য্যের সাহায্যার্থ প্রায় ১০ লক্ষ টাকা এবং ৩০ লক্ষ বিঘা জমী চাঁদা দ্বারা সংগৃহীত হইয়াছে। ভারতেও এই কার্য্যের সহায়তার জন্য চেষ্টা হইতেছে। অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এলেন পাসা বি,এ, নাম্নী এক কুমারী কলিকাতায় আসিয়া ইংলণ্ডের পরিত্রাণ জন্য বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেছেন।

রুশীয় যুবরাজের ভারতাগমন—গত ২৩এ ডিসেম্বর রুশীয় যুবরাজ বা জারউইচ বোম্বাইয়ের আপলো বন্দরে পদার্পণ করিয়াছেন। তত্রত্য গবর্ণর ও ভারতের প্রধান সেনাপতি দলবল সহ তাঁহার অভ্যর্থনা করেন। তাঁহার প্রতি রাজ-অতিথির যোগ্য সমাদর ও যত্নের ত্রুটি হইতেছে না। আমরা সর্ব্বা-

স্তঃকরণে প্রার্থনা করি এই উপলক্ষে রুসিয়ার সহিত ইংলণ্ডের সম্প্রীতি বর্দ্ধিত হউক এবং ভারত নিরাপদ হউক।

তৈলাক্ত মস্তকে তৈলদান—বিলাতে আমাদের যুবরাজ ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট নামে এক অনুষ্ঠান করিয়াছেন, জয়পুরের মহারাজা তাহাতে এককালে দুই লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। এ দুই লক্ষ টাকায় এদেশে একটী শিল্পবিদ্যালয় হইলে দেশবাসী দরিদ্রদিগের অশেষ উপকার হইত।

পার্লেমেণ্ট মহারাণীর বক্তৃতা—নূতন পার্লেমেণ্ট খুলিয়া মহারাণীর বক্তৃতা হইয়াছে। দুঃখের বিষয় তাহাতে ভারতের কোন কথা নাই। যাহাহউক বিদেশীয় রাজগণের সহিত ইংলণ্ডের সদ্ভাব অক্ষুণ্ণ আছে, ইহা সুখের বিষয়।

বড় লাট ও ছোট লাট পত্নী—লেডী ডফারিণ ও লেডী বেলী যে সাধু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের পরবর্ত্তিনী লাট পত্নীদিগকে তদনুসরণে প্রবৃত্ত দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইতেছি। লেডী লান্স ডাউন লেডী ডফারিণ ফণ্ডের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিতেছেন। লেডী ইলিয়ট ইতিমধ্যেই শিক্ষা ও দেশহিতকর বিষয়ে উৎসাহ দান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইটিলীর বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণে তিনি সভাপতির কার্য্য করেন।

স্মরণীয় মৃত্যু—বঙ্গ দেশের ছোট লাট সার রিবর্স টমসন এবং হাইকোর্টের প্রধান জজ সার বার্ণেশ পিকক সম্প্রতি পরলোক গত হইয়াছেন। সার বার্ণেশ কিরূপ সহৃদয় লোক ছিলেন তাহার একটী উদাহরণ অনেক সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, আমরাও আহ্লাদের সহিত তাহার উল্লেখ করিতেছি।

"একদা একটী দুঃখিনী রমণী এক টুকরা কাগজ হাতে করিয়া হাইকোর্টে আসিয়া উপস্থিত হয়। সার বার্ণেশ তখন বিচার কার্য্যে বড়ই ব্যস্ত ছিলেন, কিন্তু দুঃখিনীকে না তাড়াইয়া দিয়া তাহার হস্তস্থিত কাগজ দেখিয়া বুঝিলেন যে হতভাগিনী আইনের চরকিতে পড়িয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে; তিনি তাহাকে আপীল করিতে পরামর্শ দিলেন, কিন্তু খরচ দিবে কে? সহৃদয় বিচারপতি অবস্থা বুঝিয়া তাহাকে নিজ পকেট হইতে দুই শত টাকা দেন। দুঃখিনীকে আর আদালতে যাইতে হইল না। কারণ, তাহার মোট দাওয়াই দুই শত টাকার জন্য। এরূপ সদাশয়তা অতি বিরল।"

—সহচর।

মেয়ে ডাক্তার—কুমারী স্মিথ মেডিকাল কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণা ডাক্তার। তিনি লেডী ডফারিণ হাঁসপাতালের অধ্যক্ষের সহকারিণীরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন।

স্মৃতিচিহ্ন—সার ষ্টিওয়ার্ট বেলীর স্মৃতিচিহ্ন জন্য ইতি মধ্যে ৪৩ হাজার টাকা উঠিয়াছে।

উদাসীনের চিন্তা।

ভোগ রোগের চিকিৎসা।

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥
(মনুসংহিতা ২য় অধ্যায় ৯৪ শ্লোক।)

পুরুষ এবং রমণীগণ ক্রমশঃই বিষয় ভোগের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িতেছেন। ক্ষণিক ইন্দ্রিয় সুখ লাভের জন্য তাঁহাদের আগ্রহ দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। বেশ ভূষা এবং আহার বিহারের জন্য যত লালসা, মন এবং চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের জন্য তাহার শতাংশে একাংশ নাই। মানবসমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী পুরুষ এবং রমণীগণ মানব চরিত্রের এইরূপ বিকৃত ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া ভীত হইতেছেন। এই ভোগ-তৃষ্ণার পরিণতি কোথায় হইবে তাহারই ভাবনায় অস্থির হইয়া পড়িতেছেন। বিকৃত মানবসমাজকে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য তাঁহাদের সকলেরই আন্তরিক ইচ্ছা রহিয়াছে, কিন্তু প্রকৃত উপায় অবলম্বনের কোনও বিশেষ চেষ্টা হইতেছে না। এই মহা রোগ নিবারণের প্রকৃত উপায় কি? আমরা এই প্রবন্ধে তাহারই বিষয় কিছু আলোচনা করিব। রোগ নিবারণের ব্যবস্থা করিবার পূর্ব্বে রোগের মূল অন্বেষণ করাই শ্রেয়, তাই এই রোগের মূল কোথায় একবার দেখা যাউক।

শিশু মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াই রূপ রস গন্ধময়ী প্রকৃতির সহিত ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করে। অদৃশ্য ইন্দ্রিয়াতীত জগতের তত্ত্ব তাহার চৈতন্যের সমীপে ফুটিয়া উঠিবার পূর্ব্বেই বহির্জগতের শোভা তাহার মনকে আকৃষ্ট করিতে থাকে। এইরূপ ঘন ঘন মিলনের পর রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শাত্মক পদার্থ সমূহের সহিত তাহার বন্ধুত্ব জন্মিয়া যায়; কেবল ঘন ঘন সম্মিলনই যে এই বন্ধুতার এক মাত্র সূত্র, তাহা নহে। যখন শিশু পদার্থ সমূহের এই বাহ্যিক গুণ সকলের সহিত সম্মিলিত হয়, তখন তাহার মনে একটু তৃপ্তি জন্মে। এই তৃপ্তিকে প্রচলিত ভাষায় ইন্দ্রিয়-সুখ বলা যায়। শিশু এই সুখের অবস্থাকে চিরস্থায়ী করিবার জন্য উৎসুক হইয়া থাকে। তাই বয়োবৃদ্ধির সহিত এই সকল পদার্থের নিকট ঘন ঘন গমন করে।

প্রকৃত পক্ষে বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় শিশুর যাহা লক্ষ্য, তাহা অতীব উচ্চ এবং বাঞ্ছনীয়। শিশু চায় চিরস্থায়ী সুখের অবস্থা, কিন্তু এই অবস্থা লাভ করিবার জন্য শিশু যাহা অবলম্বন করিতেছে তাহা ভ্রমাত্মক। পরমপিতা পরমেশ্বর আমাদিগকে অনন্ত সুখের অধিকারী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, শিশুর ইন্দ্রিয় সুখের সঙ্গে সঙ্গে এই অধিকার

বিষয়ক জ্ঞান প্রস্ফুটিত হয় মাত্র, কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ সমূহ আদর্শ চিরস্থায়ী সুখের অবস্থা লাভের জন্ত নিত্য সহায় হইতে পারে না। নিত্য সুখ লাভের জন্ত যে যে উপায় অবলম্বনীয়, শক্তিহীন শিশুর পক্ষে তাহা অতীব দুঃসাধ্য,সুতরাং ইন্দ্রিয় ভোগের দ্বারাই তাহারা প্রথম লক্ষ্য বুঝিয়া লইতে বাধ্য। কিন্তু জীবনের প্রথম হইতেই জনক জননীর কর্ত্তব্য শিশুর রূপ রসাদি সম্ভোগের ইচ্ছাকে শাসন করিতে শিক্ষা দেন। যদি তাঁহারা তাহা না করিয়া সম্ভোগের বস্তু যোগাইয়া বাসনার আরও উত্তেজনা করিয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহারা এজন্ত বিশেষ দায়ী। বর্ত্তমান সময়ে যদি আমরা আমাদিগের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তাহা হইলে কি দেখিতে পাই? সমস্ত দেশেই প্রায় প্রত্যেক জনক জননী শিশুদিগের ইন্দ্রিয় তৃপ্তিদায়ক পদার্থ যোগাইবার জন্ত বড়ই ব্যাকুল। পিতামাতা সুমিষ্ট খাদ্য এবং পানীয়, বহু মূল্য বেশ ভূষা, প্রভৃতি আশু ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর বস্তু প্রদান করিয়া বড়ই আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। পর্ব্বের দিনে নবকুমার যখন নববেশে সজ্জিত হইয়া পাড়ার বালকদিগের সঙ্গে বেড়াইতে যায়, ভারতরমণীর মনে তখন কতই আনন্দ! বাড়ীর কাছে মিঠাইয়ের দোকান হইতে জননী নানাবিধ সুমিষ্ট খাদ্য শিশুকে ক্রয় করিয়া দিলেন,শিশু আহার করিয়া যখন তালে তালে পা ফেলিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল, তখন জননী যেন হাতে আকাশ পাইলেন, স্বর্গ সুখও তাঁহার নিকট তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এইরূপে অতি শৈশব কাল হইতেই কত জনক জননী শিশুদিগের লোভ প্রভৃতি বৃত্তি গুলির উৎকর্ষ সাধনের সহায়তা করিয়া শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন বিষময় করিয়া ফেলিতেছেন। কিন্তু কেহ কি ইহা দূষণীয় মনে করিতেছেন? না, হয়ত অনেক পাঠক পাঠিকা প্রবন্ধটী পড়িতে পড়িতে লেখককে অদূরদর্শী মনে করিবেন। যাহাহউক আমরা কল্পনার তুলি লইয়া কাল্পনিক জগতের চিত্র আঁকিতে বসি নাই। পুরুষ এবং রমণীর পক্ষে যাহা দুঃসাধ্য কিংবা সাধনা করা অসম্ভব, আমরা তাহার ব্যবস্থা করিতে বসি নাই। কিন্তু একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যাহা মানুষ করিয়াছে, তাহা মানুষ করিতে পারে।

শিশুদিগকে ইন্দ্রিয়ের হাত হইতে রক্ষা করা যায় কি না, তাহা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিবার জন্ত আমরা মনুর সময়ের হিন্দু সমাজের প্রতি পাঠক পাঠিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। মনু ব্যবস্থা করিয়াছেন যে ব্রাহ্মণ তনয়দিগকে অষ্টম পক্ষান্তরে পঞ্চম, ক্ষত্রিয় তনয়দিগকে একাদশ পক্ষান্তরে ষষ্ঠ, বৈশ্য তনয়দিগকে দ্বাদশ পক্ষান্তরে অষ্টম বর্ষে উপনীত করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করাইতে হইবে এবং এই অবস্থায় তাহারা গুরু

গৃহে থাকিয়া বেদাদি অধ্যয়ন করিবে। ব্রহ্মচারী সংযতেন্দ্রিয় হইবে, ভূমি শয্যা, ভিক্ষান্ন দ্বারা উদর পূরণ, মস্তক মুণ্ডন করিয়া দণ্ড ধারণ করিবে। এতদ্ভিন্ন ব্রাহ্মণেরা শণ পাটের অধোবসন এবং কৃষ্ণসার চর্ম্মের উত্তরীয়, ক্ষত্রিয়েরা রুরুমৃগ চর্ম্মের উত্তরীয় ও ক্ষৌম বসন এবং বৈশ্য ছাগচর্ম্মের উত্তরীয় ও মেষ লোমের অধোবসন পরিধান করিবে। ব্রহ্মচারী মধু ও মাংস ভোজন করিবে না, কর্পূর চন্দনাদি গন্ধদ্রব্য ভক্ষণ ও বিলেপন করিবে না, মাল্য ধারণ করিবে না। গুড় প্রভৃতি মিষ্টদ্রব্য আহার করিবেক না। প্রাণিহিংসা করিবে না। চর্ম্মপাদুকা ও ছত্র ব্যবহার করিবে না। নৃত্য, গীত, বাদ্য পরিত্যাগ করিবে ইত্যাদি ইত্যাদি। মনুর সময়ে হিন্দু সমাজ যদি এই কঠোর নিয়মে পরিচালিত হইতে পারে, তাহা হইলে বর্ত্তমানে সেইরূপ নিয়ম অবলম্বন দুঃসাধ্য হইবে কেন? মনুর সময়ে জননী যদি সন্তানকে দণ্ডধারী সন্ন্যাসীর বেশ দিয়া আপনাকে সুখী মনে করিতে পারিতেন, তাহা হইলে বর্ত্তমানে জননীগণ সন্তানের ভবিষ্য মঙ্গলের কামনায় এরূপ করিতে পারিবেন না কেন? আমরা ঠিক মনুর সময়ের সকল ব্যবস্থার অনুমোদন করি না বটে, কিন্তু এইরূপ জনহিতকর ব্যবস্থা অবলম্বনে আমাদের কুণ্ঠিত হওয়া দুঃখ ভোগেরই জন্য। মনু তিন শ্রেণী লোকের জন্য ব্রহ্মচর্য্য ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু আমরা বর্ত্তমানে সকল শ্রেণীর লোকের জন্যই ঐরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের উপকারিতা অনুভব করি। মনু ধর্ম্মার্থ ঐ সকল ব্যবস্থা পালনের জন্য জিদ করিয়াছেন, বর্ত্তমানে জনক এবং জননীগণ ঠিক ধর্ম্মোদ্দেশ্যে উহা না করিলেও জনসমাজের হিতকল্পে অনুষ্ঠান করিতে পারেন। কিন্তু ইহাও বলা যুক্তিসঙ্গত—যাহা জনসমাজের হিতজনক, তাহাই ধর্ম্মসঙ্গত। মনুর ব্যবস্থানুরূপ কোন জননী সন্তানকে কৃষ্ণসারের চর্ম্মের উত্তরীয় না দিতে পারেন, কিন্তু সন্তানের বেশ ভূষা সম্বন্ধে এইরূপ সংস্কার করিতে পারেন যাহাতে সন্তানের সে দিকে বেশী রুচি ধাবিত না হয়। যে সকল জনক জননী সাধ করিয়া সন্তানদিগকে নাট্যালয়ে কিংবা রঙ্গভূমিতে প্রেরণ করেন, তাঁহাদের মনুর মত অনুসরণ করিয়া সন্তানদিগকে একেবারে নৃত্য গীতাদি আমোদ হইতে নিবৃত্ত করিলে হানি কি?

বাস্তবিক ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারিলে জনসমাজের কত মঙ্গল সাধিত হইতে পারিত। নেপোলিয়ান এবং ওয়াসিংটন, মেটসিনি প্রভৃতি মহাত্মাগণ এরূপ মহত্ত্ব লাভ করিতে পারিতেন না, যদি শৈশব কাল হইতে তাঁহারা ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব শৃঙ্খল ভগ্ন করিতে প্রয়াসী না হইতেন। সেই পুরুষ এবং রমণীই সাধ্বী, যাঁহারা ইন্দ্রিয়ের দাসখত হইতে অব্যাহতি লাভ

করিয়াছেন। আর যাঁহারা তাহা করিতে না পারিয়াছেন, তাঁহারা রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিয়াও ক্রীত দাস দাসীর জীবন অতিবাহিত করিতেছেন।

শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের উক্তি।

ভীষ্ম শরশয্যাশায়ী হইয়াছেন। অর্জ্জুন, অপূর্ব্ব অস্ত্রশিক্ষা বলে তাঁহাকে শরশয্যার উপযুক্ত উপাধান দিয়াছেন, এবং নিশিত শায়কে পৃথ্বীতল বিদীর্ণ করিয়া, সুশীতল পানীয় দানে তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন। ভীষ্ম সেই অমৃতোপম শীতল বারিধারায় পরিতৃপ্ত হইয়া, মহারথ অর্জ্জুনের সুখ্যাতি করিতেছেন। উপস্থিত যুদ্ধে যে, দুর্য্যোধনের পরাজয় হইবে, তাহাও তিনি প্রজ্ঞাবলে বুঝিতে পারিয়া সকলকে বলিয়া দিতেছেন।

আসন্নমৃত্যু ভীষ্মের বাক্যে দুর্য্যোধনের গভীর বিষাদের সঞ্চার হইল। দুর্য্যোধন বিষণ্ণভাবে, অধোবদনে রহিলেন। ভীষ্ম, তাঁহাকে বিষণ্ণ দেখিয়া, কহিলেন, বৎস! আমার কথায় দুঃখিত হইওনা। আমি, চিরকাল তোমার হিতকামনা করিয়াছি, চিরকাল তোমার কার্য্যসাধনে ব্যাপৃত রহিয়াছি, এবং চিরকাল তোমার রাজশ্রী দীর্ঘস্থায়িনী করিতে চেষ্টা পাইয়াছি। নিরবচ্ছিন্ন কুরুকুলের সেবাতেই আমার জীবন পর্য্যবসিত হইয়াছে। আমি রাজাধিরাজ তনয় হইয়াও, নির্ব্বিকার চিত্তে যৌবন হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত তোমাদের সেবক পদে নিযুক্ত রহিয়াছি। অবলম্বিত ব্রত পালনে আমার কখনও ঔদাস্য হয় নাই। আমি, যে পরম প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছিলাম, যে পরম কর্ম্মসাধনে নিয়োজিত রহিয়াছিলাম এবং যে পরমাতপস্যায় আত্মসংযত হইয়াছিলাম, আজ আমার সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ, সেই কর্ম্ম সম্পন্ন ও সেই তপস্যা পরিসমাপ্ত হইল। তুমি আমার বাক্যে অশ্রদ্ধা করিলেও, আমি তোমার আদেশানুবর্ত্তী হইয়া, তোমারই কার্য্যে দেহপাত করিলাম। মহারথ পার্থ, যে অমৃতগন্ধ জলধারার উৎপত্তি করিলেন, তাহা তুমি স্বচক্ষে দেখিলে। জগতে আর কেহ, এরূপ কার্য্যসাধনে সমর্থ নহেন। যে বীরশ্রেষ্ঠের এতাদৃশ লোকাতীত ক্ষমতা, তাঁহাকে তুমি যুদ্ধে কখনও পরাজিত করিতে পারিবে না। বৎস! আসন্নমৃত্যু বৃদ্ধ সেবকের কথায় উপেক্ষা করিও না। এখন ক্রোধ সংযত করিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত সৌহার্দ্দ স্থাপিত কর। যুধিষ্ঠির রাজ্যার্দ্ধ প্রাপ্ত হইয়া, প্রসন্নচিত্তে খাণ্ডবপ্রস্থে গমন করুন। তুমি স্বজনদ্রোহী হইয়া অপকীর্ত্তি সংগ্রহ করিও না। ধনঞ্জয় এ পর্য্যন্ত যাহা করিয়াছেন, তাহাতেই

যুদ্ধের অবসান হউক। পিতা পুত্রকে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে এবং বন্ধু বন্ধুকে প্রাপ্ত হইয়া প্রীতি লাভ করুন। ভীষ্মের মৃত্যুতেই এই ঘোরতর সমরানলে শান্তি-সলিল প্রক্ষিপ্ত ও পৃথিবী শান্তিময় হউক।

বর্ষীয়ান বীর পুরুষ মৃত্যু সময়েও এইরূপ মহার্ঘ উপদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন নিরবচ্ছিন্ন পরসেবাতেই অতিবাহিত হইয়াছিল। তথাপি এক দিনের জন্যও তদীয় প্রশান্ত হৃদয়ের প্রশস্ত ভাবের ব্যত্যয় হয় নাই। তিনি রাজাধিরাজ তনয় ও অসামান্য ক্ষমতা-শালী হইয়াও দুর্য্যোধনের আনুগত্য স্বীকারপূর্ব্বক সত্য-প্রতিজ্ঞতা, ন্যায়নিষ্ঠতা ও বীতস্পৃহতার সম্মান রক্ষা করিয়া-ছিলেন। এরূপ মহাপুরুষের অনবদ্য চরিত পাঠ ভিন্ন নীতি জ্ঞান প্রগাঢ় হয় না।

বালকের বীরত্ব।

পদ্মিনীর কথা শুনিয়ে সম্রাট*
মহা সমারোহে লয়ে সৈন্য ঠাট,
অচিরে চিতোর অবরোধ আশে
দ্বারে উপনীত মাতিয়ে উল্লাসে;
কিন্তু সে দুরাশা পূরিল না তাঁর।
জানাইলা শেষ ইচ্ছা আপনার:—
"বারেক নেহারি সেরূপ মাধুরী
নয়ন-লালসা পরিতৃপ্ত করি।"
'রাজপুত বীর' কহিলা তাঁহারে
"প্রতিবিম্ব হের দর্পণ মাঝারে।
সম্রাট সম্মত হয়ে সে প্রস্তাবে
পশিলা প্রাসাদে এসে বন্ধুভাবে
দেখিয়ে দর্পণে পদ্মিনীর মুখ
উপজিল মনে না জানি কি সুখ!
রূপেতে অতুল পদ্মিনী রূপসী
রাজপুতনার অকলঙ্ক শশী!
সে রূপ-সাগরে হইলা মগন—
ক্ষণেকের তরে, পাপীষ্ঠ যবন।
পাপ-বিকারেতে বিকৃত মতি!
কপট-প্রণয় দেখাইয়ে পরে
ডেকে এনে তাঁরে দুর্গের বাহিরে,
ভীমসিংহে বন্দী করিলা তখন
আপন শিবিরে; রাজপুতগণ
মাতি সবে মত্ত মাতঙ্গের প্রায়,
ছুটিছে সবেগে সম্রাট যথায়!
ডুবাতে কি পারে মান মর্য্যাদায়
রাজপুত বীর? শিরায় শিরায়—
বহিবে যাবৎ রক্ত বিন্দু তাঁর,
পৃষ্ঠ ভঙ্গ নাহি দিবে একবার।
যুঝিবে সমরে করি প্রাণ পণ
কে দেখাবে আত্মমর্যাদা এমন?
দ্বাদশ বর্ষীয় বালক বাদল
অসম সাহসী—অদম্য অটল,
সমর প্রাঙ্গণে করিলা গমন।

---

* আলাউদ্দীন।

নাশিয়ে সমরে অসংখ্য যবন
উদ্ধারিবে তার ভীম সিংহে আজ,
পরিয়াছে তাই কিবা রণসাজ।
দুর্ভেদ্য কবচে আচ্ছাদি শরীর
ছুটিল বাদল—অদ্বিতীয় বীর!
সাথে গেলা 'গোরা'—পিতৃব্য তার।

আসিল সংবাদ—সহচরীগণ
লয়ে সে পদ্মিনী—পরশ রতন,
আসিতেছে সেথা—শিবিকায় চড়ে
সাক্ষাৎ করিতে সম্রাট শিবিরে।
শুনি সে বারতা সম্রাটের মন
আনন্দ-সাগরে হইল মগন।
একে একে এসে সাত শত খানি
শিবিকা শিবিরে লাগিল তখনি।
কিন্তু সে শিবিকা পরিপূর্ণ অরি!
চিতোরের যত বীরেন্দ্র কেশরী,
ছদ্মবেশে তারা থাকি শিবিকায়
আক্রমিল সব যবন সেনায়।
তুমুল সংগ্রাম বাধিল তখন;
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে অসংখ্য যবন
নাশিতে লাগিলা একাকী বাদল,
ধন্য ধন্য ধন্য বালকের বল।
নিরখি যবন স্তম্ভিত অবাক,
কোথা বীর দাপ—কোথা বা সে জাঁক!
বাদলের কাছে আজি হীনবল
দিল্লীর সম্রাট,ছিন্ন দল বল
পরাস্ত মানিলা বালক-রণে!
খুল্লতাত গোরা ধরাশায়ী এবে
দেখিয়ে বাদল হতাশ কি হবে?
দ্বিগুণ উৎসাহে মাতিয়ে তখন
কত শত্রু সেনা করিলা নিধন।

অসংখ্য যবন! রাজপুত সেনা—
জলধির মাঝে দু চারিটী ফেণা!
তাই নিয়ে শিশু যুঝেছে কেমন!
এ দৃশ্য জগৎ দেখেছ কখন?
যে বালক আজ জননীর কোলে
বসিয়ে তুষিবে সুমধুর বোলে,
হাসিবে খেলিবে নাচিবে কুঁদিবে
সঙ্গী সাথে মিশি করতালি দিবে,
(শিশুরা যেমন করিয়া থাকে,)
সেই শিশু আজ সাজি রণ সাজে,
বরণীয় হ'ল বীরের সমাজে।
লভিয়ে বিজয় ফিরিলা ভবনে
ভীম সিংহে লয়ে, আনন্দিত মনে!
নিরখি সন্তানে জননী তখন
কোলে নিয়ে করি বদন চুম্বন,
আশীষ করিলা তুলি দুই কর;
আনন্দে ডুবিল মায়ের অন্তর!
গোরার বীরত্ব করিলা কীর্ত্তন
খুড়ী মা'র কাছে, করিয়ে শ্রবণ
হাসিতে হাসিতে পশিলা অনলে
পতিব্রতা সতী পতিপ্রেমে গলে,
এদৃশ্য ভগিনী যেওনা ভুলে।
নির্জীব ভারত—বীরত্ববিহীন
ভীরুতা আলস্য দুর্ভাগ্য দুর্দিন
ঘেরিয়াছে তারে এসে একেবারে,
ডুবিয়াছে তাই পাপ অন্ধকারে।
ভারত সন্তান—জীর্ণশীর্ণকায়
রিপু পরবশ ভোগবাসনায়।
কে শুনিবে এই বীরত্ব কাহিনী?
গাঁথিয়ে সুগাথা দিবস যামিনী
কে শুনাবে বল গিয়ে দ্বারে দ্বারে,

জাগিয়া উঠিবে সবে একেবারে ?
অচেতন দেহে সঞ্চারিবে প্রাণ
ভারত সন্তান পাবে পরিত্রাণ ?
কোথায় সে দিন ? হেন ভাগ্যবান
কে আছে ভারতে—স্বার্থ বলিদান
দিবে অকাতরে—ভারতের তরে,
পূজিবে তাহারে কোটী কোটী নরে ?
স্মরি তার নাম—মাতিবে উৎসবে
সত্যের নিশান উড়াইবে ভবে ?
ভাবী বংশধর হবে অগ্রসর
উন্নতির পথে সদা নিরন্তর ?
আবার ভারত উন্নতি-শিখরে
আরোহণ করি কিছুদিন পরে,
পূরব প্রতিষ্ঠা মর্য্যাদা সম্মান
বজায় রাখিবে সাধিবে কল্যাণ
সে দিন ভারতে হবে কি আর ?

প্রাণিতত্ত্ব।

(১২ সংখ্যক।)

১। মাছি—ইহারা আমাদের নিকট সুপরিচিত হইলেও কখনই আমাদের প্রিয় নহে। গ্রীষ্মকালেই ইহাদের বংশ বৃদ্ধি দেখা যায়। ইহারা অনেক জাতিতে বিভক্ত।

ক্ষুদ্র মাছি—ইহারা সচরাচর আমাদের গৃহে অযাচিতভাবে আসিয়া থাকে। ইহারা সাধারণজাতীয়।

হরিৎ মাছি—ইহারা দেখিতে সুন্দর এবং সাধারণ মাছি অপেক্ষা বৃহদাকার হইলেও ইহাদের প্রবৃত্তি বড়ই নীচ। যাঁহার শরীরে কোন প্রকার ক্ষত হইয়াছে, তিনিই ইহাদের কুরীতি দেখিয়াছেন। ইহারা বিষ্ঠা ও ঘা ফোঁড়ার উপর বসিয়া থাকে। ইহাদিগকে "শূকর মাছি" বলিলেও চলে।

বড় মাছি—ইহাদের বর্ণ সাধারণ মাছির মত এবং রীতি নীতি তাহাদেরই ন্যায়।

ডাঁশ মাছি—ইহাদের আকার প্রকার বড় মাছির মত, কিন্তু তাহাদের অপেক্ষা শরীর কিঞ্চিৎ দৃঢ়িষ্ঠ। তাহারা কাম্‌ড়াইলে ভয়ানক জ্বালা করে। ইহাদের শরীর এত সবল যে লেমারী (Lamery) বলেন যে, তিনি একটী ডাঁশকে একটী রজতনির্ম্মিত ক্ষুদ্র কামান টানিতে দেখিয়াছিলেন। কামানটী তাহার অপেক্ষা চব্বিশ গুণ ভারি ছিল। সে অনায়াসে উহা টানিতে পারিত ও কামানটী দাগিলেও অণুমাত্র ভয় পাইত না।

ইহাদের দংশন যন্ত্রণাদায়ক হইলেও ইহাদের হৃদয়ে কোমলতা আছে। গর্ভিণী ডাঁশ স্ত্রীগণ ধূলির উপর বা

গোপনীয় কোন একটী ক্ষুদ্র স্থানে ডিম্ব প্রসব করে। ক্রমে ডিম্ববাসী শিশু বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ডিম্বকোষ হইতে নির্গত হইলে তাহার জননী আপনার মুখমধ্যে সংগৃহীত শোণিতের একবিন্দু সন্তানের মুখে প্রদান করে। ইহাই তাহাদের উপজীবিকা।

রক্তই ডাঁশের পান আহার। কিন্তু একবার তাহাদিগকে অসম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক বিদায় করিয়া দিলে, আর তাহারা সাধারণ মাছিদের ন্যায় অসন্তোষ-ব্যঞ্জক ভোঁভোঁ ধ্বনি করিয়া আমাদের শরীরে বসিতে চাহে না। বোধ হয় যেন তাহাদের বিবেকোদয় হইয়াছে এবং আত্মসম্মান বোধ জন্মিয়াছে।

২। ছারপোকা—ইহারা আমাদের বহুকালের বন্ধু। ডাঁশেরা দংশন করিয়া ক্ষান্ত হয়, ইহারা দষ্টস্থানে মুখ হইতে এক প্রকার বিষাক্ত রস প্রবিষ্ট করাইয়া না দিয়া ক্ষান্ত হয় না। ইহাদের দংশন বড়ই ক্লেশজনক।

ইহাদের বুদ্ধিশক্তি আছে। ইহারা কানড়াইবায়াত্র যদি বোঝে যে অনুসন্ধান আরম্ভ হইয়াছে, তবে তদণ্ডেই অন্তর্দ্ধান হয়। ইহাদের গতি বড় দ্রুত, তজ্জন্য সহজে ইহাদিগকে খুজিয়া পাওয়া যায় না। অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ জ্যোতি দেখিলেই ইহারা সাবধান হয়। ইহাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় বড় তীক্ষ্ণ। দূর হইতে ঘ্রাণ দ্বারা জানিতে পারে যে শিকার রহিয়াছে।

ইহারা নিশাচর নামের যোগ্য। রজনীতে অন্ধকারে শোণিত লুণ্ঠনের অধিক সুবিধা বলিয়া সেই সময়ে স্বজনবর্গ সমভিব্যাহারে শিকারে বাহির হয়।

ভলমন্ট ডি বোমার বলেন যে, এক জন কৌতুকপ্রিয় লোক ছারপোকার বুদ্ধিশক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য একটী শূন্য প্রকোষ্ঠে একটা ঝুলান বিছানায় শয়ন করেন। ঘরের মেজেতে একটী ছার ছাড়িয়া দেন। শোণিত-চোর কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে বুদ্ধি আঁটিয়া ফেলিল। সে দেওয়াল দিয়া ছাদের দিকে উঠিতে লাগিল। অবশেষে কড়িকাষ্ঠে উঠিয়া শূন্যে দোলায়মান হেমক্ শয্যার ঠিক্ উপরে যাইয়া চিত হইয়া সেই পরীক্ষকের নাসিকার উপর উঠিল। সৌভাগ্যের বিষয় পরীক্ষক মহাশয়ের ছারভীতি প্রবল ছিল না, নচেৎ তিনি শয্যা হইতে ভূতলে পড়িয়া যাইতেন। অতঃপর ছার মহাশয়কে কে নির্ব্বোধ বলিতে সাহসী হইবেন?

রন্ধন প্রণালী।

(৩য় সংখ্যা—মিষ্টান্ন)

ক্ষীরের বরফী।

প্রথমতঃ টাট্‌কা ক্ষীর আনিয়া লৌহ কিম্বা পিতলের কটাহে ভাজিয়া লইবে। তৎপরে ভাল চিনির রস প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ঐ ভাজা ক্ষীর, বাদাম, পেস্তার সহিত দিয়া কিছুক্ষণ ফুটিলে দারুচিনী, লবঙ্গ, ছোট এলাচের গুঁড়া দিয়া বেশ আটা আটা হইলে নামাইয়া একটী থালা কিম্বা কলাপাতে ঘৃত মাখাইয়া উহাতে ঢালিয়া দিবে। একটু শীতল হইলে উহাতে আধ ভাঙ্গা করিয়া মিছরী ছড়াইয়া দিবে। পরে বেশ "খটখটে" হইলে উহা চৌকা করে কাটিয়া লইবে।

মোণ্ডা বা সন্দেশ।

ভাল ছানা আনিয়া অল্প ঘৃত দিয়া উহাকে কিছুক্ষণ দলিবে। পরে চিনির রস প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ঐ ছানা দিয়া হাতা দ্বারা নাড়িতে থাকিবে, যেন নীচে না ধরিয়া যায়। পরে উহাতে দারুচিনী,লবঙ্গ ও পেস্তা দিয়া আর এক-বার নাড়িয়া নামাইবে। তৎপরে একখানি নেকড়া ভিজাইয়া কলা পাতের উপর পাতিয়া ঐ ছানার ডেলা লইয়া সজোরে তাহাতে ছুড়িয়া ফেলিবে, তাহা হইলে উহা মোণ্ডার মত গোলাকার অথচ চাপ্‌টা হইবে এবং ঐ দুইটী লইয়া একত্রে জোড় করিয়া লইলেই মোণ্ডা প্রস্তুত হইবে।

সর ভাজা।

ভাল দুগ্ধ আনিয়া উহাকে অল্প জাল দিয়া ঘন করিবে, অধিক জাল দিলে সর ভাল হইবে না। তৎপরে উহাকে ভালরূপে ফেনাইয়া কাঠের অগ্নিতে সর পাতিয়া লইবে এবং ঐ সরটী ধীরে তুলিয়া একটী থালের উল্টা দিকে রাখিয়া কিছু এরারুট ছড়া-ইয়া দিবে। পরে উহা লম্বাভাবে কাটিয়া তন্মধ্যে বাদামের কুচি পেস্তা পুরিয়া যত্নপূর্ব্বক মুড়িয়া ঘৃতে ভাজিয়া চিনির রসে ফেলাইবে।

প্রকারান্তর।

ঐরূপ সর পাতিয়া বাদাম পেস্তা না দিয়া তিন কোণা করিয়া কাটিয়া লইবে। পরে ভালরূপে রস প্রস্তুত করিয়া যখন রস ফুটিতে থাকিবে, ঐ সর তাহাতে ফেলিয়া দিবে। উহা খাইতে প্রথমোক্তের ন্যায় না হইলেও অত্যন্ত নরম এবং সুমধুর হইবে।

বালুসাই।

মোটা রকম ময়দা আনিয়া উহাতে অধিক পরিমাণে ঘৃত দিয়া মাখিবে। ঐ মাখা ময়দা একঘণ্টা রাখিয়া দিবে। পরে গোলাকাররূপে উহা গড়িয়া ঘৃতে

ভাজিয়া সেই চিনির রসে ফেলিবে। কিছুক্ষণ রসে ফেলিয়া একটা ভাঙ্গিয়া দেখিবে ভিতরে যদি রস প্রবেশ করিয়া থাকে তবে উহাতে চিনি মাখাইয়া লইলেই হইবে। আর যদি ভিতরে রস না যায়, তবে উহা খাইতে তত ভাল হইবে না। এই সকল মিষ্টান্ন তৈয়ার করিতে হইলে একবার দেখা আবশ্যক, তদভাবে বিশেষ তদারকের দরকার। চিনির রস ভল পরিষ্কার না হইলে মিষ্টান্ন ময়লা হইবে, তজ্জন্য দুগ্ধ ও জল দিয়া চিনির "গাদ" কাটিয়া লইবে।

সিংহলে স্ত্রী শিক্ষা।

যদ্যপি কেহ মনে করেন যে, সামান্য সিংহল দ্বীপে আবার শিক্ষা প্রচার কি? কথঞ্চিৎ শিক্ষা মাত্র তথায় হইয়া থাকে। আমরা বলি যে, যাঁহারা এরূপ মনে করেন, তাঁহাদিগের বিষম ভুল। যেমন লোকের মুখাবলোকন করিলে, তাহার স্বভাব ও চরিত্র বিষয়ের কিছু আভাস পাওয়া যায়, সেইরূপ কোনও দেশে স্ত্রী শিক্ষা কতদূর প্রচার এইটি লইয়া বিবেচনা করিলে, তদ্দেশে শিক্ষা কতদূর প্রচারিত হইয়াছে বা হইতেছে, তাহা অক্লেশে বলা যাইতে পারে। সম্প্রতি সিংহলে সঙ্ঘমিত্রা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় নামে বৌদ্ধ বালিকাদিগের উচ্চ শিক্ষার নিমিত্ত একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বৌদ্ধদিগের প্রধানাচার্য্য, স্থানীয় গবর্ণর, শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর মাননীয় শ্রীরামনাথ, কর্ণেল অলকট্ প্রভৃতি মহাশয়গণ তদুপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন। কেবল তত্রত্য বৌদ্ধ মতাবলম্বিনী প্রাচীনা নারীগণের উদ্যোগে এই সদনুষ্ঠান হয়। ইহাঁদিগের দ্বারা স্ত্রীশিক্ষা প্রচারিণী নাম্নী এক সভা সংগঠিত হইয়াছে। ইহাঁরা যথার্থই কার্য্য করিয়াছেন, বাকচাতুরি প্রভৃতি কোনওরূপ আড়ম্বর করেন নাই। বলিতে কি ইহাঁরা যে এতদিন কি করিয়াছেন, তাহা শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরাও জানিতে পারেন নাই। ইহাঁদিগের কার্য্য যখন ফলে পরিণত হইল, তখন তাঁহারা জানিতে পারিলেন, জানিতে পারিয়া স্তম্ভিত হইলেন। ইহাঁদিগের নিকট সভ্যতাভিমানী ইয়ুরোপীয় ও ভারতবর্ষীয়গণ বিস্তর শিক্ষা লাভ করিতে পারেন, যেহেতু ইহাঁদিগের প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত বাস্তবিক অনুকরণীয় ও শিক্ষণীয়। মহানুভব উইরিকুনের বিদুষী ভার্য্যা একটি সুন্দর ওজস্বিনী চিত্তবিমোহিনী বক্তৃতা দ্বারা শ্রোতৃবর্গকে বিমুগ্ধ করেন। মাননীয় শ্রীরামনাথ এতৎ সম্বন্ধে বলেন—"উইরিকুনের সুন্দর বক্তৃতা শ্রবণ করিবার জন্য ও সিংহলনিবাসিনীদিগের নারী-

সমাজের উন্নতির সাধু ব্রত উদ্‌যাপন দেখিবার জন্য শত শত ক্রোশ পরিভ্রমণের—পরিশ্রম সফল হয়।" অতীব প্রশংসার বিষয় এই যে, ইহাঁরা গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে একটী পয়সাও সাহায্য গ্রহণ না করিয়া এবম্বিধ সাধু কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন। ইহাঁরা আমাদিগের ধন্যবাদার্হ। ঈশ্বর ইহাঁদিগের মঙ্গল করুন। বলা বাহুল্য ইহাঁদিগের মঙ্গলে নারীসমাজের বিশেষ মঙ্গল সংসাধিত হইবে। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে এরূপ সভার অভাব নাই। ভারতেই এই অভাব। বৃটিষ ঔপনিবেশিক গভর্ণমেণ্টে যে ইহা আছে, সিংহল তাহার দৃষ্টান্ত।

প্রাচীন আর্য্য রমণী।

বৈদিক কাল।

৩৬—সূর্য্যা।

সূর্য্যার প্রণীত বেদমন্ত্রের অবশিষ্টাংশ এই বারে প্রকাশিত হইল। এতৎ পাঠে পাঠক-পাঠিকাগণ, সেই সুপ্রাচীন সময়ের আচার-ব্যবহার ও সভ্যতা—বিশেষতঃ বিবাহ-রীতি অবগত হইয়া পুলকিত হইবেন। সেই রীতি-নীতির অনেক চিহ্ন, এখনও হিন্দুসমাজে প্রচলিত রহিয়াছে। বহু গোষ্ঠী মিলিত হইয়া একত্র বাসের প্রসঙ্গ ৪৫ ঋকে দৃষ্ট হইবে। অন্যান্য সংবাদ এই প্রস্তাবের প্রথম অংশে পাঠ কর।

৩১। বধূর সমীপে প্রাপ্ত, প্রীতিপ্রদ উপহারকে যাহারা, বরের সমক্ষ হইতে অপসৃত করিতে চেষ্টা পায়, যেখান হইতে তাহারা আগমন করিয়াছিল, যজ্ঞাংশভাগী দেবতারা, তাহাদিগকে সেইখানে পাঠান অর্থাৎ ব্যর্থমনোরথ করিয়া দিন।

৩২। যাহারা শত্রুতাচরণ করিতে, এই দম্পতীর সকাশে সমাগত হয়, তাহাদের ধ্বংস হউক। জায়াপতি যেন সুযোগের সাহায্যে অসুবিধারাশি অতিক্রম করেন, বিপক্ষেরা দূরে পলাইয়া যাউক।

৩৩। এই বধু, উত্তম-লক্ষণাক্রান্তা। তোমরা আইস, ইহাকে নিরীক্ষণ কর, (ইহার) সৌভাগ্য হউক অর্থাৎ ইনি (স্বামীর প্রীতিপাত্রী হউন), এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিয়া স্ব স্ব আলয়ে প্রত্যাবৃত্ত হও।

৩৪। এই বস্ত্র দূষিত, অগ্রাহ্য, মলিন ও বিষাক্ত। ইহা অব্যবহার্য্য। যে ব্রহ্মা-নামক ঋত্বিক্‌ সুপণ্ডিত, তিনিও বধূর বস্ত্র পাইবার অধিকারী।

৩৫। সূর্য্যার মূর্ত্তি কি প্রকার, অবলোকন কর। ইহার বসনের কোন স্থান ছিন্ন, কোথাও মধ্যে ছিন্ন, কোথাও বা চতুর্দ্দিকে ছিন্ন ভিন্ন। যিনি ব্রহ্মা-নামক ঋত্বিক, তিনি তাহা শোধন করেন (নূতন করিয়া দেন)।

৩৬। তুমি সৌভাগ্যশালিনী হইবে, এই হেতু তোমার কর ধারণ করিতেছি। আমাকে পতি পাইয়া তুমি বার্দ্ধক্যে উপনীত হও, এই কামনা করি। অর্য্যমা, ভগ ও অত্যন্ত দাতা সবিতা, এই দেবতারা আমার সঙ্গে গৃহকার্য্য করিবার নিমিত্ত তোমাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন।

৩৭। হে পূষা! যে নারীর গর্ভে মনুষ্যেরা বীজ বপন করে, তাহাকে তুমি যার পর নাই মঙ্গলময়ী করিয়া পাঠাও * * *।

৩৮। হে অগ্নি! উপঢৌকন সহিত অগ্রে সূর্য্যাকে তোমার সমক্ষে লইয়া যাওয়া হয়। পুত্র-কন্যা-সহিত বনিতাকে তুমি পতিদিগের করে অর্পণ করিলে।

৩৯। অগ্নি, আবার শ্রী ও পরমায়ু দিয়া, জায়া সমর্পণ করিলেন। এই প্রিয় স্বামী, দীর্ঘজীবী হইয়া শতায়ু হইবে।

৪০। সোম প্রথমতঃ তোমাকে বিবাহ করেন, পরে অগ্নি, বিবাহ করেন। গন্ধর্ব্ব, তোমার তৃতীয় পতি, তোমার চতুর্থ পতি, মনুষ্যসন্তান।

৪১। সোম, গন্ধর্ব্বকে সেই নারী প্রদান করেন; গন্ধর্ব্ব অগ্নিকে দেন। অগ্নি, ধন পুত্র সহকারে এই নারী আমাকে দিলেন।

৪২। হে বর-বধূ! তোমরা দুই জনে এই স্থানেই থাক, পরস্পর পৃথক্ হইও না। বিবিধ খাদ্য দ্রব্য আহার কর। আপন আবাসে থাকিয়া পুত্র-পৌত্রদের সমভিব্যাহারে, পরমানন্দ সম্ভোগ করিতে থাক ও ক্রীড়া-বিহার কর।

৪৩। প্রজাপতি, আমাদিগকে পুত্র-কন্যা উৎপাদন করিয়া দিন। অর্য্যমা, আমাদিগকে স্থবির দশা পর্য্যন্ত সম্মিলিত করিয়া রাখুন। হে বধূ! তুমি উৎকৃষ্ট-কল্যাণ-সংযুক্ত হইয়া, পতি-সদনে অধিষ্ঠান কর। আমাদের পরিচারিকাদের ও আমাদের পশুগণের কল্যাণ বিধান কর।

৪৪। তোমার লোচন যেন দোষহীন হয়। তুমি পতির শুভার্থান্বেষিণী হও। জন্তুসমূহের কল্যাণ বিধায়িনী হও। যেন মন, স্ফূর্ত্তিযুক্ত হয়, ও কান্তি-লাবণ্য, যেন উজ্জ্বল হয়। তুমি বীর-পুত্র-প্রসবিনী হও, দেবতাদিগের প্রতি ভক্তিমতী হও। আমাদের ভৃত্য-ভৃত্যাদের ও আমাদের পশু সকলের শুভ সম্পাদন কর।

৪৫। হে বৃষ্টিদাতা ইন্দ্র! এই নারীকে তুমি উৎকৃষ্ট সন্তানের প্রসূতি ও সৌভাগ্যবতী কর। ইহার গর্ভে দশ তনয় প্রতিষ্ঠিত কর। পতি লইয়া একাদশ ব্যক্তি কর।

৪৬। তুমি শ্বশুরের উপর প্রভুত্ব কর। শ্বশ্রূকে বশীভূত কর। ননদগণের ও দেবর সমূহের নিকট সম্রাটের ন্যায় হও।

৪৭। দেবতারা আমাদের দুই জনের অন্তঃকরণ মিলিত করিয়া দিন। বায়ু, ধাতা ও বাগ্দেবী, আমাদিগের উভয়কে সংযুক্ত করুন।

ইন্দু ও যামিনী।

নিদাঘের বেলা শেষে
গোধূলি বালিকা বেশে
বসে যেন বকুল তলায়,
ফুল বাঁধি পত্র পরে
কঙ্কণ রচনা করে,
মালা গাঁথি পরিছে গলায়।

হাতে বাজু কানে দুল,
তবু কোল-ভরা ফুল,
কি করিবে ভাবিয়া না পায়,
পিপীলী দংশন ভয়ে,
খুঁটে খুঁটে হেঁট হয়ে
তুলিছে পা ফেলা নাহি যায়।

সূতা টানি ক্ষিপ্র হাতে,
পুনরায় মালা গাঁথে
এ ছড়াটি আরো মনোহর ;
গ্রন্থি দিয়া সাঙ্গ করে,
দুই হাতে তুলে ধরে
মনে কেন পড়ে স্বয়ম্বর ?
মহা ভারতের কথা
মাসীমা পড়েন যথা
দুপুরেতে দিদিমার কাছে।
রাজসুত অগণন
উজলিয়া সিংহাসন
কন্যা পানে চেয়ে বসে আছে ;
মুখগুলি চেয়ে চেয়ে
ধীরে ধীরে আসে মেয়ে
দেখে দেখে আগে চলে যায়।
ধরে ছিল মনে যারে
যেমন নেহারে তারে
থমকিয়া অমনি দাঁড়ায়।
পশ্চাতে হেলিয়া মাথা
স্থির দুটী আঁখি পাতা
হাসিটুকু আধ ফোটা ফুল,
স্বর্ণ মেঘ সিংহাসনে
হেরে মনোনীত জনে
সন্ধ্যা আগে স্বপনের ভুল।
তারা মালা দিবে বলে
উঁচু করে ধরে তোলে
শূন্যে ছেড়ে চমকিয়া চায় !
মাসীমা ডাকিতে এসে
পিছে থেকে দেখে শেষে
মৃদু হেসে সম্মুখে সুধায়,—

"একেলা বকুল তলে
মালা দিলি কার গলে ?
ভূঁয়ে যে সে গড়াগড়ি যায়।"
আবার সুধালে পরে
কহে ইন্দু লাজ ভরে
"গলায় না রেখে গেনু পায়।"
মাসী বোন্‌ঝিতে ধীরে
আসিছে আলয়ে ফিরে
স্নেহভরা আঁখি মাসীমার,
ভীতি বিষাদের ভরে
বালিকার মুখোপরে
আসিয়া বসিছে বার বার।
ইন্দুর বিমল হিয়া
রেখে গেছে আলোকিয়া
একাদশ শরতের ভাতি,
যুবতী যামিনী চিত
হিম জালে আবরিত
শিশিরের পূর্ণিমার রাতি।
পাশাপাশি দুটি মাথা
মাঝে দুটী হাত গাঁথা
কি ভাবনা ভাবে দুই জন ;
এ হাসে কল্পনা সুখে
যামিনীর কণ্ঠে বুকে
চাপে আসি কি যেন বেদন।
দেখে মেঘ সিংহাসনে
ইন্দু মনোনীত জনে
মালা দিতে তোলে দুটি কর,
নাগাল না পায় তার
ধূলে পড়ে ফুল হার
ইন্দুর এমনি স্বয়ম্বর !

আঁখি দুটি স্নেহমাখা
ঘন বাষ্পে পড়ে ঢাকা
মৃদুভাষে কহে বালিকারে।"
"ইন্দু স্বয়ম্বর নাই—
স্বপ্নেও দিওনা ঠাঁই
আমাদের হতে যে তা পারে।"
"মাসীমা ভেবেছি আমি
যে আমার হবে স্বামী
নিজে আমি বেছে নিব তায়,
বেছে কিনি থালা বাটী
নিজে বেছে লই শাটী
থালা ভাঙ্গে শাড়ী ছিঁড়ে যায়
যে যাহার স্বামী হবে
চিরদিন স্বামী রবে
বিবাহ তো ঘুচাবার নয়।
যারে বেছে দিবে পরে
মনে যদি নাই ধরে
সাবিত্রীর মত যদি হয়—
আগে আমি কোন জনে
বরিয়াছি মনে মনে
বরমাল্য দিব কি অপরে ?"
"মিছা আশা ভয় মনে
কুলীনের কুল-বনে
সত্যবান নাহি তোর তরে।
আমি ভাবি পুঁথি পড়ে
কল্পনায় স্বামী গড়ে
সে প্রতিমা ভাঙ্গিবার বেলা
ভাঙ্গিয়া বা যায় হিয়া—
গৃহ কাজে মন দিয়া
ভুলে যা এ কল্পনার খেলা।

যে অদৃষ্ট আমা সবে
পাঠায়েছে এই ভবে
কুলীনের গৃহে কলিকালে,
দুর্লঙ্ঘ্য সে দুর্নিয়তি
জুটাইবে যোগ্য পতি
বৃদ্ধ মূর্খ যাহা আছে ভালে।
আপন হৃদয় খানি
অজ্ঞাত জনের জানি
তার লাগি রাখ সাবধানে,
পশুবৎ হোক্ হেয়
প্রাণ প্রেম তারে দেয়,
পূজনীয় ইষ্ট দেব জ্ঞানে।"
"প্রাণ প্রেম সে জনায়
যদি মোর নাহি চায় ?"
"তবু সেই হবে বৈধপতি,
দূরে রহি সে চরণ
ধেয়াইলে আমরণ
জন্মান্তরে হবে শুভগতি।"
ভবিষ্যের কথা কয়ে
আধ নিশি গেল বয়ে
অশ্রুসিক্ত একই উপাধানে
ঘুমাইল দুটি মাথা
মাঝে দুটি হাত গাঁথা
এক সাথে উঠিল বিহানে।
সে দিন দুপুরে ঘরে
সবে পুঁথি খুঁজে মরে
কত দুঃখ করিছেন মাতা;
ইন্দু জানে চুল্লী মাঝে
কয়লার ভাঁজে ভাঁজে
পুড়ে গেছে একেকটি পাতা।

কুমারীরা পুণ্যফলে
বর্ষশেষে বৃদ্ধ গলে
মালা দিয়া হইল উদ্ধার।
ইন্দুর সৌন্দর্য্য জালে
বাঁধা পড়ি বৃদ্ধকালে
বর দেশে ফিরিল না আর।
তিলে তিলে দিন দিন
ইন্দুলেখা হয় ক্ষীণ
রোগ কিছু নাহি দেখে কেহ,
জীবনে অরুচি তার
ত্যজিয়াছে নিদ্রাহার
ঘৃণা করে রূপে ভরা দেহ।
অরুচি অশুচি জ্ঞান
হল শেষে অবসান
চিতানলে আর গঙ্গা জলে ;
দিন যায় গৃহ কাজে
যামিনী কেবল সাঁজে
কাঁদে আসি বকুলের তলে।

জাতীয় মহাসভা।

ন্যাসন্যাল কনগ্রেস বা জাতীয় মহাসভার প্রথম ও পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন বোম্বাইয়ে, দ্বিতীয় অধিবেশন কলিকাতায়, তৃতীয় অধিবেশন মান্দ্রাজে এবং চতুর্থ অধিবেশন এলাহাবাদে হইয়াছিল। এবারকার ষষ্ঠ অধিবেশন পুনরায় কলিকাতায় হইয়া গিয়াছে। এবারকার আয়োজনের প্রথম প্রথম কিছু কিছু গোলযোগ হইয়াছিল, কিন্তু শেষে সকল ব্যবস্থাই এক প্রকার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। মহাসভার অধিবেশন ভূমি ট্রিবলি গার্ডেন অতি প্রশস্ত ও সুন্দর স্থান, তাহা উদ্যানাধিকারী কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ পরলোকগত রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের পুত্র কুমার দেবেন্দ্র মল্লিক ও তাঁহার সহোদরগণ বিনা ভাড়ায় প্রদান করেন। এই সাধু দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া বাবু তারকনাথ পালিত, সার রমেশচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি বালীগঞ্জের কয়েকটী বাটী এবং বাবু নিমাইচাঁদ বসু ও ভূপেন্দ্র নাথ বসু মোহন বাগানের সুবৃহৎ ও মনোহর প্রাসাদ প্রতিনিধিদিগের বাসজন্য প্রদান করেন। সহস্রাধিক প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন, কলিকাতার আতিথ্যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছেন। সভামণ্ডপটী এবার বৃহত্তর ও পরিপাটীরূপে সজ্জিত হইয়াছিল, ইহাতে প্রায় ১০ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ২০০ উপাধিধারী বা উচ্চশ্রেণীর যুবকছাত্র বলণ্টিয়ারের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া কনগ্রেসের রক্ষণাবেক্ষণের কার্য্য করেন। এবার কনগ্রেসের বিশেষ দৃশ্য বহুসংখ্যক দেশীয় মহিলার সমাগম, তন্মধ্যে কয়েকটী ভিন্ন ভিন্ন নারীসমাজ হইতে মহিলা-প্রতিনিধিরূপে বৃত হইয়া আসিয়া-

ছিলেন এবং তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রীমতী কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ, সভাস্থলে বক্তৃতা করিয়াও সকলের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। ২৭এ ডিসেম্বর শনিবার মহাসভার কার্য্যারম্ভ হয়। সে দিন কেবল প্রতিনিধিদিগের অভ্যর্থনা ও নূতন সভাপতির বরণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। অভ্যর্থনা কমিটীর সভাপতি বারিষ্টার বাবু মনোমোহন ঘোষ প্রথমতঃ এক সারগর্ভ বক্তৃতাদ্বারা প্রতিনিধিদিগকে সাদরে গ্রহণ করেন। পরে বোম্বাইয়ের বারিষ্টার ফেরোজ সা মেটা সভাপতি পদে বৃত হইয়া একটী সুদীর্ঘ সমীচীন বক্তৃতাদ্বারা সভাস্থগণকে আপ্যায়িত ও উৎসাহিত করেন। ২৮এ ডিসেম্বর রবিবার, ২৯এ ডিসেম্বর সোমবার এবং ৩০এ ডিসেম্বর মঙ্গলবার যথারীতি সভার কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি ধার্য্য হইয়াছে। সভাভঙ্গের পূর্ব্বে সকলে মিলিয়া ভারতেশ্বরীর জয়ধ্বনি করেন।

প্রথম প্রস্তাব।

শ্রীযুক্ত চার্লস ব্রাডল সাহেব ১৮৬১ সালের ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা সম্বন্ধীয় আইন সংশোধন করিয়া যে পাণ্ডুলিপি পার্লেমেণ্টে উপস্থিত করিয়াছেন, মহা সমিতি তাহাতে সম্মতিদান করিতেছেন, এবং বিশ্বাস করেন যে, ঐ পাণ্ডুলিপি আইনে পরিণত হইলে ভারতশাসন প্রণালীর উৎকর্ষ সাধিত হইবে; এই শাসন প্রণালীর উৎকর্ষ সাধন জন্যই মহাসমিতি এতকাল আন্দোলন করিয়া আসিতেছেন। মহাসমিতি প্রার্থনা করেন যে, ব্রাডল সাহেবের পাণ্ডুলিপি পার্লেমেণ্ট বিধিবদ্ধ করিবেন। এই মহা সমিতির সভাপতিকে এই ক্ষমতা দেওয়া যাইতেছে যে, তিনি এই মহাসমিতির এক আবেদন পত্র ব্রাডল সাহেবের দ্বারা পার্লেমেণ্টে প্রেরণ করেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

(ক) শাসন ও বিচার ক্ষমতা সম্পূর্ণ রূপে পৃথক্ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। এক জন কর্ম্মচারীর হাতে উভয় ক্ষমতা রাখা নিতান্ত অনুচিত।

(খ) যে সকল স্থানে জুরীর বিচার নাই, সেই সকল স্থানে জুরীর বিচার প্রচলিত করা কর্ত্তব্য।

(গ) ১৮৭৩ সন হইতে হাইকোর্টকে এই ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যে, হাইকোর্ট জুরীর মত অবহেলা করিতে পারেন। হাইকোর্টের এই ক্ষমতা রহিত করা উচিত।

(ঘ) ওয়ারেণ্ট মোকদ্দমার আসামী ইচ্ছা করিলে মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক বিচারিত না হইয়া সেসনে মোকদ্দমা তুলিয়া লইতে পারিবে, ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন এই মর্ম্মে সংশোধন করা উচিত।

(ঙ) পুলিস বিভাগের কার্য্য নিতান্ত অসন্তোষজনক—এই বিভাগের আমূল সংস্কার করা প্রয়োজন।

(চ) ভারতবর্ষে সৈনিক বিদ্যালয়

স্থাপন করিয়া ভারতবাসীকে যুদ্ধ কৌশল শিক্ষা দেওয়া ও সৈনিক বিভাগের উচ্চ কার্য্যে নিযুক্ত করা অতি সঙ্গত কার্য্য। বিপদাপদের সময় গবর্ণমেণ্টের সাহায্যার্থ ভারতবাসীদিগকে ভলাণ্টিয়ার করাও কর্ত্তব্য।

(ছ) ইনকম ট্যাক্স আদায় প্রণালী অসন্তোষজনক। বিশেষতঃ যাহাদের হাজার টাকা অপেক্ষা কম আয়, তাহাদের পক্ষে ইহা আরও অসন্তোষজনক। যাহাদের আয় হাজার টাকার কম, তাহাদের নিকট হইতে এই ট্যাক্স আদায় করা কখনও উচিত নহে।

(জ) বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষার জন্য খরচ বৃদ্ধি করা ভিন্ন হ্রাস করা কখনও উচিত নহে; কিন্তু হ্রাসের দিকেই গবর্ণমেণ্টের গতি দেখা যাইতেছে। শিল্প শিক্ষা অত্যাবশ্যক, এই শিক্ষার উন্নতি কল্পে ভারতবর্ষে শিল্পের অবস্থা নিরূপণার্থ এক কমিসন স্থাপন করা কর্ত্তব্য।

(ঝ) যুদ্ধ বিভাগের ব্যয় ক্রমশঃ বৃদ্ধি না করিয়া হ্রাস করা নিতান্ত বিধেয়।

(ঞ) সিবিল সার্ব্বিস প্রভৃতি যে সকল পরীক্ষা কেবল ইংলণ্ডে হয়, সেই সকল পরীক্ষা ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ উভয় স্থানে গ্রহণ না করিলে ভারতবাসীর প্রতি অবিচার করা হয়।

(ট) ১৮৭৮ সনের ১১ আইন অর্থাৎ অস্ত্র আইনের ধারাগুলি ভারত ভ্রমণকারী বা ভারতবাসী সকল শ্রেণীর লোকের উপর প্রয়োগ করা উচিত। যে সকল স্থানে বন্য জন্তু সচরাচর মানুষ, গরু বা শস্য নষ্ট করে, সেই সকল স্থানে অবাধে অস্ত্রের লাইসেন্স দেওয়া কর্ত্তব্য। যাহাকে একবার লাইসেন্স দেওয়া হয়, তাহার কোন অপকার্য্যের কথা প্রমাণিত না হইলে তাহার লাইসেন্স রহিত করা হইবে না। এক বৎসর কি ছয় মাস পরে লাইসেন্স নূতন করিয়া লওয়ার প্রথা রহিত করিতে হইবে। অস্ত্রের লাইসেন্স কেবল জেলাতে নয়, কিন্তু সমস্ত প্রদেশে বলবৎ থাকিবে।

তৃতীয় প্রস্তাব।

পূর্ব্বে এই নিয়ম ছিল যে ভারতের আয় ব্যয়ের হিসাব পার্লেমেণ্টে উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে ভারতবাসীর অভাবের কথা আলোচিত হইত, ১৮৮৮ সন হইতে এই নিয়ম রহিত করা হইয়াছে। এখন আয় ব্যয়ের হিসাবও এমন সময়ে উপস্থিত করা হয় যে, তখন ভাল করিয়া সে বিষয় আলোচনা করিবার সুবিধা হয় না। অতএব সমুচিত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক পার্লেমেণ্টের কাছে আমাদের প্রার্থনা জানাইবার জন্য আমাদের সভাপতি শ্রীযুক্ত ফেরোজ সা মেটার উপর ভার অর্পণ করা হয়।

চতুর্থ প্রস্তাব।

এই মহাসমিতির প্রার্থনানুসারে ভারতসচিব ও ভারত গবর্ণমেণ্ট আবকারী বিভাগের যে সকল সংস্কার করিয়াছেন, বিশেষতঃ বিদেশী ও দেশী

ইংরেজী মদের মাশুল বৃদ্ধি, বাঙ্গলাগবর্ণমেণ্ট কর্তৃক খোলাভাটি রহিত, মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক ১৮৮৯-৯০ সনে ৭ হাজার মদের দোকান বন্ধ করা প্রভৃতি কার্য্যের জন্য এই মহা সমিতি আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু ১৮৯০ সনের ১লা মার্চ্চ তারিখের ইণ্ডিয়া গেজেটে গবর্ণমেণ্টের যে পত্র বাহির হইয়াছে, তাহার ১০৩, ১০৪ ও ১০৫ প্রকরণানুযায়ী কার্য্য করা হয় নাই। বিশেষতঃ মদের দোকান স্থাপন বা রহিত সম্বন্ধে ও স্থানীয় অধিবাসীদের মত নির্ণয় করিয়া তাহার প্রতি যথাসম্ভব সম্মান প্রদর্শন সম্বন্ধে যাহা ঐ পত্রে লেখা হইয়াছে; তাহার কিছুই করা হয় নাই, এই মহাসমিতি তজ্জন্য দুঃখিত হইয়া ভারত গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছেন যে, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহে যাহাতে পূর্ণভাবে উক্ত পত্রের মর্ম্মানুসারে কার্য্য হয়, তাহার চেষ্টা করেন।

পঞ্চম প্রস্তাব।

ভারতের রাজস্বের অবস্থা অনেক ভাল হইয়াছে এবং যে হেতু প্রদর্শন করিয়া লবণের মাসুল বৃদ্ধি করা হয় সে হেতু আর নাই, সুতরাং যত শীঘ্র সম্ভব মাসুল কমাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। সভাপতি লবণের মাসুল হ্রাস করিবার জন্য গবর্ণর জেনারল বাহাদুরের নিকট দরখাস্ত পাঠাইবেন।

ষষ্ঠ প্রস্তাব।

১৮৬২ সনে ভারত-সচিব ভারতবর্ষের যে যে স্থানে ভূমির রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নাই, সেই সকল স্থানের বিশেষ অবস্থা পরিবর্ত্তন হইলে তথায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিতে মত দেন; ১৮৬৫ সনে সেই মত আবার ঘোষণা করেন। অচিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রদেশ সমূহের অনেক স্থানে সেই বিশেষ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, অতএব ২৫ বৎসরাধিক হইল ভারত-সচিব যে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তদনুসারে ভূমির রাজস্ব চিরস্থায়ী করিবার জন্য এই মহাসমিতি ভারত গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছেন।

সপ্তম প্রস্তাব।

এই মহাসমিতি কলিকাতার সংবাদ পত্র সমূহে একটি বিজ্ঞাপন দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। বিজ্ঞাপনটি এঃ—

কংগ্রেস

কলিকাতাস্থ অনেক রাজ কর্ম্মচারীকে কংগ্রেসে দর্শকরূপে উপস্থিত হইবার জন্য টিকেট পাঠান হইয়াছে, এই কথা অবগত হইয়া বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট সেক্রেটারী ও প্রত্যেক বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীদের নিকট এই মর্ম্মে এক সারকুলার পাঠাইয়াছেন যে, ভারত গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে দর্শকরূপে কংগ্রেসে উপস্থিত হওয়াও পরামর্শসিদ্ধ নয়, এইরূপ সভায় কোন কাজ করা একবারেই নিষিদ্ধ।"

বাঙ্গালার লেপ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরের প্রাইবেট সেক্রেটারী কংগ্রেসের অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদককে যে পত্র

লিখিয়াছেন মহাসমিতি তাহাও পাঠ করিয়াছেন। পত্রখানি এই।—

"বেলভিডিয়ার ২৬এ ডিসেম্বর, ১৮৯০ সাল।

প্রিয় মহাশয়,

গত কল্য অপরাহ্নে আপনি কংগ্রেসে দর্শকরূপে উপস্থিত হইবার জন্য যে সাতখানা কার্ড অনুগ্রহ পূর্ব্বক পাঠাইয়াছিলেন তাহা ফিরাইয়া দিতেছি এবং এই কথা জানাইতে আদিষ্ট হইয়াছি যে, লেপ্টেনেন্ট গভর্ণর এবং তাঁহার পরিবারস্থ কেহ এই টিকেট ব্যবহার করিতে সমর্থ নহেন। কেননা ভারতগবর্ণমেণ্টের আদেশ স্পষ্টরূপে এইরূপ সভায় উপস্থিত হইতে রাজকর্ম্মচারীদিগকে নিষেধ করিয়াছেন।

আপনার বিশ্বস্ত
পি, সি, লায়ন,
প্রাইবেট সেক্রেটারী।"

উপরোক্ত বিজ্ঞাপন ও পত্র পাঠ করিয়া সভা ইহার মর্ম্ম গবর্ণর জেনারল বাহাদুরের গোচর করিবার জন্য সভাপতি শ্রীযুক্ত ফেরোজ সা মেটাকে ক্ষমতা দিতেছেন। বাঙ্গলায় লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর ভারত গবর্ণমেণ্টের আদেশের প্রকৃত কি অপ্রকৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সভাপতি তাহাও গবর্ণর জেনারলকে জিজ্ঞাসা করিবেন।

অষ্টম প্রস্তাব।

মহাসমিতি চার্লস ব্রাডল সাহেব, সার উইলিয়াম ওয়েডারবারণ, কেইন সাহেব, জে ব্রাইট সাহেব, ইয়ুল সাহেব ও দাদাভাই নৌরজি, ডিগবি সাহেব, বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মধুলকার, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নর্টন সাহেব ও হিউম সাহেবকে তাঁহাদের নিঃস্বার্থ পরিশ্রম ও কৃতকার্য্যতার জন্য ধন্যবাদ দিতেছেন।

নবম প্রস্তাব।

টিভলি উদ্যানের স্বত্বাধিকারী কুমার দেবেন্দ্র মল্লিক ও তাঁহার ভ্রাতাগণ, মোহন বাগানের স্বত্বাধিকারী মিঃ নিমাইচরণ বসু ও বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসু, সার রমেশচন্দ্র মিত্র, মিঃ তারকনাথ পালিত, বাবু জানকীনাথ, গোপীমোহন, হরেন্দ্রনাথ, কিশোরীমোহন, ব্রজলাল রায়, বাবু রমানাথ ঘোষ, ও ঘাসি জমাদার যে প্রতিনিধিদের বাসের জন্য আপনাদের বাড়ী বিনা ভাড়ায় দিয়াছিলেন, সে জন্য তাঁহাদিগকে মহাসমিতি ধন্যবাদ দিতেছেন।

দশম প্রস্তাব।

মাল্রাজ, মধ্যভারত ও বেরার কংগ্রেস কমিটি ও জয়েণ্ট জেনারল সেক্রেটারীর সহিত পরামর্শ করিয়া আগামী ২৬এ ডিসেম্বর মাল্রাজ কি নাগপুরে মহাসমিতির অধিবেশন স্থির করা হয়।

একাদশ প্রস্তাব।

যদি সুবিধা হয়, তবে ১৮৯২ সনে ইংলণ্ডে মহাসমিতির অধিবেশন জন্য আয়োজন করা হইবে। ইংলণ্ডে

এক শতের ন্যূনসংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরিত হইবে না। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে যাঁহাদিগকে প্রতিনিধি প্রেরণ করা হইবে, তাঁহাদের নাম স্থায়ী কংগ্রেস কমিটী সমূহ আগামী কংগ্রেসে উপস্থিত করিবেন।

দ্বাদশ প্রস্তাব।

জয়েন্ট জেনারল সেক্রেটরীর হাতে যে টাকা আছে বা যাহা আসিবে তদ্ব্যতীত আরও ২০ হাজার টাকা স্থায়ী কংগ্রেস ফণ্ডে স্থির সুদে জমা রাখা হইবে। ১৮৯০ সনের অবশিষ্ট টাকা কংগ্রেসের ব্রিটিষ কমিটির খরচের জন্য জয়েণ্ট জেনারল সেক্রেটরীর হাতে থাকিবে। কিন্তু ১৮৯১ সনের চাঁদা পাইলে সে টাকা স্থায়ী ফণ্ডে জমা করিতে হইবে।

ত্রয়োদশ প্রস্তাব।

কেহ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া যে টাকা দিবেন, তদ্ব্যতীত ৪০ হাজার টাকা ব্রিটিষ কমিটির ব্যয়ের জন্য এবং ৬ হাজার টাকা জেনারেল সেক্রেটরীর অফিসের জন্য নির্দ্ধারণ করা হইল। কংগ্রেসকেন্দ্র সমূহ আপন আপন নির্দ্দিষ্ট অর্থ প্রদান করিবেন।

চতুর্দ্দশ প্রস্তাব।

হিউম সাহেব জেনারল সেক্রেটরী এবং পণ্ডিত অযোধ্যা নাথ জয়েণ্ট জেনারল সেক্রেটরী নিযুক্ত হইলেন।

পঞ্চদশ প্রস্তাব।

ইয়ুল সাহেব, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ, শ্রীযুক্ত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ইংলণ্ডে গিয়া আন্দোলন করিবার জন্য প্রতিনিধি নিযুক্ত হইলেন।

ষোড়শ প্রস্তাব।

সভাপতিকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়।

সপ্তদশ প্রস্তাব।

অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ, সম্পাদক শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ঘোষাল ও শ্রীযুক্ত রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী, বাবু চারুচন্দ্র মিত্র, বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসু, কাপ্তান বেনন, বাবু পশুপতিনাথ বসু, বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও ভলণ্টিয়ারগণ এবং এঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকমিটীর সভ্যদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়।

প্রত্যেক প্রস্তাব অবতারণা ও সমর্থন কালে প্রস্তাবক, পোষক ও সমর্থকগণ সুন্দর সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা সংবাদ পত্রে সবিস্তার প্রকাশিত হইয়াছে।

কংগ্রেস উপলক্ষে সামাজিক সমিতি, ব্রাহ্মসম্মিলন, খৃষ্টীয় সম্মিলন প্রভৃতি দ্বারাও ভিন্ন ভিন্ন সমাজের অনেক উপকার হইয়াছে।

সভা সমিতি ও সম্মিলনী প্রভৃতি বিষয়ে একটি নিবেদন।

সর্ব্বসাধারণের নিকট আমার নিবেদন এই যে, আমরা দেশের হিতার্থে যে কোনও অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হই, যেন ঐকান্তিক ভক্তিভাবেই প্রবৃত্ত হই, ভাক্তভাবে না হইয়া ভক্তভাবেই প্রবৃত্ত হই। মহাসূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া যেমন অসংখ্য গ্রহমণ্ডলী যথানিয়মে পরিভ্রমণ করে, তেমনি আমরাও যেন সেই বিশ্বাধার অনন্তদেবকে কেন্দ্র করিয়া বিশ্বমণ্ডলে পরিভ্রমণ করি। নতুবা, যেমন কেন্দ্রভ্রষ্ট হইলে গ্রহমণ্ডলীর অনন্ত অনবস্থা, তেমান ঈশ্বরভ্রষ্ট হইয়া চলিতে গেলে আমাদেরও অনন্ত দুরবস্থা অবশ্যভাবী।

যথা বীজং বিনা ক্ষেত্রং বন্ধ্যং ধারাশতৈরপি।
ভক্তিং বিনা তথা কর্ম্ম ব্যর্থং যত্নশতৈরপি॥

বীজ বিনা ক্ষেত্র যেমন শত শত ধারাপাতেও ফলিত হয় না; ঈশ্বরভক্তি বিনা অনুষ্ঠানও তেমনি শত শত প্রযত্নেও সফল হয় না।

ক্ষত্রবল (অর্থাৎ মানবের আধিভৌতিক শক্তি) ব্রহ্মবলের (অর্থাৎ আধ্যাত্মিক শক্তির) ওতপ্রোত সংযোগ ভিন্ন কদাচ সিদ্ধিলাভ করে না। ব্রহ্মবল ও ক্ষত্রবল সম্মিলিত হইলেই ইহকালে ও পরকালে সিদ্ধিলাভ হয়;—

"নাক্ষত্রং ব্রহ্ম ভবতি ক্ষাত্রং নাব্রহ্ম বর্দ্ধতে।
ব্রহ্মক্ষাত্রে তু সংযুক্তে ইহামুত্র চ বর্দ্ধতে॥" (মনু)

আমাদের ঈশ্বরপরায়ণ পুণ্যশ্লোক পূর্ব্বপুরুষগণ কোনও সৎকর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বেই ভক্তিগদগদ কণ্ঠে এই মহামন্ত্র উচ্চারণ করিতেন,—

"(ওঁ) প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ।
তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ॥"

প্রীত হও হরি! সর্ব্বযজ্ঞের ঈশ্বর;
তোমারি প্রীতিতে প্রীত বিশ্ব চরাচর।

যাঁহার হস্ত ও পদ সর্ব্বত্রই প্রসারিত, যাঁহার চক্ষু ও মস্তক ও মুখ সর্ব্বত্রই প্রসারিত, আমাদের ধর্ম্মপ্রাণ পূর্ব্বপুরুষগণ সেই বিশ্বরূপ মহান্ ব্রহ্মাগ্নিকে সর্ব্বকর্ম্মেই প্রতিষ্ঠিত করিতেন,—

"সর্ব্বতঃ পাণিপাদান্তঃ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখঃ।
বিশ্বরূপো মহানগ্নিঃ প্রণীতঃ সর্ব্বকর্ম্মসু॥"

সেই সর্ব্বমঙ্গলময়কে নমস্কার না করিয়া কোনও কর্ম্মেই হস্তক্ষেপ করিবার বিধান ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে নাই;—

"সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শুভম্।
নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্ব্বকর্ম্মাণি কারয়েৎ॥"

সর্ব্বসুমঙ্গলে যিনি সুমঙ্গলময়,
বরদাতা, শিব, সর্ব্বভূতের আশ্রয়,
সর্ব্ব অগ্রে প্রণমিবে সেই নারায়ণ,
অনন্তর সর্ব্ব কর্ম্ম করিবে সাধন।

ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র যতই আলোচনা করিবে, হৃদয়ে এই জ্ঞানই বদ্ধমূল হইবে যে, ঈশ্বরই জীবনের মূল ভিত্তি, এবং ঈশ্বরই জীবনের মূল লক্ষ্য, এবং

সেই পরমাত্মায় বিলীন হইয়া জীবাত্মার পৃথক্ অস্তিত্বজ্ঞানের বিলয়সাধনই মানবজীবনের চরম ফল। আমরা সেই মূল লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াই যে অধঃপতিত হইয়াছি, তাহাতে সন্দেহ নাই। ধর্ম্ম-কেন্দ্র হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া যে জগতের কত জাতি ও কত জনপদ রসাতলে গিয়াছে, ইতিহাসই তাহার জাজ্বল্যমান সাক্ষী। যাঁহারা ব্যক্তি-বিশেষের জাতিবিশেষের বা জনপদ-বিশেষের পতন ও অভ্যুদয়ের মূলতত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, তাঁহারা অবশ্যই এ কথা একবাক্যে স্বীকার করিবেন।

ঈশ্বর বাস্তবিক অপরিজ্ঞেয় বা পরোক্ষ বা দুর্লভ বস্তু নহেন, সময়-বিশেষে ব্যবহার্য্য পোষাকি জিনিসও নহেন, তিনি আমাদের সকলেরই সমান পরিজ্ঞেয়, সকলেরই পক্ষে সমান সুলভ, সর্ব্বেন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ, নিত্য ব্যবহার্য্য বস্তু। সেই পরমার্থ চিন্তামণি আমার তোমার সকলের ঘরের সিন্দুকের মধ্যেই; কেবল সিন্দুক খুলিলেই সেই চিন্তামণি লাভ করা যায়। কিন্তু একমাত্র ভক্তি ভিন্ন অন্য চাবিতে সে সিন্দুক খোলা যায় না। যেমন চবের তালা খুলিবার জন্য শত শত মত্ত হস্তীর বল প্রয়োগ করিলেও তাহা খোলে না বরং কল বিকল হইয়া যায়, অথচ তদুপযোগী একটি সামান্য চাবি কোমলভাবে ঘুরাই-লেই সেই প্রকাণ্ড লোহার সিন্দুকটা নিঃশব্দে খুলিয়া যায়, তেমনি শত সহস্র তর্কশাস্ত্র ও বাদানুবাদের শক্তি প্রয়োগ কর, বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা প্রয়োগ কর, সে চিন্তামণির আধার সিন্ধুকটি কিছুতেই খুলিবে না, বরং বিকল হইতে থাকিবে, আবার সরল ভক্তি চাবিটি একবার কোমলভাবে ঘুরাইয়া দেখ, হৃদয়-সিন্ধুক নিঃশব্দে উদ্ঘাটিত হইবে, চিন্তামণি হাতেই পাইবে। আমাদের ভক্ত পূর্ব্ব-পুরুষগণ সেই চিন্তমণি হাতে পাইয়া তাহারই আলোকে সংসারের তাবৎ কর্ম্ম সম্পন্ন করিতেন। অন্য আলোক ব্যবহার করিতেন না।

ক্ষেমদর্শী প্রাচীন আচার্য্যেরা সংসার-যাত্রাকে অতি পবিত্র ও গুরু-তর কার্য্য বলিয়া জ্ঞান করিতেন, সংসারের প্রত্যেক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া অগ্রেই ভক্তিযোগে সেই, অখণ্ড-মণ্ডলাকার নারায়ণকে সর্ব্বভাবে প্রত্যক্ষ করিতেন, সেই সর্ব্বসাক্ষীকে সাক্ষী করিয়া তাঁহারি প্রীতিকামনায় কার্য্য করিতেন। তাঁহারা কামনা করি-তেন যে, জীবনযাত্রার আদ্যোপান্তই ধর্ম্মময়, জীবনের ক্ষুদ্রতম অংশও মহান্ ধর্ম্মের অংশ। যেমন ধান্য হইতে তুষ খসিলে সে ধান্যে আর গাছ হয় না, তেমনি ধর্ম্ম অঙ্গহীন হইলে সকল সাধ-নই বিফল হইয়া যায়।

ঈশ্বরপ্রাণ আর্য্যগণ উষাকালে শয্যা হইতে উঠিয়াই এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তবে নিশ্বাস ফেলিতেন.—

"লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব।
শ্রীকান্ত বিষ্ণো। ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থম্।
সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে" ॥

শ্রীনাথ! দেবাধিদেব! জগতের পতি।
হে বিষ্ণো! চৈতন্যময় অখিলের গতি।
প্রভাতে উঠিয়া তব প্রীতিকামনায়,
করিব সংসারকার্য্য তোমারি আজ্ঞায়।

তাঁহারা এইরূপে মনপ্রাণ সকলি সর্ব্বেশ্বরে সমর্পণপূর্ব্বক সকল কর্ম্ম করিতেন, কর্ম্ম ও কর্ম্মফল ব্রহ্মে সমর্পণ করিতেন। আমরাও যতদিন সেই ভাবে 'ব্রহ্মার্পণ' (১) করিতে না শিখিব, ততদিন আমাদেরও শক্তি ও সিদ্ধিলাভের প্রত্যাশা বিড়ম্বনা মাত্র। অতএব আমাদের সভা, সমিতি ও সম্মিলনীগুলি কেবল কতকগুলি ভৌতিক পিণ্ডের সম্মিলনী না হইয়া যতদিন ক্ষত্র ও ব্রহ্মবলের প্রকৃত সম্মিলনী না হইবে, ততদিন এই সকল সম্মিলনী সভা কাষ্ঠ লোষ্ট্রাদির সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে, প্রাণহীন নর দেহের সমবায় ভিন্ন আর কিছুই নহে। যেমন ভগীরথ ব্রহ্মলোক হইতে গঙ্গা আনয়ন করিয়া পূর্ব্বপুরুষগণের ভস্মাবশেষ দেহরাশিতে অক্ষয় দিব্য প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তেমনি যদি কেহ ব্রহ্মলোক হইতে সেই পতিতপাবনী ভক্তি আনয়ন করিয়া এই সকল সভা সমিতি ও সম্মিলনীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে পারেন, তবেই এই সকল দ্বারা স্থায়ী ফল লাভ হইবে। সেই প্রাণময় পুরুষের অধিষ্ঠান ভিন্ন মৃতদেহে প্রাণ প্রতিষ্ঠা আর কে করিতে পারে?

এই সকল সভাসমিতি ও সম্মিলনীর উদ্যোগী ও কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট আমার এই নিবেদন যে, তাঁহারা যেন এই সকল সভার অধিবেশনের প্রারম্ভেই ভক্তিযোগে সেই সর্ব্বশক্তিমান্ প্রাণময় পুরুষকে আহ্বান করেন এবং তাঁহাকেই কর্ম্মফল সমর্পণ করিয়া সভা ভঙ্গ করেন। ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ ও ধর্ম্মপ্রাণে প্রাণবান্ না হইয়া শুধুই ভৌতিক বল ও ভৌতিক প্রাণবায়ুর সাহায্যে কি কখন সিদ্ধিলাভ সম্ভবে? আমাদের পিতৃ লোকেরা যে ঈশ্বরকে নিবেদন না করিয়া শুষ্ককণ্ঠে জলবিন্দুও প্রদান করিতেন না, আমরা কি তাঁহাদের সন্তান নহি?

এই সকল সভা সমিতি ও সম্মি-

(১) আর্য্যেরা "ব্রহ্মার্পণ" শব্দের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন,—

"ব্রহ্মণা দীয়তে দেয়ং ব্রহ্মণে সংপ্রদীয়তে।
ব্রহ্মৈব দীয়তে চেতি ব্রহ্মার্পণমিদং পরম্ ॥১॥
নাহং কর্ত্তা সর্ব্বমেতদ্ ব্রহ্মৈব কুরুতে তথা।
এতদ্ ব্রহ্মার্পণং প্রোক্তমৃষিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥২॥
প্রীণাতু ভগবানীশঃ কর্ম্মণানেন শাশ্বতঃ।
করোতি সততং বুদ্ধ্যা ব্রহ্মার্পণমিদং পরম্ ॥৩॥
তথা ফলানাং সংন্যাসং প্রকুর্য্যাৎ পরমেশ্বরে।
কর্ম্মণামেতদপ্যাহুর্ব্রহ্মার্পণমনুত্তমম্ ॥৪॥

অর্থাৎ—যাহা কিছু দিবার আমাকে ব্রহ্মই দিতেছেন, আমিও ব্রহ্মকেই সম্প্রদান করিতেছি; আমি যাহা কিছু সম্প্রদান করিতেছি, সে সকলই ব্রহ্ম, এইরূপ জ্ঞানকে "ব্রহ্মার্পণ" বলে।১। আমি কিছুই করি না, সকলি ব্রহ্ম করিতেছেন,—এইরূপ জ্ঞানকে তত্ত্বদর্শী ঋষিরা 'ব্রহ্মার্পণ' বলিয়া থাকেন।২। এই কর্ম্মে সেই শাশ্বত ভগবান ঈশ্বর প্রীত হউন,—সদাই এইরূপ বুদ্ধিতে কর্ম্ম করাকে "ব্রহ্মার্পণ" বলে।৩। সমস্ত কর্ম্মফল পরমেশ্বরে সমর্পণ করিবে,—ইহাকে সর্ব্বোত্তম "ব্রহ্মার্পণ" বলে।৪। (কূর্ম্মপুরাণ)।

লনীর প্রারম্ভে প্রায়ই দুই একটী সঙ্গীতের অবতারণা হইয়া থাকে। সেই সকল সঙ্গীত শুনিলে মনে হয় যেন জন্মভূমির অন্তিমকাল উপস্থিত। যেন জননী ভারতভূমি সঙ্কট পীড়ায় প্রাণত্যাগ করিতেছেন, সম্মুখে এমন কেহ নাই যে মুমূর্ষু মাতার মুখে এক গণ্ডুষ জল দেয়, একটিবারও তাঁহার কর্ণে হরিধ্বনি করে। যদি সত্য সত্যই মায়ের সেই দশাই উপস্থিত হইয়া থাকে তবে তাঁহার কর্ণে হরিনাম করা কি সুপুত্রের কার্য্য নহে?

"যে নামে শবের অস্থি শীর্ণ বিগলিত,
প্রাণ পেয়ে নাচে প্রেমে হ'য়ে পুলকিত;"

সেই নাম প্রকৃত ভক্তিযোগে মায়ের কর্ণে উচ্চারণ করিলে অবশ্যই তাঁহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইবে। অতএব এই সকল সভার প্রারম্ভে ও শেষে সেই প্রাণদয় পুরুষের মৃতসঞ্জীবন নাম গ্রহণ করা উচিত। যেমন জলন্ত প্রদীপের তেজে বর্ত্তিকা প্রজ্বলিত হয়, সেইরূপ তাঁহারি প্রাণে অনুপ্রাণিত হইয়া কার্য্য করা উচিত। হনুমান্ যেমন বুক চিরিয়া রাম নাম দেখাইয়াছিলেন, আমরা প্রত্যেকেই যেন তেমনি বুক চিরিয়া দেখাইতে পারি যে, আমাদের হৃৎপিণ্ডে সেই "তারকব্রহ্ম" নাম জলন্ত অগ্নিময় অক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে। হৃদয়ে তারক ব্রহ্মের ছাপ দেখিলে নর-শত্রুর কথা দূরে থাক, সর্ব্বসংহারী যমও আমাদের নিকট ঘেঁসিবে না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমাদের প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করিলেও ব্রহ্মদণ্ডে ঠেকিয়া সকলের সকল অস্ত্রই ভস্ম হইয়া যাইবে। "ধিগ্‌বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজোবলং বলম্।" ইতি—শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা।

লংভিলের ডিউক পত্নী।

লংভিলের ডিউক্ পত্নী সত্যনিষ্ঠার উত্তম উদাহরণ দেখাইয়া ছিলেন।

তিনি রাজার নিকট অধীনস্থ প্রদেশের প্রতি কোন অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। রাজা তাহাতে সম্মত না হওয়াতে তাঁহার এমন ক্ষোভ জন্মিয়াছিল যে তাহাতে তাঁহর মুখ হইতে রাজার বিরুদ্ধে কোন কোন মন্দ কথা বাহির হইয়া পড়ে। খলস্বভাব এক ব্যক্তি সেই কথা রাজার কর্ণগোচর করিয়া দেয়। রাজা তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া এই বৃত্তান্ত উক্ত ভূম্যধিকারিণীর (ডিউক্ বনিতার) ভ্রাতাকে শুনাইলেন, তাঁহার ভ্রাতা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "ইহা কদাপি সত্য হইতে পারে না; কারণ, আমার ভগিনীর এতদূর বুদ্ধিভ্রংশ হওয়া সম্ভবপর নহে।" রাজা বলিলেন, "যদি তিনি নিজে ইহা অস্বীকার করেন, তাহা হইলে ইহা মিথ্যা বলিয়া মানিব।"

এই কথা শ্রবণানন্তর উক্ত ভূম্যধিকারিণীর ভ্রাতা সেই ভগিনীর নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কিছুই